পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 147 Monday, 28 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৪৭ সংখ্যা ❋ ১৪ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার, ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আর শুধু সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নয়! এবার পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখলের ডাক অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ পহেলগাঁও আবহে পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দিতে আর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নয়! এবার সরাসরি পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখলের ডাক দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে রবিবারের পোস্টে বিঁধেছেন কেন্দ্রকেও। কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার নেপথ্যে নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে তদন্ত না করে ' ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ।

রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক লিখেছেন, ' কিছুদিন ধরে আমি একাধিক বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম ও কেন্দ্রের পদক্ষেপের দিকে নজর রাখছিলাম। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার নেপথ্যের নিরাপত্তায় গাফিলতি নিয়ে সঠিক তদন্তের বদলে একটি ন্যারেটিভ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সাহায্য করছে।' ওরা যে ভাষা বোঝে, এটা সেই ভাষায় জবাব দেওয়ার সময়, পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি অভিষেক ব্যানার্জির

সন্ত্রাস দমনে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ পহেলগাঁও হামলার পর থেকে কাশ্মীরজুড়ে চলছে সেনা অভিযান। উপত্যকায় জঙ্গিদের খোঁজে চিরুনিতল্লাশি চালাচ্ছে সেনা। গত ৫ দিনে অন্তত ৯ জঙ্গির বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সেনা অভিযান নিয়েই এবার প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। লিখলেন, সবকটা বাড়ি তো আমাদের দেশে। এতদিন এগুলো কীভাবে ছিল? নিজেদের এলাকার বাড়ি ভেঙে আমরা কড়া ব্যবস্থা বলে লাফাব? পুলওয়ামার পর জম্মু ও কাশ্মীরের মাটিতে সবচেয়ে বড় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে গত মঙ্গলবার। বিকেলে পহেলগাঁওয়ে এক রিসর্টে পর্যটকদের উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। সব মিলিয়ে ৪০ রাউন্ড গুলি চলেছে। মূলত আক্রমণ করা হয় অমুসলিমদের। মৃত্যু হয়েছে মোট ২৬ জনের। হামলার দায় স্বীকার করেছে লস্করের টিআরএফ বা দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট। এই হামলার পরই পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত করেছে ভারত সরকার। সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত-সহ একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। এদিকে শনিবার থেকে কাশ্মীরের অনন্তনাগ, পুলওয়ামা, সোপিয়ান, কুলগাওয়ের বিভিন্ন এলাকায় একযোগে চলছে অভিযান। ৫ দিনে অন্তত ৯ জন জঙ্গির বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সোশাল মিডিয়ায় বেশ কিছু প্রশ্ন তুললেন কুণাল। রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখলেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা হোক। কিন্তু আজ টিভিতে গুটিকয় বাড়ি ভাঙা দেখিয়ে বলা হচ্ছে জঙ্গিদের আশ্রয়স্থলে কড়া ব্যবস্থা হচ্ছে। আজব! সবকটা বাড়িই তো আমাদের দেশে। সেগুলো এতদিন ছিল কী করে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কী করছিল? নিজেদের এলাকার বাড়ি ভেঙে আমরা কড়া ব্যবস্থা বলে লাফাব? অর্থাৎ সন্ত্রাস দমনে কেন্দ্রের ভূমিকা কতটা ইতিবাচক, সেই প্রশ্নই তুলে দিলেন তিনি।

রাস্তার মাঝে গ্রিন বাফারে উদ্যোগী কলকাতা পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ কলকাতায় আর বড় গাছ লাগানোর জায়গা নেই! কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়ার মতো গাছের সংখ্যাও দ্রুত কমছে। কোনও বেসরকারি সংস্থা নয়। এই তথ্য খোদ কলকাতা পুরসভার। তাই এবার ব। রাস্তার মাঝে 'গ্রিন বাফার' করা হচ্ছে। যেসব গাছ উচ্চতায় ৪ থেকে সাড়ে চার ফুট। অক্সিজেন পাওয়া যাবে। দূষণ কমবে। আগামী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। রাজ্যজুড়ে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালন হবে। কিন্তু যত দিন এগিয়ে আসছে ততই উদ্বেগ বাড়ছে পুরসভার উদ্যান বিভাগের। কারণ, কলকাতায় আর বড় গাছ লাগানোর জায়গা নেই। কলকাতায় বড় গাছ দেখা যায় ময়দান এলাকায়। বন দপ্তরের উদ্যোগে গোটা ময়দান তল্লাট জুড়ে বড় বড় গাছ লাগানো হয়েছিল। এখন সেসব গাছের গড় বয়স ৩০-৩৫ বছর। বেশিরভাগ পাকুড়, শিরীষ, বটের মতো গাছ। ময়দান এলাকা বাদে বাকি রইল পূর্ব কলকাতার বাইপাস এলাকা আর পানীয় জল উৎপাদন ও সরবরাহ কেন্দ্র। বাইপাসের দু'ধারে পুরসভা এবং বনদপ্তর কিছু গাছ রোপণ করেছে। কিন্তু এবার মেরেকেটে হয়তো হাজার পাঁচেক গাছ লাগাতে পারে উদ্যান বিভাগ।

পুর উদ্যান বিভাগের আধিকারিকদের বক্তব্য, মহানগরীতে বড় গাছ রোপণ করার জায়গা নেই। তাই সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, ভূপেন বোস অ্যাভিনিউতে বড় গাছ লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু আয়লার পর বেশিরভাগ বড় গাছ উপড়ে যায়। সেই বছর ও তার পরের বছর গড়ে ৫০ হাজার করে গাছ লাগানো হয়। সেই সময়ে রাজ্য হর্টিকালচার বিভাগ সমীক্ষা চালিয়ে পুর উদ্যান বিভাগে রিপোর্ট জমা দেয়। যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছিল কলকাতার বেশিরভাগ এলাকায় মাটি আলগা হয়ে গিয়েছে। তাই নতুন করে খাস কলকাতায় বট, মেহগনি অথবা অশ্বত্থের মতো বৃক্ষ রোপণ করা হলেও ঝড়ে গোড়া থেকে উপড়ে যাবে। তা হলে উপায়? পুর এলাকায় বৃক্ষ রোপণ করতে এবার মেট্রো রেল, বন্দর কর্তৃপক্ষকে আবেদন করা হয়েছে। আবার পুরসভার বাগানেও বড় গাছ লাগানোর জায়গা কম। গত পাঁচ বছর ধরে গার্ডেন রিচ পানীয় জল উৎপাদন ও সরবরাহ কেন্দ্রে আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, বাতাবি লেবুর গাছ লাগানো হয়। একইভাবে টালা পাম্পিং স্টেশনেও আম, জাম, কাঁঠালগাছ লাগানো হয়েছে। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক শহরে কমছে কৃষ্ণচূড়া গাছ। অনেক যত্ন করেও রক্ষা করা যাচ্ছে না। ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। তবে শহরের দূষণ কমাতে রাস্তার মাঝে ছোট গাছ রোপণ করা হচ্ছে। ফলে কিছুটা হলেও দূষণ কমছে। অক্সিজেনের পরিমাণ বা।ছে।

দেশকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে

প্রত্যেক ভারতবাসীর রক্ত ফুটছে,হামলার কড়া নিন্দা মোদির

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ পহেলগাঁও হামলার পর প্রত্যেক ভারতবাসীর রক্ত ফুটছে। এই সংকটের সময়ে দেশকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। রবিবার 'মন কি বাত'-এর ১২১তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এমনটাই জানালেন।

হামলার কড়া নিন্দা করে তিনি বলেন, কাশ্মীরে শান্তি ফিরে আসছিল। গণতন্ত্র শক্তিশালী হচ্ছিল। স্কুল-কলেজের সংখ্যা এবং পর্যটন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু শত্রুদের এটি পছন্দ হয়নি। সন্ত্রাসবাদীরা আবারও কাশ্মীরকে ধ্বংস করতে চায়। এরপরই মোদির গলায় শোনা যায় বদলার অঙ্গীকার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি নিহতদের পরিবারগুলিকে আশ্বস্ত করছি, তাঁরা ন্যায়বিচার পাবে। এই হামলার নেপথ্যে যারা রয়েছে তাদের কঠোরতম শাস্তি হবে। পহেলগাঁও হামলার পর একাধিক দেশের রাষ্ট্রনেতারা ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে মোদি বলেন, বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাকে ফোন করেছেন, চিঠি লিখেছেন, বার্তা পাঠিয়েছেন। সকলেই এই জঘন্য সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিঃ দা করেছেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গোটা বিশ্ব আমাদের পাশে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে ১৪০ কোটি ভারতবাসীর ঐক্যই সবচেয়ে বড় শক্তি। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আমাদের আদর্শকে শক্তিশালী করতে হবে। সমগ্র বিশ্ব দেখছে কীভাবে দেশ একটাই সুরে কথা বলছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত। তবে প্রধানমন্ত্রীর ইশারাতে স্পষ্ট, পহেলগাঁওয়ে হামলাকারী এবং তাঁদের মদতদাতাদের খুঁজতে আগামী দিনে আরও বড়সড় কোনও পদক্ষেপ করতে চলেছে নয়াদিল্লি। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বিহারের মধুবনীতে মোদির সরকারি সভা ছিল। সেখান থেকে জোরালো এবং স্পষ্টভাষায় তিনি হুঁশিয়ারি দেন, বিশ্বের যে প্রান্তেই লুকিয়ে থাক জঙ্গিরা, তাঁদের খুঁজে বের করে মারবে ভারত। যারা সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে, বা আ।ল থেকে মদত দিচ্ছে তারাও ছাড় পাবে না। ওদের যেটুকু জমি বাকি আছে, সেটুকুও গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।

বাজারে ওষুধের অনটন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধে মহাসংকটে পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ খাল কেটে কুমির আনা বোধহয় একেই বলে। ভারতের সঙ্গে সমস্ত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে বড়সড় বিপাকে পড়ার আশঙ্কায় পাকিস্তান।

এমনিতে পাকিস্তান একাধিক ক্ষেত্রে ভারতের পণ্যের উপর নির্ভরশীল। তবে বাণিজ্য বন্ধের জেরে পাক বাজারে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটার সংকট হতে পারে সেটা হল ওষুধ। বস্তুত পাকিস্তান ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে পুরোপুরি ভারতের উপর নির্ভরশীল। ভারতের বাজার থেকে কাঁচামাল না গেলে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ যেতে পারে বহু পাকিস্তানির। সংকট বুঝে তড়িঘড়ি দেশের ওষুধ প্রস্তুতকারী ও সরবরাহকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসছেন পাক সরকারের আধিকারিকরা। আসলে, পাকিস্তানের ওষুধের বাজার পুরোপুরি ভারত নির্ভর। বিভিন্ন ওষুধ, ওষুধ তৈরির কাঁচামাল এবং বিভিন্ন সরঞ্জামের অন্তত ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পাকিস্তানে যায় ভারত থেকে। পহেলগাঁও হামলার পর পাক সরকারই ভারতের সঙ্গে সমস্তরকম দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। ফলে ভারত থেকে আর সে দেশে ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে না। সেটার প্রভাব বাজারে এখনও সরাসরি না পড়লেও অদূর ভবিষ্যতে সংকট তৈরি হতে পারে। এর আগে ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলার পর ভারত-পাক বাণিজ্য সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে পাক বাজারে ওষুধ সংকট তৈরি হয়। এবারও পরিস্থিতি সেদিকেই এগোচ্ছে। তবে উনিশ থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আগেভাগে পদক্ষেপ করতে চাইছে পাক সরকার। ' রেগুলেটরি অথরিটি অফ পাকিস্তান' ইতিমধ্যেই দেশের ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির কর্তাদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছে। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু না হলে যাতে কোনওভাবেই বাজারে ওষুধের সংকট না তৈরি হয়, সেটা নিশ্চিত করতে চাইছে পাকিস্তানের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। বস্তুত ভারতের বিকল্প অন্য কোনও দেশ থেকে ওষুধ আমদানি করা যায় নাকি, খতিয়ে দেখেছে পাকিস্তান। শোনা যাচ্ছে, চিন, রাশিয়া এবং ইউরোপের একাধিক দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করছে পাকিস্তান। ওই সমস্ত দেশ থেকে ওষুধ কেনার কথা ভাবা হচ্ছে। তবে পাকা কথা এখনও কারও সঙ্গে হয়নি। তার মূল কারণ, ওই দেশগুলি থেকে ওষুধ আমদানি করতে গেলে বাড়তি খরচের মুখে পড়তে হবে।

যেকোনও সময়ে, যে কোনওভাবে', মহড়ার ছবি পোস্ট করে রণহুঙ্কার নৌসেনার

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ যেকোনও সময়ে, যেকোনওভাবে', মহড়ার ছবি পোস্ট করে রণহুঙ্কার নৌসেনার ।যুদ্ধজাহাজ থেকে মিসাইল উৎক্ষেপণের ভিডিও প্রকাশ করেছে নৌসেনা।

পহেলগাঁও হামলার পর পাক সরকার শিমলা চুক্তি অমান্য করার হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর থেকেই লাগাতার সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে আসছে পাকিস্তান। শুক্রবার থেকেই সীমান্তে গুলি চালাচ্ছে পাক সেনা। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সজাগ এবং প্রস্তুত থাকার বার্তা দিল ভারতীয় নৌসেনা। শুক্রবার সকাল থেকেই আরব সাগরের তীরে মহড়া শুরু করেছে যুদ্ধ জাহাজ এবং একাধিক মিসাইল। সফলভাবে একগুচ্ছ মিসাইল উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে রবিবারের মহড়ায় হাজির ছিল কলকাতা-ক্লাস ডেস্ট্রয়ার, নীলগিরি, ক্রিভক-ক্লাস ফ্রিগেটসের মতো যুদ্ধজাহাজগুলি। ব্রাহ্মোস-সহ একাধিক মিসাইল উৎক্ষেপণ হয়েছে রবিবারের মহড়ায়। আরব সাগরের তীরে মহড়ার ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে নৌসেনার এক্স হ্যান্ডেলে। ভিডিও পোস্ট করে জানানো হয়, নৌসেনার প্ল্যাটফর্ম, সিস্টেম এবং বাহিনী কতটা প্রস্তুত সেটা খতিয়ে দেখার জন্যই রবিবার মহ।া হয়েছে। যেকোনও সময়ে, যেকোনও স্থানে, যেকোনওভাবে ভারতের জলসীমা নিরাপদ রাখতে প্রস্তুত নৌসেনা, এই বার্তাই দেওয়া হয়েছে রবিবারের মহড়ার পরে। প্রয়োজনে যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত নৌসেনা। গত মঙ্গলবার পহেলগাঁওয়ের বৈসারন ভ্যালিতে সেনার পোশাকে আসে ৫-৬ জন জেহাদি। তাদের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যায় ২৫ পর্যটক ও এক স্থানীয় বাসিন্দা। তারপর থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহি মেজাজে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ভারত। ইতিমধ্যেই 'আক্রমণ' অভ্যাস শুরু করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। ভূখণ্ডে ঢুকে যুদ্ধ করার পাশাপাশি ইলেকট্রনিক যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছে বায়ুসেনা। রাজস্থানে সীমান্ত এলাকায় মহড়া চালাচ্ছে স্থলসেনা। এবার সম্মুখ সমরের প্রস্তুতিতে শামিল নৌসেনাও।

মহারাষ্ট্র-দিল্লিতে ১০ হাজার পাকিস্তানি! প্রকাশ্যে বিস্ফোরক তথ্য

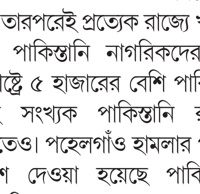

মুম্বাই, ২৭ এপ্রিল ঃ দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে পাকিস্তানিদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠাতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন অমিত শাহ। তারপরেই প্রত্যেক রাজ্যে খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছে পাকিস্তানি নাগরিকদের। জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রে ৫ হাজারের বেশি পাকিস্তানি বাস করেন। একই সংখ্যক পাকিস্তানি রয়েছেন রাজধানী দিল্লিতেও। পহেলগাঁও হামলার পরই ভারত ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানিদের। এহেন পরিস্থিতিতে শুক্রবার সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়ে অমিত শাহ বলেন, সমস্ত পাকিস্তানিদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠান। নয়াদিল্লির তরফেঘোষণা করে দেওয়া হয়, আগামী দিনে আর কোনও পাক নাগরিক ভারতের ভিসা পাবে না। এমনকী সার্ক দেশভুক্ত দেশগুলিকে যে বিশেষ ' ভিসা দেওয়া হয় সেটাও বাতিল করা হবে। পাক নাগরিকদের মধ্যে যারা মেডিক্যাল ভিসায় এ দেশে রয়েছেন, আগামী ২৯ এপ্রিলের মধ্যে দেশ ছাড়তে হবে তাঁদেরও। তবে প্রশ্ন উঠছে, লং টার্ম ভিসাধারী পাকিস্তানিদের কী হবে? নিয়ম অনুযায়ী, পাকিস্তান থেকে বিবাহসূত্রে কেউ ভারতে এলে বিবেচনার পর প্রথমে তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য ' দেওয়া হয়। এর পর থেকে এক বা দু'বছরের ভিসা দেওয়া হয়। সেই ভিসা পুনর্নবীকরণের জন্য পাক নাগরিকদের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয় গোয়েন্দাদের। আবার অনেকেই বিবাহসূত্রে ভারতে আসার পর পাক পাসপোর্ট জমা দিয়ে দিয়েছেন। ফলে খাতায়-কলমে এখনও তাঁরা পাকিস্তানের নাগরিক। মহারাষ্ট্রের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের বিভিন্ন শহরে পাঁচ হাজারের বেশি পাকিস্তানি নাগরিক রয়েছেন। সবচেয়ে বেশি, ২৪৫৮ জন পাকিস্তানি রয়েছেন নাগপুরে। এই পাঁচ হাজারের মধ্যে অন্তত ১ হাজার পাকিস্তানি এসেছেন স্বল্পমেয়াদি ভিসায়। বাকিরা প্রত্যেকেই লং টার্ম ভিসায় ভারতে রয়েছেন। অন্যদিকে পাঁচ হাজার পাকিস্তানি রয়েছেন দিল্লিতেও। প্রশ্ন উঠছে, এই বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানি কি ফিরে গিয়েছেন দেশে? সময়সীমা পেরনোর পরে যাঁরা ভারতে থেকে যাবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করবে কেন্দ্র?

দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন, সেজে উঠছে আলোকমালায়

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৭ এপ্রিল ঃ আগামী বুধবার, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় উদ্বোধন হবে জগন্নাথ মন্দিরের। সেই মঃিদর উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে সৈকতনগরীতে এখন সাজো সাজো রব। সোমবার কলকাতা থেকে দিঘায় এসে হাজির হবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ রাজ্যের বেশ কিছু মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা।তার আগেই সমুদ্র নগরীকে জগন্নাথের থিম ভাবনায় কাজে লাগিযে. আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। দিঘা শহর জুড়ে লাগানো হয়েছে মোট আটটি বড় ধরনের আলোর গেট। সেই আলোকসজ্জায় স্থান পেয়েছে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের আদল। দিঘার রাস্তাঘাট তথা মন্দির প্রাঙ্গণের পাশাপাশি আলোকমালায় সাজানো হয়েছে দিঘার সমুদ্রসৈকত।

৫ বিষয়ে অন্তত ৩০ শতাংশ নম্বর পেলে পাশ উচ্চমাধ্যমিকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ উচ্চমাধ্যমিকে কম্পালসরি ইলেক্টিভ এবং অপশনালের পাঁচটি বিষয়ের প্রতিটিতে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হলে তবেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হিসাবে গণ্য করা হবে। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'বাংলা এবং ইংরেজি'র মতো ভাষার বিষয়গুলিতে তো বটেই, বাকি তিনটে 'কম্পালসরি ইলেক্টিভ' এবং 'অপশনাল' বিষয়ের মধ্যেও তিনটি বিষয়ে পাশ করতে হবে পড়ুয়াদের। চারটি সেমেস্টারের প্রতিটিতেই এই পাঁচটি বিষয়ে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। একাদশ ও দ্বাদশে সেমেস্টার পদ্ধতি চালু করেছে সংসদ। নয়া এই ব্যবস্থায় বেশ কিছু সুযোগ থাকছে বলে আগেই জানায় শিক্ষা সংসদ। সেই অনুযায়ী, একাদশের প্রথম ও তৃতীয় সেমেস্টারে কোনও বিষয়ে পাস করতে না পারলে ' দেওয়ার সুযোগ থাকছে। তবে একাদশ ও দ্বাদশ উভয় ক্ষেত্রেই তৃতীয় এবং চতুর্থ সেমেস্টারে পড়ুয়ারা পাঁচটি বিষয়ে পাস না করলে তার বছর নষ্ট হবে। একজন পরীক্ষার্থী সর্বাধিক রেজিস্ট্রেশনের তারিখ থেকে সাত বছর 'সাপ্লিমেন্টারি' পরীক্ষা দিতে পারবে। চতুর্থ সেমেস্টারে কোনও পরীক্ষার্থী কোনও বিষয়ে ফেল করলে পরের বছর আবার দ্বাদশের পরীক্ষার সঙ্গে এই বিষয়গুলির পরীক্ষা দিতে পারবে। অর্থাৎ, বছর নষ্ট হলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর দ্বাদশের চতুর্থ সেমেস্টারের 'সাপ্লিমেন্টারি' দেওয়ার সুযোগ থাকছে।

জনগণের ধৈর্যের পরীক্ষা নিও না, কেন্দ্রের কাছে আর্জি কল্যাণের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ আনুষ্ঠানিকভাবে পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার তদন্তভার গ্রহণ করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। এ বিষয়ে রবিবার মুখ খুললেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কল্যাণ বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেবে কাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে, এনআইএ তদন্ত করবে নাকি অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ তদন্ত করবে। এটা তাদের ব্যাপার। তদন্ত তাদেরই করতে দিন। তারা বলেছিল চার-পাঁচ দিন হয়ে গেছে। সময় নষ্ট হয়েছে। মানুষ ধৈর্য ধরে রেখেছে।

ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাও

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ পহেলগাঁও হামলার তীব্র নিন্দা করলেন এফবিআই ডিরেক্টর কাশ প্যাটেল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত কাশের স্পষ্ট বক্তব্য, পহেলগাঁওয়ের হামলা আসলে গোট বিশ্বকে মনে করিয়ে দেয় যে সন্ত্রাসের শয়তান কিভাবে বারবার ভয় দেখিয়ে চলেছে। পহেলগাঁও হামলার পরে ভারত সরকারের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন এফবিআই ডিরেক্টর। পুলওয়ামার পর জম্মু ও কাশ্মীরের মাটিতে সবচেয়ে বড় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে গত মঙ্গলবার। বিকেলে পহেলগাঁওয়ে এক রিসর্টে পর্যটকদের উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। রীতিমতো ধর্মীয় পরিচয় দেখে দেখে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। স্থানীয় সূত্রের দাবি, জঙ্গিরা এসেছিল সেনার পোশাক পরে। সব মিলিয়ে ৪০ রাউন্ড গুলি চলেছে। মূলত আক্রমণ করা হয় অমুসলিমদের।জানা যাচ্ছে, এই হামলার জ।তি জঙ্গিরা বেশিরভাগই বিদেশি। পাকিস্তান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ভারতে এসে হামলা চালিয়েছে তারা।

পহেলগাঁও হামলার তীব্র নিন্দা করেছে গোটা বিশ্ব। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু থেকে শুরু করে ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ফোন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। হামলার তীব্র নিন্দা করে কড়া বিবৃতি দিয়েছে আমেরিকাও। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগেই ফোন করেছিলেন 'নরেন্দ্র মোদিকে। সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা করে আমেরিকা জানিয়েছে, ভারতের পাশে রয়েছে তারা। অপরাধীদের দ্রুত শাস্তিও চেয়েছে আমেরিকা। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাও। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে কাশ লেখেন, ' মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই। সেই সঙ্গে ভারত সরকারকেও জানাতে চাই, আমরা তাঁদের পাশে রয়েছি। এই হামলা আমাদের গোটা বিশ্বকে মনে করিয়ে দেয় যে সন্ত্রাস কীভাবে বারবার ভয় দেখাচ্ছে আমাদের।' উল্লেখ্য, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারে ভারত, এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যদি সত্যিই তেমনটা হয়, তাহলে মার্কিন গোয়েঃ দাদের সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে ভারতের। কাশের ইঙ্গিত কি সেদিকেই? বাড়ছে জল্পনা।

আত্মসমর্পণ করো, 'জঙ্গি পুত্র'র কাছে কাতর আর্জি মায়ের

জম্মু, ২৭ এপ্রিল ঃ একসময়ের মেধাবী ছেলেই কিনা নাম লিখিয়েছে জঙ্গিদের দলে! নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে। ছেলের এমন কাণ্ডে মর্মাহত জঙ্গি আদিল ঠোকরের মা শাহজাদা বানো। ছেলের কাছে তাঁর একটাই বার্তা, আত্মসমর্পণ করো। প্রবল যন্ত্রণা থেকে পরিবারকে বাঁচাও। ইতিমধ্যে পহেলগাঁওয়ে হামলাকারীদের স্কেচ প্রকাশ করেছে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ। চার সন্দেহভাজনের নামও প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে আদিল হোসেন ঠোকর, অনন্তনাগের বাসিন্দা। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, আদিলের হাত ধরেই ভূস্বর্গে ঢুকেছিল তালহা এবং আসিফ। তাদের গোপন ডেরায় লুকিয়ে রেখেছিল ২০১৮ সালে স্টুডেন্ট ভিসায় পাকিস্তানে যাওয়া অনন্তনাগের বাসিন্দা আদিল ঠোকরেই। মঙ্গলবার পহেলগাঁও হামলার পরে ওই আদিলের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মাথার উপরের ছাদটুকু হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন আদিলের মা। শাহজাদা বলছেন, ২০১৮ সালের ২৯ এপ্রিলের পর থেকে আদিলের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই। বদগাঁওয়ে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তারপর ফোন বন্ধ। তিনদিন পরে আমরা নিখোঁজ ডায়রি করি। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ছেলের যোগ রয়েছে, মানতে পারছেন না শাহজাদা। তবে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, যদি আদিল সত্যিই পহেলগাঁও হামলায় যুক্ত থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিক প্রশাসন। বহুদিন আগে 'হারিয়ে যাওয়া ছেলের কাছে শাহজাদার কাতর আর্জি, তুমি আত্মসমর্পণ করো। আমাদের অন্তত শান্তিতে থাকতে দাও। পহেলগাঁও হামলার পর আদিলের বাবা মহম্মদ ঠাকোর, দুই ভাই জাহির এবং আর্শলামকে আটক করা হয়। আদিলের দুই তুতো ভাই এবং মা'কেও আটক করা হয়েছিল। তারপরেই শুক্রবার ভোরে আদিলের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়। আপাতত এক আত্মীয়ের বাড়িতে রয়েছেন শাহজাদা। তিনি বলেন, আমার বাড়ি ভেঙে দিয়েছে। স্বামী-ছেলে সবাই জেলে। প্রতিবেশীরা আর কতদিন আমাকে খাওয়াবে? নিরাপত্তা বাহিনীর দাবি, পহেলগাঁওয়ে হামলার পরে বাড়িতে খেতে এসেছিল আদিল। তার পাল্টা শাহজাদার প্রশ্ন, সেটা জানা থাকলে আদিলকে তখনই কেন আটক করা হল না? যদিও সন্দেহভাজনদের স্কেচের সঙ্গে আদিলের কোনও মিল নেই বলেই মনে করছেন শাহজাদা।

২২ ঘণ্টার পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে আসে জঙ্গিরা, তদন্তকারীদের হাতে ফুটেজ

ড়য়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৫ জন পর্যটক-সহ মোট ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল এই ঘটনার নৃশংসতা নাড়িয়ে দিয়েছে ভারত-সহ গোটা বিশ্বকে। এই জঙ্গি হামলার তদন্তভার নিয়েছে এনআইএ। আর এবার তদন্তে নতুন নতুন তথ্য উঠে আসতে শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, বৈসারন উপত্যকায় পৌঁছনোর জন্য প্রায় ২০-২২ ঘণ্টা পাহাড়ি রাস্তায় ট্রেক করতে হয়েছিল জঙ্গিদের।পাশাপাশি এই তথ্যও উঠে এসেছে যে, হামলা চালানোর সময় একজন স্থানীয় বাসিন্দা এবং একজন পর্যটকের মোবাইল ছিনতাই করে সন্ত্রাসবাদীরা। সূত্রের খবর, মোট চারজন জঙ্গি এই নারকীয় হত্যালীলা চালায়। যাদের মধ্যে স্থানীয় জঙ্গি আদিল ঠোকর এখনও পলাতক। এদিকে সন্ত্রাসদমনে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ মোদি সরকারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। এরপরই পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর উপত্যকাজুড়ে তল্লাশি শুরু করেছে সেনা। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, জঙ্গিরা ২২ ঘণ্টা পথ পাড়ি দিলেও, নিরাপত্তাবাহিনীর নজরে পড়ল না কেন? আদিল ২০১৮ সালে হিজবুল মুজাহিদীন জঙ্গি গোষ্ঠীতে যোগদান করে। পরে পরিচয়পত্র নিয়ে পাকিস্তানে পাড়ি দেয়। সেখান থেকে ২০২৪ সালে কাশ্মীরে ফিরে আসার আগে লস্কর-ই-তইবার কাছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়। এরপর ভারতে ফিরে এসে ভূখণ্ডে পার্বত্য অঞ্চলে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে রসদ জোগান দেওয়ার পাশাপাশি তাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করত। এদিকে পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর সেখানে পৌঁছে সেখান থেকে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে ফরেন্সিক দল। যার মধ্যে ছিল বেশ কিছু কার্তুজের খোল। সেগুলি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদীরা একে-৪৭ এবং এম-ফোর আসল্ট রাইফেল নিয়ে হামলা চালিয়েছিল। সূত্রের খবর, ঘটনার সময় দু'জন জঙ্গি একটি দোকানের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে পর্যটকদের কলমা পড়তে বলে। এরপরই তারা খুব কাছ থেকে চারজনকে গুলি করে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তেই বাকি পর্যটকরা ছোটাছুটি শুরু করেন। এরপরই বাকি দু'জন জঙ্গি পর্যটকদের উপর বেপরোয়া গুলি চালাতে শুরু করে। জানা গিয়েছে, স্থানীয় এক ফোটোগ্রাফার এই হামলা চলার সময় একটি গাছের উপর বসে পুরো ঘটনা লেন্সবন্দি করেন। সেই ফুটেজগুলি তদন্তকারীদের হাতে এসেছে বলে সূত্র মারফ জানা গিয়েছে।

অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে বান্দ্রা-ভাবনগরের মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালু হবে

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল ঃ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে যাত্রীদের সুবিধার জন্য পশ্চিম রেলওয়ে বান্দ্রা টার্মিনাস ও ভাবনগর টার্মিনাসের মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।ট্রেন নম্বর ০৯০১৩ বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭ঃ২৫টায় ছাড়বে এবং ৩০ এপ্রিল সকাল ৯ঃ০০টায় ভাবনগরে পৌঁছাবে। ট্রেন নম্বর ০৯০১৪ ভাবনগর থেকে ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যা ৫ঃ৪৫টায় ছেড়ে পয়লা মে সকাল ৭ঃ২৫টায় বান্দ্রায় পৌঁছাবে।উভয় দিকেই ট্রেনটি বোড়বিলি, পালঘর, সুরত, আহমেদাবাদ-সহ বিভিন্ন স্টেশনে থামবে। ট্রেনে থাকবে এসি থ্রি-টায়ার ও এসি চেয়ারকার থাকবে।

ডঃ কে কস্তুরীরঙ্গনের শেষকৃত্য সম্পন্ন, শোকপ্রকাশ সিদ্দারামাইয়ার

বেঙ্গালুরু, ২৭ এপ্রিল ঃ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র প্রাক্তন প্রধান ডঃ কে কস্তুরীরঙ্গনের শেষকৃত্য রবিবার সম্পন্ন হয়েছে। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ডঃ কে কস্তুরীরঙ্গনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। গত ২৫ এপ্রিল ৮৪ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এদিন শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।ডঃ কে কস্তুরীরঙ্গনের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তিনি বলেছেন, ডঃ কস্তুরীরঙ্গনের মৃত্যু দেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি, তিনি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন। মহাকাশের ক্ষেত্রে তিনি দেশের জন্য বিশাল অবদান রেখেছেন। কর্ণাটকে তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। তাঁকে স্মরণ করা রাজ্য সরকারের কর্তব্য বলেন।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ জারি, কাশ্মীরে ভেঙে দেওয়া হল আরও দুই জঙ্গির বাড়ি

শ্রীনগর, ২৭ এপ্রিল ঃআরও দুই জঙ্গির বাড়ি বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া হল জম্মু ও কাশ্মীরে। শোপিয়ানের জাইনাপোরার ওয়ান্দিনায় সক্রিয় জঙ্গি আদনান সোফির বাড়ি ভেঙেগুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আদনান এক বছর আগেই সন্ত্রাসী সংগঠনে যোগ দিয়েছিল। আবার জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার চোটিপোরায় আরও এক সন্ত্রাসীর বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর কাশ্মীর জুড়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। গত ৪৮ ঘণ্টাতেই অন্তত ছয় জঙ্গির বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনন্তনাগ, পুলওয়ামা, সোপিয়ান, কুলগাম-নানা জায়গায় জঙ্গিদের বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। এবার আরও দুই জঙ্গির বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বলে খবর সূত্র থেকে জানান।

বিতস্তার জল ছাড়ল ভারত! পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বন্যা পরিস্থিতি

শ্রীনগর, ২৭ এপ্রিল ঃ ভারত আচমকা বিতস্তা নদীর জল ছাড়ায় পাকিস্তানের একাংশে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অংশ জলমগ্ন। সেখানে জরুরি অবস্থা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। সাধারণ মানুষকে নদীর ধার থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।কিছু দিন আগেই সিন্ধু চুক্তি স্থগিত করার কথা জানিয়েছে ভারত। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার ঘটনার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিতস্তা নদীর জল ছাড়ল ভারত খবর সূত্র জানা গেছে।

ভারত এখন গ্লোবাল মহাকাশ শক্তিতে পরিণত হয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ ভারত এখন গ্লোবাল মহাকাশ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমরা একসঙ্গে ১০৪টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে একটি রেকর্ড তৈরি করেছি। আমরা চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছানো প্রথম দেশ হয়েছি। ভারত মঙ্গল গ্রহের অরবিটার মিশন চালু করেছে এবং আদিত্য এল ১ মিশনের মাধ্যমে আমরা সূর্যের খুব কাছে পৌঁছে গেছি।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এখন ভারত সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সাশ্রয়ী কিন্তু সফল মহাকাশ কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিশ্বের অনেক দেশ তাদের উপগ্রহ এবং মহাকাশ অভিযানের জন্য ইসরোর সাহায্য নেয়। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভারত নতুন উচ্চতা স্পর্শ করতে চলেছে। দেশ

গগনযান, স্পেডেক্স এবং চন্দ্রযান-৪ এর মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ মিশনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। আমরা ভেনাস অরবিটার মিশন এবং মঙ্গল গ্রহের ল্যান্ডার মিশনেও কাজ করছি। আমাদের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তাদের উদ্ভাবন দিয়ে দেশবাসীকে নতুন গর্বে ভরে তুলতে চলেছেন।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে মানবতার সেবার ক্ষেত্রে ভারত সর্বদাই এগিয়ে ছিল এবং ভবিষ্যতেও এই ধরণের প্রতিটি প্রয়োজনে সর্বদা এগিয়ে থাকবে। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আপনার সতর্কতা এবং সতর্ক থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন আপনি আপনার মোবাইলের একটি বিশেষ অ্যাপ থেকে এই সতর্কতার সাহায্য পেতে পারেন। এই অ্যাপটি আপনাকে যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আটকা পড়া থেকে বাঁচাতে পারে এবং এর নামও 'সচেত'। 'সচেত অ্যাপ' ভারতের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখন ভারতের যুবসমাজ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এমনকি যেসব এলাকা আগে পিছিয়ে ছিল, সেখানেও তরুণরা এমন উদাহরণ স্থাপন করেছে যা আমাদের নতুন আত্মবিশ্বাস জোগায়।

আকাশসীমা সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের মধ্যে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, সুরক্ষা ও বিধিনিয়ম মেনে চলার নির্দেশ

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৭এপ্রিলঃ সম্প্রতি আন্তর্জাতিক আকাশসীমা বন্ধ এবং আকাশসীমা ব্যবহারের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপের প্রেক্ষিতে বেশ কিছু উড়ানের যাত্রাপথের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে, উ।ানের সময় বো।ছে এবং কারিগরি কারণে বিরতি নেওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, সুরক্ষা ও বিধিনিয়ম মেনে চলা সুনিশ্চিত করতে অসামরিক বিমান চলাচল নির্দেশনালয় সব বিমান সংস্থাকে অবিলম্বে যাত্রী পরিচালনার ব্যবস্থা উন্নত করার নির্দেশ দিয়েছে।প্রধান পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ(১) স্বচ্ছ যোগাযোগঃযাত্রীদের অবশ্যই যাত্রাপথের পরিবর্তন, কতটা বেশি সময় লাগবে এবং যাত্রাপথে কোথাও থামতে হবে কিনা তা স্পষ্ট করে জানাতে হবে। চেকিং ও বোর্ডিং-এর সময় ডিজিটাল সতর্কতার মাধ্যমে এই বার্তা দিতে হবে।(২) উ।ান চলাকালীন উন্নত পরিষেবাঃ যাত্রার সময় যাতে পর্যাপ্ত খাবার, পানীয় জল এবং বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা থাকে, বিমান সংস্থাগুলিকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।(৩) চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রস্তুতিঃযাত্রার সময় আকাশপথে পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকতে হবে। যেসব বিমানবন্দরে প্রযুক্তিগত বিরতি নিতে হবে, সেইসব জায়গাতেও জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে।(৪) গ্রাহক সহায়তা প্রস্তুতিঃ যাত্রায় বিলম্বের জন্য কোনো ক্ষতি হলে, অন্য বিমান ধরতে না পারলে যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা অথবা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এজন্য বিমান সংস্থাগুলির কল সেন্টার এবং গ্রাহক পরিষেবা দলগুলিকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।(৫) যাত্রাকালীন সমন্বয়ঃ বিমান পরিবহণ, গ্রাহক পরিষেবা, বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা, আকাশপথের পরিষেবা এবং চিকিৎসা সম্পর্কিত ব্যবস্থার মধ্যে নিশ্ছিদ্র সমন্বয় রাখতে হবে।প্রতিটি বিমান সংস্থাকেই বাধ্যতামূলকভাবে এই নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। এই নির্দেশিকা লঙ্ঘন করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর করা হচ্ছে। পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি জারি না করা পর্যন্ত এটি বলব থাকবে বলেন।

কলকাতার জুট হাউসে সংস্কারকৃত নতুন হলের উদ্বোধন

কলকাতা(পিআইবি),২৭এপ্রিলঃ কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং কলকাতায় জুট হাউসের সংস্কারকৃত নতুন হলের উদ্বোধন করলেন। শহরে জুট হাউসের এই ১৭০ বছরের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী ভবনটি সংস্কার করা হয়েছে। ফলে ভারতের পাট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহ্যবাহী পরিকাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি তাৎপর্যপূর্নপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হল।শ্রী সিং তাঁর ভাষণে বলেন, জেবিএ হলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত। জেবিএ-র চেয়ারম্যান শ্রী মদন গোপাল তোশনিওয়াল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সম্মানিত করেন।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী জেবিএ-র সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁরা পাটশিল্পের বিভিন্ন জটিলতা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। মূলত কাঁচা পাটের ফসলের উৎপাদন কমে যাওয়া, বাংলাদেশ থেকে অনিয়ন্ত্রিত

কাঁচা পাট আমদানি, গুণমানসম্মত কাঁচা পাটের গ্রেডিং না থাকা-সহ পাট শিল্পের সঙ্গে জড়িত সব বিষয় উঠে আসে আজকের আলোচনায়।শ্রী সিং মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের সম্মান জানিয়ে তাঁদের নিজেদের স্বার্থে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান, কারণ কৃষকরা সমৃদ্ধ হলেই একটি দেশ এগিয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, কৃষক তথা দেশের স্বার্থে সকলকে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি জুট বেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের দীর্ঘদিনের দাবিগুলির বিষয়ে আশ্বস্ত করে বলেন, সেগুলি অবশ্যই পূরণ করা হবে। তিনি রাজ্যে পাট শিল্প, চাষাবাদ এবং পাটজাত পণ্য উপাদনের সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করার-ও আহ্বান জানান।অনুষ্ঠানে জুট বেলার্স এসোসিয়েশনের ৭৫ বছরের বেশি বয়সী সদস্যদের সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠান শেষে স্থানীয় পাটচাষিরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সম্মান জানানোর সুযোগ পান।কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (ফাইবার) শ্রীমতী পদ্মিনী সিংলা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় জুট বোর্ডের সচিব শ্রী শশীভূষণ সিং, জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের এমডি শ্রী অজয় কুমার জলি, জুট কমিশনার শ্রী মলয় চন্দন চক্রবর্তী, জুট বেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান শ্রী মদন গোপাল তোশনিওয়াল, বিহার সরকারের প্রাক্তন রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী ডঃ দিলীপ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী নীরজ কুলহারি, ডেপুটি জুট কমিশনার, শ্রী সুশীল পোদ্দার, সিডব্লিউবিটিএ-র সভাপতি,শ্রী ললিত কুমার গুপ্তা, কটন কমিশনার, এস রবি গান্ধী, বিএসএফ-এর এডিজি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জেহাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন ত্রিপুরার মন্ত্রী

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনায় গোটা দেশ যখন তোলপাড় তখন গোমতী জেলার উদযপুরের মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির নিয়ে জনৈক জাভেদ হোসেনের সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। মৌলবাদীদের অপশক্তির বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী সুধাংশু দাস।জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গিদের নৃশংস হামলার ঘটনায় গোটা দেশ এবং বিশ্বে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই আবহে এই দেশের হিন্দু এবং মুসলিমদের পৃথকীকরণের অপপ্রয়াস শুরু করেছে একদল মৌলবাদী। তারা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে চলছে। শুক্রবার জাভেদ হোসেন নামে এক যুবক উদযপুরের মাতা ত্রিপুরেশ্বরীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয় জাভেদ হোসেনের মন্তব্য।জাভেদ হোসেনের এই ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। গত শনিবার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, বিষয়টি তিনি সামাজিক মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই ধরনের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য মানা যায় না। এর বিরুদ্ধে বিশেষ করে হিন্দুদের সজাগ, সতর্ক এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, হিন্দুরা সহনশীল, ধৈর্যশীল এবং সর্বদা সব ধর্মকে সম্মান করে চলে। কিন্তু এর মানে এই নয়.যে জেহাদীরা আমাদের বারবার ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে। তিনি আরো জানান, এই ধরনের মন্তব্য থেকে এটা পরিস্কার জিহাদীরা সুযোগ পেলেই রাজ্যেও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা চালাবে। সেই সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী সুধাংশু দাস।কাশ্মীরের পহেলগামের ঘটনার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, পহেলগামের এই নৃশংস কাণ্ডে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলিমরা। এই ঘটনা সেখানে পর্যটনের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। মানুষজন যেতে চাইবেন না। মন্ত্রী বলেন, এতে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবেন জম্মু ও কাশ্মীরে মুসলিম নাগরিকরাই। জেহাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হিন্দু কি মুসলিম সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে বলে জানান মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

পাকিস্তানের পক্ষালম্বনকারীদের নির্ঘাত কারাবাস, মিলবে ভালো দাওয়াই আর ট্রিটমেন্ট , শ্রীভূমিতে এসে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

শ্রীভূমি (অসম), ২৭ এপ্রিল ঃ সোশাল মিডিয়ায় পাকিস্তানের পক্ষে কোনও মন্তব্য করলে সঙ্গে সঙ্গে কারাবাস, মিলবে ভালো দাওয়াই আর ট্রিটমেন্ট। শ্রীভূমিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনী প্রচারে এসে এভাবেই সংশ্লিষ্টদের হুঁশিয়ার করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।আজ শনিবার পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে শ্রীভূমি জেলান্তর্গত নিলামবাজারে আয়োজিত বিজেপির বিশাল সমাবেশে পহেলগামে নৃশংস হিন্দু নিধনযজ্ঞের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে পাকিস্তানপন্থীদের এভাবে হুঁশিয়ার করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, দেশের স্বার্থে হিন্দু মুসলিম বিভেদ ভুলে সবাইকে মিলেমিশে এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থন করা দরকার।শ্রীভূমি জেলা বিজেপি সভাপতি সঞ্জীব বণিকের পৌরোহিত্যে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা কংগ্রেসের কঠোর সমালোচনা করে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে আজ প্রকাশিত বিজেপির সংকল্প পত্রে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলির বর্ণনা করেছেন। প্রদত্ত ভাষণে হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, আগামী ১০ মে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের চার বছর সম্পন্ন হতে

চলেছে। বর্তমান সময়ে রাজ্যে যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা পূর্বতন সরকারের শাসনামলের সঙ্গে তুলনা হয় না। কংগ্রেস আমলে ছিল সুতা-কম্বলের রাজনীতি। আর এখন হচ্ছে উন্নয়নের রাজনীতি। আর এজন্যই এখন কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্ন লুঙ্গি হওয়া দরকার। কংগ্রেসের আমলে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সংগঠিত হতো। কোকরাঝাড়, গোয়ালপাড়া সহ একাধিক জেলায় মুসলিমদের হত্যা করা হয়েছিল। আজকের দিনে অসমে শান্তি বিরাজ করছে। প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে গুয়াহাটি থেকে বরাপানি, বরাপানি থেকে পাঁচগ্রাম, মাত্র চার ঘণ্টার রাস্তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক বিরাট প্রকল্প হাতে নিয়েছে। রামকৃষ্ণনগরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নির্মাণকাজ খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে, হাইলাকান্দিতে গড়ে তোলা হবে নতুন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। বরাক উপত্যকার তিন জেলায় হবে তিনটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, তাছাড়া বর্তমান সরকারের আমলে প্রত্যেক বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র এলাকায় ২২ হাজার অরুণোদয় প্রদান করা হলেও, আরও ৪০ হাজার করে অরুণোদয় প্রদান করা হবে। শ্রীভূমি জেলায় যাতে কোনও গরিব মানুষ বাদ না যান তার জন্য পাঁচ হাজার করে আরও চারটি বিধানসভা এলাকায় বাড়ানো হবে।হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, আগামী জুন মাসে তিনি আবার শ্রীভূমি জেলা সফরে আসবেন। আত্মসহায়ক গোষ্ঠীভুক্ত মহিলাদের ১০ হাজার টাকা করে বরাদ্দকৃত চেক তিনি নিজের হাতে তুলে দেবেন এই জেলায় এসে। কংগ্রেসকে ঠুকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেসের আমলে রেশন কার্ডের কোনও ভ্যালু ছিল না। কিন্তু এখন রেশন কার্ড থেকে চাল, পাঁচ লক্ষ টাকার বিমার আওতায় আনা হয়েছে। তাছা।। কলেজে ভরতি হতে শিক্ষার্থীদের কোনও পঞ্চায়েত সার্টিফিকেটের দরকার পড়বে না। রেশন কার্ড দেখালে বিনামূল্যে অ্যাডমিশন হয়ে যাবে।তিনি জানান, আগামী ১ অক্টোবর থেকে চাল, বাজার থেকে ৩০ টাকা কমে ডাল, নুন দেওয়া হবে। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৯৮৭, উজালা ৫৫০ টাকায়। এখন থেকে ৬০০ টাকা নরম্যাল, ২৫০ টাকায় উজালা গ্যাস। ১ অক্টোবর থেকে মাসোহারা বৃদ্ধি হচ্ছে টিউটর, অঙ্গনওয়াড়ি, আশাকর্মী সহ এমডিমএম কর্মীদের।

দিল্লির গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরন্তর কাজ করা হচ্ছে ঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ রাজধানী দিল্লির বাওয়ানায় রবিবার গ্রামীণ গোশালায় 'গো সেবা' করছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। পাশাপাশি দিল্লির গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, দিল্লির গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরন্তর কাজ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, সরকার দিল্লির গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আমাদের তহবিলে ১২০০ কোটি টাকা রেখেছি, বিশেষ করে দিল্লির গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য।

এখানকার উন্নয়নের জন্য কাজ করা হচ্ছে, আমরা ১১০টি গ্রামকে আইজিএল পাইপলাইনের সাথে সংযুক্ত করেছি বলে মনে করা হয়।

হরিয়ানাকে মাদক-মুক্ত করার লক্ষ্য, সাইক্লোথন ২.০-এর সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

সিরসা, ২৭ এপ্রিল ঃ মাদক-মুক্ত হরিয়ানার লক্ষ্যে জোরদার প্রচার অভিযান চালাচ্ছে হরিয়ানা সরকার। এই লক্ষ্যে রবিবার সাইক্লোথন ২.০-এর সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি। রবিবার সকালে পতাকা নেড়ে সাইক্লোথন ২.০-এর সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সাইক্লোথন ২.০-তে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি বলেছেন, হরিয়ানার যুবক, বৃদ্ধ, মহিলা এবং প্রতিটি নাগরিক এখন সংকল্প করেছেন, আমাদের মাদকের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে

এবং হরিয়ানাকে মাদকমুক্ত হরিয়ানা করতে হবে। এই যাত্রা মাদকের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি জন আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। আমরা চাই আমাদের হরিয়ানার যুবকরা সুস্থ এবং শক্তিশালী হোক। এই লক্ষ্যে রেখে মুখ্যমন্ত্রী আজ প্রচার অভিযান করে।

পহেলগাম হামলার তদন্তে এনআইএ, দায়িত্বভার গ্রহণ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার তদন্তভার হাতে নিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। ইতিমধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশকে এই সন্ত্রাসী হামলার তদন্তে সাহায্যে করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। পহেলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনার তদন্তে পশ্চিমবঙ্গে যায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। এই আনুষ্ঠানিকভাবে পহেলগাম জঙ্গি হামলার তদন্তভার গ্রহণ করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামের বৈসরন উপত্যকায় পর্যটকদের ওপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। ওই জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের, তাঁদের মধ্যে একজন আবার নেপালের নাগরিক। এই জঙ্গি হামলায় আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েক জন। হামলার পরে উপত্যকা জুড়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। কয়েক জনকে আটকও করা হয়েছে। হামলার সঙ্গে জড়িত তিন জনের স্কেচ প্রকাশ করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। এবার এই হামলার তদন্তভার হাতে নিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

নভেম্বরের মধ্যেই গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শেষ করা লক্ষ্য, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী

হাপুর, ২৭ এপ্রিল ঃ নভেম্বরের মধ্যেই গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শেষ করা লক্ষ্য, রবিবার পরিদর্শনের পর এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার হাপুরে গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেছেন। আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেছেন যে, এটি দেশের দীর্ঘতম এক্সপ্রেসওয়ের মধ্যে একটি, গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের সম্পূর্ণ কাজ নভেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে। এটি যে কোনও যুদ্ধবিমান অথবা বাণিজ্যিক বিমান অবতরণের ক্ষমতা রাখে বলে মনে হয় । খবর সূত্র থেকে জানা গেছে।

ইথিওপিয়ার শিশুদের চিকিৎসায় উদ্যোগ ভারতীয়দের, প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ গুরুতর অসুস্থ ইথিওপিয়ার শিশুদের চিকিৎসার উদ্যোগ নিচ্ছেন ভারতীয়রা। এই প্রয়াসকে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১২১-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতীয়রা একটি অনুকরণীয় প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন। ইথিওপিয়ায বসবাসকারী ভারতীয়রা, জন্মের পর থেকেই হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য ভারতে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। অনেক ভারতীয় পরিবারও এই শিশুদের আর্থিকভাবে সহায়তা করছে। যদি কোনও শিশুর পরিবার ভারতে আসার খরচ বহন করতে অক্ষম হয়, তাহলে ভারতীয় ভাই-বোনেরা সেই ব্যবস্থা করছেন। লক্ষ্য হল ইথিওপিয়ার প্রতিটি শিশুকে উন্নত চিকিৎসা প্রদান করা যারা গুরুতর অসুস্থতার সাথে লড়াই করছে।

জাফরাবাদে বাবা-ছেলে হত্যাকাণ্ডে ডোমজুড় থেকে গ্রেফতার এক

হাওড়া, ২৭ এপ্রিল ঃ জাফরাবাদে বাবা-ছেলে খুনে গ্রেফতার আরও এক সন্দেহভাজন। হাওড়ার ডোমজুড় থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বিশেষ তদন্তকারী দল।গত শনিবার রাতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে মুর্শিদাবাদদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পুলিশ ধৃতকে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে বলে জানা যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হলো ৫ জন।

শ্রীরামপুর স্টেশনে হকার উচ্ছেদ

হুগলি, ২৭ এপ্রিল ঃ শ্রীরামপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে অবৈধ নির্মাণ ভাঙলো রেল। গত শনিবার রাতে স্টেশন চত্বর থেকে হকারদের সরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই আরপিএফ আসে স্টেশনে। হকাররা দোকান থেকে মালপত্তর বের করে নিয়ে যান। তারপরেই দোকান ভাঙার কাজ শুরু করেন রেলকর্মীরা। বহু বছরের আয়ের ভরসাকে এভাবে হারাতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন হকার ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা।

নীরজ চোপড়া আন্তর্জাতিক ক্লাসিক শুরু ২৪ মে, থাকছে কিছু বড় নাম

নয়াদিল্লি, ২৭এপ্রিল ঃ ২৪ মে বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে নীরজ চোপড়া ক্লাসিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। টোকিও ২০২০ স্বর্ণপদক বিজয়ী এবং বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নীরজ তার সম্মানে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। জ্যাভলিনের কিছু বড় নাম থাকছে এই প্রতিযোগিতায়। কঠিন প্রতিযোগিদের মুখোমুখি হতে হবে নীরজকে। নীচে আন্তর্জাতিক তারকাদের তালিকা দেওয়া হল যারা অ্যাকশনে অংশ নেবেন।নীরজ চোপড়া ক্লাসিক ২০২৫ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীঃঅ্যান্ডারসন পিটার্স (জার্মানি), টমাস রোহলার(জার্মানি),

জুলিয়াস ইয়েগো (কেএন),কার্টিস থম্পসন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র),গেনকি ডিন (জেপিএন),লুইজ মরিসিও দা সিলভা (ব্রাজিল),রুমেশ পাথিরেজ (এসআরআই)।

গরমে কাহিল দিল্লি, তাপের দাপটে দুর্বিষহ অবস্থা উত্তর-পশ্চিম ভারতে

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ মাত্রাতিরিক্ত গরমে কাহিল হয়ে পড়েছে রাজধানী দিল্লি। জাতীয় রাজধানীর পাশাপাশি পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, ও পূর্ব রাজস্থানেও অস্বস্তিকর গরম। আগামী ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত এমনই গরম থাকবে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দুই থেকে তিন দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।আইএমডি জানিয়েছে, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি ও পূর্ব রাজস্থানে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে। একইসঙ্গে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করাহয়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৪বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,সোমবার, ইংরেজীঃ২৮এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৩ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১২ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১১বৈশাখ ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ অমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ উত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ২২৬৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

তীব্র দহনজ্বালার মধ্যে অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস, রবিবার থেকে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ঝ।-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী ২৯ এপ্রিল এবং উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত ঝ।-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।তার আগে শনিবারও অসহ্য গরম সহ্য করতে হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাকে। ঘর্মাক্ত গরমে রীতিমতো নাজেহাল হওয়ার মতো অবস্থা। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৬-২৯ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৭ ও ২৮ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।জোয়ার-সকাল ০৭ টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল১০টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫৪মনিট। সূর্যঃ উদয় ঃ সকাল ৫টা ১৫মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৭মিনিটে।

বাংলায় পাক নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল: পহেলগাঁও কাণ্ডের পর পাক নাগরিকদের ভিসা বাতিল করেছে নয়াদিল্লি। দেশজুড়ে শনাক্ত করা হচ্ছে পাক নাগরিকদের। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বাংলায় এখন রয়েছে ৬৭ জন পাক নাগরিক। এদের প্রত্যেকের কাছে দীর্ঘমেয়াদি ভিসা রয়েছে। এবার তাঁদের সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

জঙ্গি হানায় ২৬ জনের মৃত্যুর পরেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে পাক নাগরিকদের দেশে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এরপরই বিদেশ মন্ত্রক পাকিস্তানের নাগরিকদের যে ভিসা দেওয়া হয়েছিল, তা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। পাকিস্তানিদের দেওয়া ভারতের বৈধ ভিসা ২৭ এপ্রিল থেকে বাতিল বলে জানায় কেন্দ্র।

তবে যে পাক নাগরিকেরা মেডিক্যাল ভিসা নিয়ে এ দেশে চিকিৎসা করাতে এসেছেন, তাঁদের ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। তার পরে ওই ভিসা বাতিল হয়ে যাবে। পাশাপাশি, বিদেশ মন্ত্রক ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তান সফরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। আর যাঁরা পাকিস্তানে রয়েছেন, তাঁদেরও সে দেশ ছেড়ে চলে আসতে বলা হয়েছে। যদিও বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে দীর্ঘমেয়াদি ভিসায় থাকা হিন্দু পাকিস্তানি নাগরিকরা এ থেকে অব্যাহতি পাবেন।

একটি ইংরাজি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কলকাতায় দীর্ঘমেয়াদি ভিসায় পাকিস্তানি নাগরিক রয়েছেন ৩০ জন। রাজ্য জুড়ে আরও বিভিন্ন জেলায় আরও ৩৭ জন পাকিস্তানি নাগরিক দীর্ঘমেয়াদি ভিসায় রয়েছেন। এই সব পাক নাগরিকদের তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

যদিও কলকাতায় সার্ক ভিসাধারী পাক নাগরিক রয়েছেন কিনা, তা নিশ্চিত করা হয়নি। অথবা কাউকে ফেরত পাঠানো হয়েছে কিনা সে বিষয়েও কিছু জানায়নি। শনিবার একটি বিবৃতি জারি করে কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, কেন্দ্রের নির্দেশিকা এ বিষয়ে অনুসরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও, দীর্ঘমেয়াদি ভিসায় রাজ্যে বসবাসকারী ৬৭ জন পাকিস্তানি নাগরিকের বিষয়ে নতুন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে সীমান্তের ওপারে তাঁরা কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন সাম্প্রতিক অতীতে তারা কোন কোন এলাকায় ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, কলকাতা পুলিশের সিকিউরিটি কন্ট্রোলে একটি তালিকা পাঠানো হয়েছে তাতে পাক ভিসা নিয়ে ভারতে থাকা পাকিস্তানিদের পাসপোর্ট নম্বর সহ বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। সেই তালিকার ভিত্তিতে তাঁদের শনাক্ত করা শুরু করেছে।

তৃণমূল কার্যালয়ে বিবাহবিচ্ছেদের 'শুনানি', সেখানেই স্বামীকে ছুরি দিয়ে কোপালেন স্ত্রী

বর্ধমান, ২৭ এপ্রিল: সালিশিসভায় স্বামীর উপর 'প্রাণঘাতী আক্রমণ' স্ত্রীর। তা নিয়ে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে। রবিবার এ নিয়ে শোরগোল পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানদিঘি থানা এলাকায়। ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। প্রশ্ন উঠেছে, তৃণমূল কার্যালয়ে সালিশিসভা করা নিয়েও। যদিও শাসকদলের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, দেওয়ানদিঘির এক দম্পতির পারিবারিক কলহ মেটাতে সালিশিসভা ডাকেন শাসকদলের কয়েক জন। সালিশিসভাটি হয় দেওয়ানদিঘি থানার তালিত গ্রামের দিঘিরপাড়ে তৃণমূল কার্যালয়ে। বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিচার চলাকালীন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে স্বামীর উপর চড়াও হন স্ত্রী। লুকিয়ে রাখা ছুরি বার করে এলোপাথাড়ি কোপ মারেন স্বামীকে। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন মাতব্বরেরা। পরে কোনও ক্রমে যুবককে স্ত্রীর হাত থেকে উদ্ধার করেন তাঁরা। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ওই যুবককে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন এলাকাবাসী। তৃণমূল সূত্রে জানা যাচ্ছে, একটি নার্সিংহোমের কর্মী রকি শেখের সঙ্গে বীরভূমের লাভপুরের বাসিন্দা জোনাকি খাতুনের বিয়ে হয় মাস ছয় আগে।

মমতাকে নিশানা দিলীপের

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল: শিক্ষাকর্মীদের সাহায্য করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর প্রশ্ন, কোন অধিকারে টাকা দেওয়া হবে শিক্ষাকর্মীদের।

রবিবার নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণ করতে আসেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এই ভাতাটা কোন অধিকারে দিচ্ছেন? কতদিন দেবেন? চাকরি পেয়েছেন ৩০, ৩৫ বছরের জন্য। ততদিন কি ভাতা থাকবে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন থাকবেন ততদিন ভাতা থাকবে? শিক্ষকরা কী দোষ করলেন? তাঁরা তো বেশি পড়াশোনা করেছেন। তাঁরা ভাল স্টুডেন্ট তাই শিক্ষক হয়েছেন। তাঁদেরকে কেন ভাতা দেওয়া হচ্ছে না? বরং সাজা দেওয়া হচ্ছে।'

সম্প্রতি দেশে বড় ইস্যু হয়ে গিয়েছে পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ড। তার বদলা কি নেওয়া হবে? দেশবাসীর এই প্রশ্ন এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। পাঁচটি পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নিয়েছে ভারত সরকার। তাতে আবার হুমকি উড়ে এসেছে পাকিস্তান থেকেই। প্রাক্তন পাক বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'সিন্ধু আমাদের। এখানে হয় জল বইবে নয়তো ভারতীয়দের রক্ত।' জবাবে আজ দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ, 'রক্ত তো পাকিস্তানে বইছে। কখনও আল,কায়দা হামলা করছে, কখনও আফগানিস্তান হামলা করছে। আমরাও যে মারতে পাড়ি, তার কিছু উদাহরণ দিয়ে দিয়েছি। এই ধরনের কথা বলা ওদের পুরনো স্বভাব।'

জাফরাবাদ খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করা হল আরও একজনকে

মুর্শিদাবাদ, ২৭ এপ্রিল: জাফরাবাদে বাবা ছেলে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করা হল আরও একজনকে। শনিবার রাতে অভিযান চালিয়ে হাওড়ার ডোমজুড় থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এই নিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচ।

জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম ফেকারুল শেখ। অভিযুক্ত সামশেরগঞ্জের সুলিতলার এলাকা বাসিন্দা। সে পেশায় রাজমিস্ত্রি। ঘটনার দিনের সিসিটিভি ফুটেজ ও ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হওয়া ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ফেকারুলের সন্ধান পান তদন্তকারীরা। জোড়া খুনের পর অভিযুক্ত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। আশ্রয় নেয় ডোমজুড়ে। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জোমজুড়ে অভিযান

চালায়। সেখান থেকেই ফেকারুলকে গ্রেফতার করা হয়।

মুর্শিদাবাদের অশান্তিতে ১২ এপ্রিল জাফরাবাদের বাবা-ছেলে খুন হন। হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে বাড়ি টেনে গিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করে রাজ্য। প্রথমে গ্রেপ্তার হয় কালু নাদাব ও দিলদার নাদাব নামে দুই ভাই। পরে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারপরে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে অন্যতম মূল চক্রী জিয়াউল শেখকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এবার সিটের জালে আরও এক অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ফেকারুলের বিরুদ্ধে ঘটনার সময় এলাকায় উপস্থিত ও ঘটনায় যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

নয়া বিজ্ঞপ্তি শিক্ষা সংসদের

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল: উচ্চ মাধ্যমিকে পাঁচটি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ নম্বর পেলে তবেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হিসাবে গণ্য করা হবে। সম্প্রতি এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'বাংলা এবং ইংরেজি'র মতো ভাষার বিষয়গুলিতে তো বটেই, বাকি তিনটে 'কম্পালসরি ইলেক্টিভ' এবং 'অপশনাল' বিষয়ের মধ্যেও তিনটি বিষয়ে পাশ করতে হবে পড়ুয়াদের। একাদশ ও দ্বাদশে সেমেস্টার পদ্ধতি চালু করেছে সংসদ। নয়া এই ব্যবস্থায় বেশ কিছু সুযোগ থাকছে বলে আগেই জানায় শিক্ষা সংসদ।

সেই অনুযায়ী, একাদশের প্রথম ও তৃতীয় সেমেস্টারে কোনও বিষয়ে পাস করতে না পারলে 'সাপ্লিমেন্টারি' দেওয়ার সুযোগ থাকছে। তবে একাদশ ও দ্বাদশ উভয় ক্ষেত্রেই তৃতীয় এবং চতুর্থ সেমেস্টারে পড়ুয়ারা পাঁচটি বিষয়ে পাস না করলে তার বছর নষ্ট হবে। একজন পরীক্ষার্থী সর্বাধিক রেজিস্ট্রেশনের তারিখ থেকে সাত বছর 'সাপ্লিমেন্টারি' পরীক্ষা দিতে পারবে। চতুর্থ সেমেস্টারে কোনও পরীক্ষার্থী কোনও বিষয়ে ফেল করলে পরের বছর আবার দ্বাদশের পরীক্ষার সঙ্গে এই বিষয়গুলির পরীক্ষা দিতে পারবে। অর্থাৎ, বছর নষ্ট হলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর দ্বাদশের চতুর্থ সেমেস্টারের 'সাপ্লিমেন্টারি' দেওয়ার সুযোগ থাকছে।

স্টেশনে অবৈধ নির্মাণ ভাঙল রেল

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল: শ্রীরামপুর স্টেশনে রাতভর উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে শতাধিক দোকান গুঁড়িয়ে দিল রেল। সবমিলিয়ে ১০৪টি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে রুটিরুজি হারিয়েছেন শতাধিক হকার। প্রতিবাদে শনিবার দিনভর বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন হকাররা। পথে নামে তৃণমূল কংগ্রেসও। যদিও শতাধিক আরপিএফ কর্মী স্টেশনে পৌঁছনোয় পিছু হটতে বাধ্য হন প্রতিবাদীরা। তারপরেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় অবৈধ নির্মাণ।

জানা গিয়েছে, শনিবার রাত বারোটার পর থেকে স্টেশন চত্বর থেকে হাকারদের দোকান উচ্ছেদের কাজ শুরু করে রেল। এর জন্য শতাধিক রেল কর্মী মোতায়েন করা হয়। তাঁরা একে একে রেল স্টেশনে থাকা সব দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। হকারদের অনেকেই রয়েছেন যাঁরা ৪০-৫০ বছর ধরে ব্যবসা করছেন। স্বাভাবিকভাবে আয়ের একমাত্র উৎস হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তাঁরা। এদিন হকার উচ্ছেদকে ঘিরে সকাল থেকে চলছিল প্রতিবাদ বিক্ষোভ। তাঁদের হটাতে প্রচুর সংখ্যক আরপিএফ মোতায়েন করা হয়। উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত হকাররা দোকান থেকে মালপত্র বের করে নিয়ে যান।

আয়ের উৎস হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন বহু হকার। যার মধ্যে চা বিক্রেতা থেকে শুরু করে জুতো, কাপড় এবং মাছ বিক্রেতা রয়েছেন। এখন তারা কী করবেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। জানা গিয়েছে, উচ্ছেদের প্রতিবাদে শনিবার সকাল থেকে মিটিং মিছিল করছিল তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন। এ বিষয়ে তৃণমূল নেতাদের বক্তব্য, রেলের পদক্ষেপের কারণে এতগুলি পরিবার পথে বসে গেল। যদি আলোচনা করে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হত, তাহলে তাঁদের পথে বসতে হত না। এখন তাঁরা কী করবেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। যদিও রেলের দাবি, বহু বছর ধরে স্টেশনের উপরে, নিচে এবং লাইনের পাশে অনেক দোকানপাট গজিয়ে উঠেছিল। উন্নয়নের কাজ চলছে।

পার্ক সার্কাস বাজারের সংস্কারে উদ্যোগী কলকাতা পুরনিগম

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল: বিপজ্জনক পার্ক সার্কাস বাজারের সংস্কারের কাজে হাত দিল কলকাতা পুরনিগম। এখন ব্যবসায়ীদের জন্য পার্ক সার্কাস ময়দান এলাকায় ৮৫ হাজার স্কোয়ার ফিট জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় তাঁদের সেখানে সরে যেতে হবে।

৭৭ বছরের পুরনো পরিকাঠামোর ওই বাজার নতুন করে সংস্কারের মাধ্যমে গড়ে তুলতে চায় কলকাতা পুরসভা। তাই কলকাতা পুরসভার বাজার বিভাগ চিহ্নিত করা জায়গায় স্টল তৈরি করে ব্যবসায়ীদের স্থানান্তরিত করতে চাইছে।

এই কাজ করতে ৬ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে।

'বিপজ্জনক' এই পার্ক সার্কাস বাজারকে পুরোপুরি ভেঙে ফেলে এবার সংস্কারের কাজে হাত দিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা বলে সূত্রের খবর। আধুনিক মানের নতুন দোতলা বাজার নির্মাণ সেখানে করা হবে। তাতে উপকার হবে ব্যবসায়ীদের। এই বাজার এখন বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। ২০২২ সালে জুলাই মাস নাগাদ একজন দোকানি জখম হয়েছিলেন।

২০২৪ সালে মেয়র পারিষদদের বৈঠকে পাশ হয়ে গিয়েছিল পার্ক সার্কাস বাজারকে সংস্কার করে নতুন রূপে গড়ে তোলার প্রস্তাবটি। তারপর সেখানে কলকাতা পুরসভার টিম বারবার গিয়ে সরেজমিনে সব খতিয়ে দেখেন। রিলায়েন্স রিটেল প্রস্তাব দিয়েছিল যৌথভাবে বাজারের উন্নয়ন করার জন্য। কিন্তু সাড়ে ৫০০ বাজারের ব্যবসায়ী বেঁকে বসায় তা হয়নি। এখনও ব্যবসায়ীদের একটা অংশ অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হতে চাইছেন না। একটা বড় অংশ অবশ্য রাজি হয়েছে বলে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর। আর যাঁরা সরতে চাইছেন না তাঁদের যুক্তি, ওখানে গেলে তাঁদের ব্যবসায় লোকসান হবে। যা মেনে নেওয়া কঠিন।

হুগলি-সহ পাঁচ জেলায় ৭০ কিমি বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস, সঙ্গে ভারী বৃষ্টি, কলকাতায় কী হবে

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েক দিন ঝড়বৃষ্টি চলবে। অন্তত ছ'টি জেলায় ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে। সঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসও দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টি হবে কলকাতাতেও। সারা সপ্তাহ ধরেই কমবেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে আপাতত বুধবার পর্যন্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে কলকাতা এবং আশপাশের এলাকায় শনিবার রাতে ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। ভ্যাপসা গরমের মাঝে আচমকা আবহাওয়ার এই পরিবর্তন অনেকটা স্বস্তি দিয়েছে। রবিবার কলকাতায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। একই পূর্বাভাস রয়েছে হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানে। বাকি জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে।

অপরাধ ঠেকাতে বিশেষ উদ্যোগ রেলের

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল: হাওড়া স্টেশনে প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষের আনাগোনা। সাধারণ মানুষের ভিড়ে অপরাধীরাও মিশে থাকে। বেশ কিছু অপরাধীর নাম, নথি সব পুলিশের কাছে রয়েছে।

সিসিটিভি ফুটেজে অনেককে দেখা গেলেও, পুরনো নথি ঘেঁটে সেই অপরাধীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না সব সময়। এবার এই সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে এল রেল দফতর। রেল সূত্রে খবর, হাওড়া স্টেশন দিয়ে রোজ প্রায় ১১ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন। সুতরাং সংখ্যাটা প্রচুর। তার মধ্যে অপরাধী মিশে থাকলে খুঁজে পাওয়া কঠিন। রেল পুলিশের পক্ষে এই বিপুল জনস্রোতের মধ্যে পুরনো সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অপরাধী চিহ্নিত করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই কারণে এবার হাওড়া স্টেশন জুড়ে অপরাধীদের ঠেকাতে ফেস রিকগনিশন ক্যামেরা বসাচ্ছে রেল। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম সঞ্জীব কুমার বলেছেন, 'এখন প্রায় তিনশোর মতো ক্যামেরা রয়েছে হাওড়া স্টেশন চত্বরে।'

এই ফেস রিকগনিশন ক্যামেরার পাশাপাশি এআই প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে চাইছে রেল। এই দুটি বিষয় একসঙ্গে ঘটলে অপরাধী চিহ্নিত করা সহজ হয়ে যাবে। কয়েকদিন আগে হাওড়া স্টেশন থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় এক শিশুকে চুরি করা হয়েছিল। তারপর ভিন রাজ্যে পাচার করে দেয় এক মহিলা বলে অভিযোগ। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, এখন হাওড়া স্টেশনে যে সিসিটিভি রয়েছে, সেগুলি ফিক্স ক্যামেরা। বেশ কয়েকটিতে জুম ইন, জুম আউট করা যায়। কিন্তু ফেস রিকগনিশন ক্যামেরা নয়। এবার সেগুলি বসানো হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে (এআই) কাজে লাগিয়ে ফেস রিকগনিশন ক্যামেরাগুলিকে কাজ করানো হবে।

ফের ভাগাড়গুলি নিয়ে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল: রাজ্যের ভাগাড়গুলি নিয়ে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এবার রাজ্যের সব ভাগাড়েই গড়ে তোলা হবে প্রসেসিং প্ল্যান্ট। এর মাধ্যমে সেখানে পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য পৃথকভাবে প্রক্রিয়াকরণ করে জৈব সার থেকে শুরু করে প্লাস্টিক এবং অন্যান্য উপাদান তৈরি হবে। এই সমস্ত প্লাস্টিক এবং উপাদান পুনর্ব্যবহারের যোগ্য হয়ে উঠবে। তেমনই পচনশীল বর্জ্য থেকে জৈব সার, বায়োগ্যাস কৃষিকাজ থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হবে। এর ফলে দূষণ কমবে এবং ভাগাড়ে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকবে না।

পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, রাজ্যের ১২৮টি পুরসভায় এই প্রসেসিং প্ল্যান্ট চালু করা হবে। ইতিমধ্যে ১৪টি পুরসভায় কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী বছরের মার্চের মধ্যে ৯১টি পুরসভায় কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়ে যাবে। আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, এই সব প্ল্যান্ট চালানোর জন্য পর্যাপ্ত বর্জ্য দরকার। অনেক ক্ষেত্রে একটি পুর এলাকার ভাগাড়ে পর্যাপ্ত বর্জ্য থাকে না। তাই প্রয়োজনে দু'তিনটি পুরসভার বর্জ্য এক জায়গায় করে সেগুলি প্রসেসিং করা হবে। প্রসঙ্গত, বহু পুর এলাকাতেই ভাগাড় নিয়ে সমস্যা দীর্ঘদিনের। সেখানে প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য জমা হওয়ার ফলে এক সময় ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। ফলে রাস্তার ধারে আবর্জনার স্তূপ জমে। যারফলে এলাকাবাসীও পুরসভার কাজে অসন্তুষ্ট থাকেন। প্ল্যান্টগুলি চালু হলে সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস, ২০১৬ সালের মেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে পুর দফতরের তরফে গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। তা ইতিমধ্যেই পুরসভাগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিধি মেনে বাড়ি থেকেই পচনশীল ও অপচনশীল জঞ্জাল আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশের কথাও বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে পুরসভাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। পুর দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের ১২৩টি ভাগাড়ে যে পরিমাণ বর্জ্য জমা রয়েছে তার পরিমাণ হল প্রায় ১৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন। যার মধ্যে ২৮টি পুরসভার ৪২টি ভাগাড়ে ৭৬.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

জঙ্গি হামলায় নিহতদের বাড়িতে এনআইএ দল

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় নিহতদের বাড়িতে গেলেন এনআইএ তদন্তকারীরা। এদিন প্রথমে তাঁরা যান বেহালার সখেরবাজারের বাসিন্দা সমীর গুহর বাড়িতে। কী ভাবে হামলা, জঙ্গিরা ঠিক কী বলেছিল গুলি করার আগে জঙ্গিরা কোনও সংগঠনের নাম নিয়ে নিয়েছিল কি না, তারা কতজন ছিল ইত্যাদি জানতে এনআই-এর গোয়েন্দারা তাঁর বাড়িতে।

স্ত্রী শবরী ও মেয়েকে নিয়ে পহেলগাঁওয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন সমীর। গত ২২ এপ্রিল সেখানে জঙ্গিদের গুলিতে ২৬ জন নিহত হন। সমীর গুহ ছাড়াও বৈষ্ণবঘাটার বিতান অধিকারী, পুরুলিয়ার ঝালদার বাসিন্দা ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কর্মী মণীশরঞ্জন মিশ্র জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারান। সূত্রের খবর, এনআইএ-এর তদন্তকারীরা বিতান ও মণীশরঞ্জনের বাড়িতেও গিয়েছেন।

এদিন সমীর গুহর বাড়িতে প্রায় দেড় ঘণ্টা ছিলেন এনআই-এর তদন্তকারীরা। তিন জনের দলে ছিলেন এক মহিলা অফিসারও। ওই অফিসার সমীর গুহর স্ত্রী শবরী ও মেয়ে শুভাঙ্গীর সঙ্গে কথা বলেন। আনুমানিক কখন হামলা হয়েছিল, হামলাকারীদের কতজনকে তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন এবং হামলার সময় বা তার আগে জঙ্গিরা কী বলেছিল, তা জানতে চান তদন্তকারীরা। সমীরবাবুর স্ত্রী ও মেয়ের বয়ান নথিভুক্ত করা হয়।

সূত্রের খবর, বেহালার সখেরবাজার থেকে বেরিয়ে এনআই-এর তদন্তকারীরা পৌঁছন পাটুলি বৈষ্ণবঘাটার বাসিন্দা ও জঙ্গি হামলায় নিহত বিতান অধিকারীর বাড়িতে। বিতানের স্ত্রীর কাছেও প্রায় একই কথা জিজ্ঞাসা করেন তদন্তকারীরা। বিতানের স্ত্রীর বয়ানও নথিভুক্ত করা হবে।

নথিভুক্ত বয়ান এ দিনই দিল্লিতে এনআইএ-র সদর দফতরে পাঠানো হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৪৭ সংখ্যা, সোমবার, ১৪ বৈশাখ , ১৪৩২

পাকিস্তান-চিন কে আমাদের শত্রু দেশ

ভারত সরকার চিনের ওপরে ভরসা করে না। প্রয়াত নেতা মুলায়ম সিং যাদব বলে গিয়েছিলেন পাকিস্তান আমাদের শত্রু নয়। চিন আমাদের শত্রু দেশ। চিন পাকিস্তানকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে। চিন ভারতের কাছে ভালো সাজছে। কিন্তু তলে তলে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তানকে। আসলে চিন সব সময়ে চাইছে ভারতের সীমান্ত এলাকার কিছু অংশ দখল করে রাখতে। তাহলে আগামি দিনে ভারতকে হাতের মুঠোয় রাখতে কোনও অসুবিধা হবে না। আমেরিকা মুখে যতই বলুক ভারতকে সামরিক দিক দিয়ে অস্ত্র দিতে পারে। তার বেশি কিছু করবে না। ইউক্রেন যুদ্ধে যেভাবে আমেরিকা সাহায্য করতে শুরু করে দিয়েছে সেই রকমই করবে ভারতকে সাহায্য। এর বেশি কিছুই আমেরিকা করবে না। পাকিস্তানকে এফ-১৬ বিমানের যন্ত্রাংশ দিচ্ছে। আবার পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করছে আমেরিকা। দুই মুখো নীতি গ্রহণ করছে আমেরিকা। একটি মুখ দিয়ে পাকিস্তানের নিন্দা করছে আর অন্য মুখ দিয়ে পাকিস্তানকে এফ-১৬ বিমানের যন্ত্রাংশ দিচ্ছে। আসলে ব্যবসা করতে চায় আমেরিকা। ইউক্রেন যুদ্ধ আসলে একটি ব্যবসায়িক যুদ্ধ। এই যুদ্ধ যতদিন চলবে ততদিন আমেরিকা, রাশিয়া তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির লাভ হবে। আরও বেশি বড়লোক হয়ে যাবে তারা। সবারই অপরিশোধিত তেলের দরকার। শিল্প কলকারখানাকে চালু রাখতে গেলে জ্বালানি তেলের খুবই প্রয়োজন। সেই জ্বালানি তেল এখন বেশি দামে বিভিন্ন দেশকে ক্রয় করতে হচ্ছে। তাইওয়ান যুদ্ধও শুরু হবে। সেখানে একই ধরনের খেলা খেলতে থাকবে আমেরিকা। মাঝখান থেকে ভারতের মতো মধ্যবিত্ত দেশগুলি মারা পড়বে। তাতে আমেরিকা, রাশিয়া বা চিনের কিছু আসে যায় না। চিন চেষ্টা করবে তার শক্তি বৃদ্ধি করতে। আর্থিক শক্তি থেকে শুরু করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করবে। সেই কারণে চিনকে ভারত খুব একটা বিশ্বাস করতে পারছে না। চিনের ওপরে ভরসা নেই বলে লাদাখের বাসিন্দারা বলছে। লাদাখের বাসিন্দারা এখনও পর্যন্ত চিনকে ভয় পায়। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বহু লাদাখবাসীরা চিন সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সেই কারণে তারা ভারতের ওপরে ভরসা করতে পারে। কিন্তু চিনের ওপরে নয়। চিন জোর করে লাদাখবাসীদের আস্থা পাওয়ার চেষ্টা করছে যেটা তিব্বতে তারা এতকাল ধরে চলেছে। তিব্বতটাকে চিন একেবারে ঘিরে রেখে দিয়েছে সেনা দিয়ে। কিন্তু লাদাখকে পাচ্ছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে লাদাখ ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়ে গিয়েছে। চিন যে লাদাখের ওপরে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছিল সেই খবরটা ছিল ভারতের কাছে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জম্মু-কাশ্মীর থেকে লাদাখ আলাদা করে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে। চিনের কৌশল একেবারে ভেস্তে যায়। যার ফলে চিন ক্ষিপ্ত হয়ে লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতের বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। ভারতও পিছিয়ে নেই। ভারতীয় সেনারা গায়ের জোর দেখিয়ে চিনা সেনাদের বাধ্য করেছে পিছু হটতে। এতে ভারতীয় সেনাদের জখম হতে দেখা গিয়েছে বটে। তবুও ভারত শক্তি দিয়ে দখলীকৃত স্থানগুলো অধিকার করার লড়াই ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছে। আগামী শীতকালেও ভারতীয় সেনারা সীমান্ত এলাকা পাহারা দেবে। শীতের সময়ে পাহারা শিথিল হওয়ার সুবিধা নিয়ে চিন আবার সেনা প্রবেশ করাতে চাইবে সেটা এবার আর হবে না পরিস্কার করে বুঝতে পারা গিয়েছে। এদিকে পাকিস্তানকে জব্দ করতে একমাত্র লাইন হচ্ছে আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব দৃঢ় করা। চিন যখন ভারত আক্রমণ করেছিল তখন ভারতকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল আমেরিকা। আমেরিকা সেই সময়ে ভারতের পাশে না দাঁড়ালে চিন ভারতের বহু ভূখণ্ড দখল করে নিত এবং ম্যাকমোহন লাইন তৈরি হতো না। ম্যাকমোহন লাইন বাধ্য হয়ে চিনকে মানতে হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত চিন ম্যাকমোহন লাইন মানতে চায় না। তারা বলে যে ম্যাকমোহন লাইন হচ্ছে চিনকে জব্দ করার লাইন। এই লাইন তারা মনে না। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের চাপ থাকায় বাধ্য হয়ে চিনকে ম্যাকমোহন লাইন মানতে হচ্ছে। এই সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতি চিন কিন্তু করে নি, তবে লোক দেখানো শান্তনা ভারতকে দিয়েছে। এর পেছনেও তাদের কোনও ফন্দি রয়েছে তা স্পষ্ট হতে বেশি দেরি লাগবে বলে মনে হয় না।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মতাদর্শ

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মতাদর্শ 'জীবনধারণের জন্যে জৈবিক আহারের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক আহারেরও প্রয়োজন মানুষের। এই ধারণা সাধু সন্তদের। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব তাঁর গৌীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে কেবল যে প্রেম ও ভক্তির প্রচার করতে চেয়েছিলেন শুধু তাই নয়, সেই আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই জগতের মানুষের কল্যাণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। মহাপ্রভুর এই মতাদর্শকে পরবর্তীকালে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদও প্রচার চেয়েছিলেন। নাম প্রচার ও গৌীয় রসাস্বাদন প্রিয় মানুষের মধ্যে গৌীয় বৈষ্ণবগ্রন্থগুলিকে নবরূপে উপস্থাপন ও রসসম্পৃক্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ পরিবেশনের মাধ্যমেই। গৌীয়, নদীয়া প্রকাশ, সজ্জন তোষণীর মতো পত্রিকাগুলি তারই পরিচয় বহন করছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন পত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন গৌীয় প্রবন্ধ, ভক্তজীবন ও সমকালীন বিষয়ক গৌীয় মঠে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উসব, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের সঙ্গে বিভিন্ন গুণী ব্যক্তির কথোপকথনও আপামর মানুষের শ্রবণে পৌঁছে দিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মাহাত্ম্যকে তুলে ধরা।

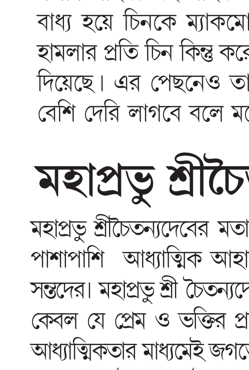

অনুকূলচন্দ্রের বাণী

সৎসঙ্গী হওয়া মানে সবার বাঁচা-বাড়ার সেবক হওয়া। অন্যের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখিয়া জীবন ও বৃদ্ধিকে লাভ করিবার জন্য যাহারা যত্নশীল তাহারাই সৎসঙ্গী। আত্মনঃ সর্বেষাং হি জীবনবর্দ্ধনাধীগম পরো যঃ স এব সৎসঙ্গী অর্থাৎ আমি সৎসঙ্গী তার মানে আমি প্রতিপ্রত্যেকের জীবন বৃদ্ধির সঙ্গী তোমার ভাষা যদি কুৎসা কলঙ্কজড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে, তবে যেন কারো প্রতি কোনো মতামত প্রকাশ না করে। আর মনেমনে তুমি নিজ স্বভাবকে ঘৃনা করতে চেষ্টা করো এবং ভবিষ্যতে কুৎসা নরক ত্যাগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও । এটা খুবই সত্য কথা যে, মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে তখনই ঐ দোষ নিজের ভিতরে এসে বাসা বেধেছে। তখনই কালবিলম্ব না করে ওই পাপপ্রবৃত্তি ভেঙ্গেচুরে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিলে তবেই নিস্তার, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

ওঁকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল 'অকার উকার মকার'। মহিমাচরণ- অকার, উকার, মকার-কিনা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।শ্রীরামকৃষ্ণ-আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম। লীলা থেকে নিত্যে লয় স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্র, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজল, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস প াল আর ঢেউ আরম্ভ হলো। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হলো, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল-সেই তুরীয় থেকেই জাগ্র, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়ল। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হলো। নিত্য ধরে ধরে লীলা, আবার লীলা ধরে নিত্য।। আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এইসব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এইসব লীলা উঠল, আর ওইতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উপত্তি, আবার ওইতেই লয় হয়, তোমাদের বইয়ে কী আছে, অত আমি জানি না। মহিমা-যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তো শাস্ত্র লেখেন নাই। তাঁরা নিজের ভাবেই বিভোর, লিখবেন কখন!

রোজগার মেলার আওতায় ৫১,০০০-এর বেশি নিয়োগপত্র বিলি করেন প্রধানমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে আজ ৫১,০০০-এর বেশি যুবক-যুবতীদের পাকা সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে আজ যুবক-যুবতীদের নতুন দায়িত্বের সূচনা হল। আপনাদের দায়িত্ব বিশ্বের আর্থিক গতিকে মজবুত করা, আপনাদের দায়িত্ব দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মজবুত করা, আপনাদের দায়িত্ব দেশের আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা, আপনাদের দায়িত্ব শ্রমিকদের জীবনে সামগ্রিক পরিবর্তন আনা। আপনাদের কাজ আপনারা যত বেশি সততার সঙ্গে পালন করবেন, তার লাভ দেশের জনগণের ওপর ও উন্নত ভারতের যাত্রাপথে তত বেশি পরিলক্ষিত হবে। আমার বিশ্বাস, আপনারা আপনাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। বন্ধুগণ,যে কোনও দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং তার সাফল্যের ভিত হয় সেই দেশের যুব সম্প্রদায়। যখন যুবক-যুবতীরা দেশ গঠনের কাজে অংশ নেন, তখন সেই দেশের উন্নয়ন দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয় এবং বিশ্ব মঞ্চে তৈরি হয় নিজস্ব পরিচয়। ভারতের যুব সম্প্রদায় আজ নিজেদের পরিশ্রম ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বকে দেখাচ্ছে যে তারা কতটা যোগ্য। আমাদের সরকার সব পদক্ষেপেই দেশের যুবক-যুবতীদের রোজগার স্বরোজগারের সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত করছে। দক্ষ ভারত, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ভারতের মতো অনেক এই লক্ষ্যে যুবক-যুবতীদের জন্য নতুন সুযোগ গড়ে তুলছে। এই অভিযানের মাধ্যমে আমরা ভারতের যুবা সম্প্রদায়কে নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শনের উন্মুক্ত মঞ্চ প্রদান করছি। এর ফলশ্রুতিতে এই দশকে আমাদের যুবক-যুবতীরা প্রযুক্তি, তথ্য এবং উদ্ভাবনের মতো ক্ষেত্রগুলিতে ভারতের স্থান বিশ্বমঞ্চে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে ইউপিআই, ওএনডিসি, সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে সাফল্য দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের যুব সম্প্রদায় কীভাবে ডিজিটাল অর্থব্যবস্থা পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বর্তমানে ভারতে সবচেয়ে বেশি রিয়েল টাইম ডিজিটাল লেনদেন হচ্ছে। আর এর কৃতিত্ব আমাদের যুব সম্প্রদায়ের। বন্ধুগণ,এই বাজেটে সরকার ম্যানুফ্যাকচারিং মিশনের ঘোষণা করেছে। এর উদ্দেশ্য হল, মেক ইন ইন্ডিয়াকে আরও মজবুত করা এবং ভারতের যুব সম্প্রদায়কে আন্তর্জাতিক গুণমানসম্পন্ন সামগ্রী তৈরি করার সুযোগ করে দেওয়া। এতে কেবলমাত্র দেশের লক্ষ লক্ষ এমএসএমই ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিরা উপকৃত হচ্ছেন তাই নয়, বরং আমাদের দেশের কর্মসংস্থানেও নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বর্তমান সময় ভারতে যুব সম্প্রদায়ের জন্য অভূতপূর্ব সম্ভাবনার সময়। সম্প্রতি আইএমএফ বলেছে যে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থব্যবস্থা হয়ে থাকবে। এই বিশ্বাসের এই উন্নয়নের বেশ কয়েকটি দিক রয়েছে। সবচেয়ে বড় দিক হল যে, আগামীদিনে সব ক্ষেত্রেই চাকরির সুযোগ বাড়বে। বৃদ্ধি পাবে রোজগার। সাম্প্রতিককালে অটোমোবাইল ও পাদুকা শিল্পে আমাদের উপাদন ও রপ্তানি নতুন রেকর্ড গড়েছে। এই ক্ষেত্র এখন বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতীকে রোজগারের সুযোগ করে দিচ্ছে। প্রথমবার খাদি এবং গ্রামোদ্যোগ সামগ্রী ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার টার্নওভার অতিক্রম করেছে। এই সংখ্যা প্রায় পৌনে ২ লক্ষ। এই ক্ষেত্র থেকে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। কয়েকদিন আগে অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণে দেশের এক উন্নতি সামনে এসেছে। ২০১৪ সালের আগে আমাদের দেশে এক বছরে অভ্যন্তরীণ গণ পরিবহণ মাধ্যমে প্রায় ১৮ মিলিয়ন টন কার্গো পণ্য চলাচল হতো। বর্তমানে তা বেড়ে ১৪৫ মিলিয়ন টনের বেশি হয়েছে। ভারতের এই সাফল্য এজন্য এসেছে কারণ, ভারত এই ক্ষেত্রের জন্য অবিরাম নীতি তৈরি করেছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমানে জলপথে কার্যকরভাবে ৫০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা যায়। এইসব কারণে দেশের যুব সম্প্রদায়ের সামনে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বন্ধুগণ,কিছুদিন পর মুম্বাইয়ে ওয়ার্ল্ড অডিও ভিস্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিট অর্থা

ওয়েভস ২০২৫-এর আয়োজন করা হবে। এই আয়োজনের কেঃদ্রবিঃদুতেও রয়েছে দেশের যুব সম্প্রদায়। দেশের যুব স্রষ্টাদের প্রথমবার এ ধরনের মঞ্চের সুবিধা মিলছে। মিডিয়া, গেমিং এবং এন্টারটেনমেন্ট ক্ষেত্রে উদ্যোগপতিদের জন্য প্রতিভা প্রদর্শনের এ এক অভূতপূর্ব সুযোগ। এ হল এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিনোদনের সঙ্গে যুক্ত স্টার্টআপগুলি বিনিয়োগকারী ও শিল্প নেতাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। বিশ্বের সামনে নিজেদের চিন্তাভাবনা প্রদর্শনের সবচেয়ে বড় মঞ্চ হচ্ছে এটি। যুব সম্প্রদায়, এআই সহ বিভিন্ন মিডিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন। এর জন্য নানা কর্মশালার আয়োজন করা হবে। ওয়েভস থেকে ভারতের ডিজিটাল কনটেন্ট-এর ভবিষ্যতে নতুন শক্তি সঞ্চয় হবে। বন্ধুগণ,বর্তমানে ভারতের যুব সম্প্রদায়ের সাফল্যে সবচেয়ে বড় প্রশংসনীয় দিক হল তাঁদের অনুসন্ধিসা। ভারত বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নতুন নতুন নজির গড়ছে তাতে সমাজের সর্ব অংশের মানুষদের যোগদান বাড়ছে। আমাদের মেয়েরাও এখন দু-পা এগিয়ে রয়েছেন। কিছুদিন আগেই ইউপিএসসি-র ফল প্রকাশ হয়েছে। তাতেও প্রথম দুটি স্থান দখল করেছেন আমাদের মেয়েরাই। প্রথম ৫ জনের মধ্যে ৩ জন মহিলা। আমাদের নারীশক্তি আমলাতন্ত্র থেকে শুরু করে মহাকাশ ও বিজ্ঞান ক্ষেত্র সবকিছুতেই নতুন উচ্চতা স্পর্শ করছেন। সরকারের বিশেষ লক্ষ্য গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন। স্বনির্ভর গোষ্ঠী, বিমা সখী, ব্যাঙ্ক সখী এবং কৃষি সখীর মতো বিষয়গুলি গ্রামীণ মহিলাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে। বর্তমানে বিশ্বের হাজার হাজার মহিলা ড্রোন দিদি হিসেবে কাজ করে নিজের পরিবার এবং গ্রামের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করছে। বর্তমানে দেশে ৯০,০০০-এর বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ কোটির বেশি মহিলারা। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতা বাড়াতে আমাদের সরকার বাজেট বরাদ্দ ৫ গুণ বাড়িয়েছে। কোনো জামানত ছাড়াই ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুদ্রা যোজনার সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগীও মহিলারাই। বর্তমানে দেশে ৫০,০০০-এর বেশি স্টার্টআপে মহিলারা নির্দেশক হিসেবে কাজ করেন। এই ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে আরও মজবুত করে এবং রোজগার ও স্বরোজগারের সুযোগ বাড়ায়। বন্ধুগণ,আপনারা সকলে এই পথ নিজেদের পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সাহায্যে পেয়েছেন। এখন সময় এসেছে যখন আপনারা নিজেদের জীবনের পরবর্তী ধাপে কেবলমাত্র নিজেদের জন্য নয়, দেশের জন্য সমর্পিত হয়ে কাজ করবেন। জনসেবার ভাবনা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত। যখন আপনারা আপনাদের দায়িত্বকে সর্বোচ্চ মনে করে কাজ করবেন, তখন আপনাদের কাজে শক্তি আসবে এবং তা দেশকে নতুন দিশা দেখাবে। আপনাদের কর্তব্য পালন, আপনাদের উদ্ভাবন এবং আপনাদের নিষ্ঠা থেকেই ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের জীবন উন্নত হবে।বন্ধুগণ,আপনারা যখন কোনো দায়িত্বশীল পদে পৌঁছান তখন এক নাগরিক হিসেবে আপনাদের কর্তব্য ও আপনাদের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। আপনাদের সকলকে এই বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে। আমাদেরও একজন নাগরিক হিসেবে নিজেদের ভূমিকা পালনে পিছিয়ে থাকা উচিত নয়। আমি এখন একটি উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই যে, দেশের বর্তমানে ' পেড় মা কে নাম' বা একটি গাছ মায়ের নামে এই অভিযান চলছে। আপনারা বর্তমানে যেসব জায়গায় পৌঁছেছেন সেটি আপনাদের নিজেদের জীবনের এক নতুন সূচনা। আর এই কাজে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছেন আপনাদের মা। আপনারাও আপনাদের মায়ের নামে গাছ লাগিয়ে প্রকৃতির সেবা করে নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। আপনারা যে অফিসে কাজ করবেন, সেখানেও যত বেশি সম্ভব মানুষকে এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করুন। আপনাদের কর্মজীবনের প্রারম্ভেই জুন মাস আসছে। এই সময় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হবে। এ এক অনেক বড় সুযোগ। আপনাদের সফল জীবনের প্রারম্ভের পাশাপাশি আপনারা যোগের মাধ্যমে সুস্থ জীবন যাপনেরও সূচনা করুন। আপনাদের সুস্বাস্থ্য আপনাদের জন্য তো জরুরি বটেই, আপনাদের কর্মদক্ষতা এবং দেশের উপাদনশীলতার জন্যও তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে মিশন কর্মযোগীর যথাযথ সাহায্য নিতে থাকুন। আপনাদের কাজের উদ্দেশ্য যেন কেবলমাত্র পদ প্রাপ্তি না হয়, আপনাদের পদ ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের সেবা করার এবং দেশের উন্নয়নে নিজেদের যোগদান দেওয়ার জন্য। কিছুদিন আগে সিভিল সার্ভিসেস দিবসে আমি একটি মন্ত্র দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, আমাদের সরকারের সঙ্গে যুক্ত যেসব মানুষ রয়েছেন, আমাদের প্রত্যেকেরই সর্বোপরি একটাই মন্ত্র হওয়া উচিত, তা হল- নাগরিক দেব ভবঃ, নাগরিক দেব ভবঃ। দেশের জনগণের সেবাই আপনাদের জন্য, আমাদের সকলের জন্য দেবপূজার সমান। এই মঞ্চ সর্বদাই মনে রাখবেন। আমার বিশ্বাস যে আমরা নিজেদের সামর্থ ও সততার সঙ্গে এক এমন ভারত গড়ে তুলবো যা উন্নত হবে, সমৃদ্ধও হবে। আমি আপনাদের সকলকে অনেক অনেক শুভকামনা জানাই। আপনাদের পরিবারের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা। আপনারা যখন নিজেদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পেয়েছেন তখন ১৪০ কোটি দেশবাসীর স্বপ্নপূরণ করতে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, আপনারা আপনাদের পদের গরিমা বাড়াবেন, দেশবাসীর গৌরব বৃদ্ধি করবেন এবং আপনাদের জীবন ধন্য করার জন্য সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার করবেন। এই শুভকামনার সঙ্গে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি বিংশ শতাব্দীর নবশিক্ষিত অভিজাত সমাজের জীবনকথা ও প্রেম

কৌশিক দাস ঃ প্রেম কি শুধু একটা সময়ে একজনের জন্যই আসে? আর যদি কারো মন একই সময়ে দুজনের জন্য দুভাবে নাড়া খায়? ভালোবাসাকে নির্দিষ্ট সংখ্যা বা গণ্ডিতে বেঁধে রাখা যায় না। তাকে বয়ে যেতে দিতে হয়, উড়তে দিতে হয় আকাশের মুক্ত বিহঙ্গের মতোই। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে ভালোবাসার আচরণ একটু অন্যরকম, অনেকটাই আটপৌরে। আটপৌরে বলে তার গুরুত্ব কমে যায় না, বরং জীবনটাকে বেঁধে রাখে এই আটপৌরে প্রেমের অভ্যেসে। অন্যদিকে থাকে সীমাহীন বিস্তৃত প্রেম, নিজেকেই যাতে হারিয়ে ফেলা যায়। এ প্রেমের তল পাওয়া যায় না, আকণ্ঠ নিমজ্জনে তাতে শুধু সাঁতরে বো◌া যায়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' তেমনি একটি মনস্তাত্ত্বিক রোম্যান্টিক উপন্যাস এবং এতে প্রেমের দুটি স্বরূপকে খুব স্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে। একদিকে অমিত রায়ের উচ্চমার্গীয় সমাজের নাকউঁচু লোকের সভা, অপরদিকে স্বমহিমায় বিরাজিত শিলং পাহাড়ের প্রকৃতিকন্যা লাবণ্য। দুটো মেরু মুখোমুখি দাঁড়ায়, মাঝখানে সুবিস্তৃত অঞ্চল। বহুদূর, তবু অবিরাম স্বচ্ছতা মনে করায়, তারা কাছেই আছে। রোমান্টিসিজম ও বাস্তববাদিতা এ দুয়ের এক অদ্ভুত মিলন দেখতে পাই এ উপন্যাসে। একদিকে পেছনের সবকিছুকে তোয়াক্কা না করে অমিত-লাবণ্য একে অপরের প্রণয়ের আলিঙ্গনে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু একবারও সে বন্ধনকে খেলো হতে দেয়নি তারা। একদম শেষপর্যন্ত দেখা যাবে যে তারা একে অপরের কতটা কাছে আছে, তার পরিমাপ করাটা অনেক কষ্টকর। রবি ঠাকুরের একটি কবিতার লাইনেই যেন তাদের পরিণতি বোঝা যায়,

যারা কাছে আছে, তারা কাছে থাক,
তারা তো পাবে না জানিতে
তাহাদের চেয়ে কাছে আছ তুমি
আমার হৃদয়খানিতে

সাহিত্যের সমঝদার অমিত ও লাবণ্য দুজনেই। দুজনের বেড়ে ওঠার ধরন ভিন্ন, জীবন ও যাপনে রয়েছে বৈপরীত্য। তবু একে অপরের মধ্যে যেন নিজের পরিপূরক রূপ খুঁজে পায় তারা। অমিত কলকাতার উচ্চবিত্ত সমাজের তরুণীদের হৃদয়ে মুহূর্তেই আলোড়ন জাগানো এক যুবাপুরুষ। সে-ও তরুণীদের এই আলোড়ন খুব উপভোগ করে। কিন্তু সে যা চায়, তা যেন শুধু ঐ আলোড়ন নয়। সে ফ্যাশন চায় না, চায় স্টাইল। তার মতে, ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী। চারদিকে শুধু ফ্যাশনেরই ছড়াছড়ি। চাইতে না চাইতে অমিতও সেই ফ্যাশনের অন্তর্গত দলের সদস্য। কিন্তু লেখক অমিতের মনের চাওয়াটা বুঝতে পেরে বলেছেন, অমিতের নেশাই হলো স্টাইলে। তাই সে ফ্যাশনের সঙ্গ উপভোগ করলেও শেষমেশ স্টাইলের কাছেই আশ্রয় খুঁজতে চাইবে, এ আর আশ্চর্য কি! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি বিংশ শতাব্দীর নবশিক্ষিত অভিজাত সমাজের জীবনকথা ও প্রেম, জীবনের তাৎপর্য, এবং ব্যক্তিত্ত্বের সংঘাত নিয়ে একটি গভীর আলোচনা। এই উপন্যাসটি আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে সম্পর্ক, আত্ম-অনুসন্ধান, এবং প্রেমের গভীরতা নিয়ে আলোচনা করে।অমিত ও লাবণ্যের মধ্যেকার প্রেম শুধু রোমান্টিক আকর্ষণ নয়, বরং মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরেও এক গভীর সম্পর্কের প্রতিফলন। অমিত ও লাবণ্যের মধ্যেকার প্রেম একটি গভীর ও জটিল সম্পর্ক। এই সম্পর্ক তাদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরেও একটি গভীর প্রভাব ফেলে। অমিত চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্রোতের বিপরীতে চলতে চাওয়া। নিজেকে আলাদা করে দেখাতে চাওয়া প্রতিটি মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। যে যতই বলুক না কেন, আমি সাধারণ, সেই বলার পেছনেও থেকে যায় অসাধারণ হবার একটি আকুতি। অমিতের মধ্যেও সেই ছাঁচটি রয়ে গেছে। সে সবদিক দিয়ে নিজেকে আলাদা দেখাতে মরিয়া। পাঁচজনের মধ্যে তাকেই যাতে লোকে দেখে। সবাই আলাদা দেখাতে চাইলেও সবাই সেটা পারে না, পারে কেউ কেউ। অমিত সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই গর্বিত এক সদস্য।
লেখক নারীর মধ্যে সেই ' কিছুটা চিত্রকল্পের সাহায্যে দেখাতে চেয়েছেন এভাবে, এরা খুট খুট করে দ্রুত লয়ে চলে উচ্চৈঃস্বরে বলে স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি মুখ ঈষ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর করে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষবন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে এই ক'টি লাইনের মাধ্যমে সেই সময়ের উচ্চবিত্ত ও নবশিক্ষিত সমাজের একটা ছবি ধরা দেয়। কেমন ছিলেন তখনকার শিক্ষিতা মহিলারা? কেমন ছিল তাদের আচরণ? তারা তখন একটা নির্যাস নিজের মধ্যে শুষে নিতে বেপরোয়া, পাশ্চাত্যের ছোঁয়ালাগা একটা আধুনিক পরিচয় তারা নিজেদের দিতে চান। কিন্তু উপন্যাসের নায়ক অমিত কাকে চায়? আমি মনে মনে যে মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছায় না। সে আকাশ থেকে পর্যন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে না ছুঁতেই জ্বলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তুঘরের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না উপন্যাসের একেবারে শুরুর দিকেই অমিত যেন উপন্যাসের শেষের আভাস দিয়ে ফেলে। অথবা বলা যায় শেষপর্যন্ত অমিতের ইচ্ছের চুলচেরা বিশ্লেষণ চলে। উপন্যাসটির মূল চরিত্র অমিত ও লাবণ্য এবং এদের প্রেম পরিণত হয় একটি চতুর্ভুজ প্রেমের গল্পে। কেতকী ও শোভনলালের আগমন এবং এদের ভূমিকা দুজনের জীবনেই যেন দ্বিতীয় হয়ে রয়ে যায়। লেখক তার দিঘির জল ও ঘড়ার জলের উপমা দিয়ে দুটোরই প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছেন। কিন্তু তারপরও যেন ঘড়ার সংকীর্ণ গণ্ডিকে দিঘির প্রসারতার কাছে বড্ড কম বলে মনে হয়। পাঠকমনেও একটি প্রচ্ছন্ন তুলনা এসেই যায় এই দুয়ের মাঝে। ব্যক্তিভেদে এর আবেদন ভিন্নতা পাবেই। তবে এই উপন্যাসে বিকল্প হিসেবে নয়, দুটি মাত্রারই সহাবস্থান দেখানো হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের অতটা দেখা মেলেনি এতে, যতটা এমন একটি পরিস্থিতিতে পাওয়া উচিত ছিল। মনে হয়েছে, চরিত্রগুলো খুব সহজেই যেন দ্বন্দ্বের সাথে নিরসনটাও খুঁজে পেয়ে যায়। এতে অবশ্য চরিত্রগুলোর দৃ।তাও একটি কারণ। পরিস্থিতি কিংবা দ্বান্দ্বিক মনের চাইতেও চরিত্রের দৃঢ়তা বেশি প্রকাশ পেয়েছে। তারা যেন ঠিক জানত কোনসময় কী করতে হবে, কার সাথে যাত্রা কতটুকু পর্যন্ত এবং কোথায় গিয়ে থেমে যেতে হয়। সুপরিমিত চিন্তাভাবনা এবং আচরণের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলো কখনো একঘেয়ে কিংবা বিরক্তিকর ঠেকে না। জটিল মনস্তত্ত্ব সহজ হয়ে ফুটে ওঠে। রোমান্সের স্বাদ মেলে অমিত-লাবণ্যের কাব্যগঠিত প্রেমে, সাহিত্যের অনুরণনে। মিতা (অমিত) ও বন্যার (লাবণ্য) সুললিত প্রেমে পাঠকমন হারিয়ে যেতে পারেন সেই শিলং পাহাড়ের চূড়ায়, যেখান থেকেই শুরু হয়েছিল অভিনব এক গল্পের। এর আগপর্যন্ত উপন্যাসের কাহিনীতে অমিতের পটভূমি বিশ্লেষণ করা হয়, তার স্বভাব, চলন-বলন ও জীবনযাপনকে বিভিন্ন ঘটনা ও চিত্রকল্পের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়। এই চরিত্রটি যেখানে আছে, সেখানে থেকে যে সম্পূর্ণ তৃপ্ত নয় এবং তার অনুসন্ধান যে অন্য কিছুর, অন্য কারো- তা পর্যায়ক্রমে বর্ণিত হয়েছে। এবং যখন মনে হয়েছে পাঠকের সাথে অমিত রায় ও তার জীবনের যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে, তখন তাকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হয় কাহিনীর অপর প্রান্তের। একটি সুতো সৃষ্টি হয় এদের দুজনকে বাঁধতে। এখানে লেখক নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন, ঠিক যেমন গতানুগতিক সিনেমায় বা প্রেমের গল্পে দেখা যায়- ' দৈবা ঘটে যাওয়া এক মোটর দুর্ঘটনা পরিচয় ঘটায় উপন্যাসের মূল দুই চরিত্রের। তাদের মধ্যে মধ্যস্ততাকারী হিসেবেও একটি চরিত্র আবির্ভূত হন, লাবণ্যের মাসি যোগমায়া। তিনি প্রথম পরিচয়েই অমিতের সাথে অনেক আন্তরিক হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে তেমন কোনো অভিনবতা দেখা যায় না, তবে এই উপন্যাসের সবচেয়ে শক্তিশালী দিকটি হচ্ছে চরিত্রগুলোর কথোপকথন। যোগমায়ার সাথে অমিতের একের পর এক কথোপকথনে প্রকাশ পায় লাবণ্যের প্রতি অমিতের অনুভূতি এবং যোগমায়ার সাথে পরবর্তীতে লাবণ্যের কথোপকথনেও সেই একই ব্যাপার ঘটে। এই চরিত্রটি এখানে তাদের সম্পর্কের একজন মধ্যস্ততাকারীরই ভূমিকায় আছেন বলা চলে। তার একটি উক্তিতে তিনি তাদের সম্পর্কে অথবা এই প্রজন্ম সম্পর্কে কী ধারণা রাখেন, তা অনেকটাই বোঝা যায়। ভাবনা ও যাপনে যে প্রজন্মের মধ্যে একটি ফারাক রয়েছে, তা-ও যোগমায়ার মাধ্যমেই লেখক নির্দেশ করতে সক্ষম। তিনি লাবণ্যকে বলছেন, তোমাকে দেখে আমার অনেকবার মনে হয়েছে, অনেক পরে অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশি সূক্ষ্ম হয়ে গেছে তোমরা ভিতরে ভিতরে যেসব ভাব গড়ে তুলছ আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে মনের যেসব আলো অদৃশ্য ছিল, তোমরা আজ সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাও না। তারা দেহের মোতা আবরণকে ভেদ করে দেহটাকে যেন অগোচর করে দিচ্ছে কেতকী অমিতের অভিজাত জীবনের একটি অংশ, যা তাকে তার জীবনের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করবে, লাবণ্যের মতো অদ্ভুত শুদ্ধতায় নাগরিক জীবনকে ভেঙেচুরে দেবে না। অমিত এ শুদ্ধতা চায়, কিন্তু তারচেয়েও অনেক বেশি দায়বদ্ধতা তার জীবনের প্রতি। এদিকে লাবণ্যের মনে রোমাঃটিকতার ঢেউ দোলানো অমিত তার জন্যও হিসেব-নিকেশের মানুষ হয়ে আটপৌরে রূপে ঠিক খাপ খায় না। মিতাকে সে সাজিয়ে রাখে বন্যার বন্য মনে, প্রতিদিনকার হিসেবে তাকে টেনে আনা যায় না। বিশ্বকবি রবীঃদ্রনাথ ঠাকুরের এই উপন্যাসটি প া ার শেষে পাঠকমনে একটি সিদ্ধান্ত আরোপিত হবার সম্ভাবনা থাকে, ভালোবাসা আর ঘর করা এক নয়! সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নে বারবার একটি প্রশ্নের দেখা মেলে। ' কবিতা' কোন ধরনের রচনা? উত্তরে চারটি বিকল্পের মধ্যে দুটো থাকে কবিতা ও উপন্যাস। এই উপন্যাসে কবিতার বহু খণ্ডিতাংশ রয়েছে। কবিতার ছঃেদ ও লয়ে সুরারোপিত হয়েছে কাহিনীতে। অমিতের আত্মবিশ্বাসী ঝঙ্কার, লাবণ্যের শান্ত স্থির স্রোত দুয়ে মিলে কাব্যকথনে মুখরিত হয়েছে প্রেমে। বিখ্যাত কবি জন ডানের For God's sake, hold your tongue and let me love-কে এখানে রবি ঠাকুর অমিতের মুখ দিয়ে তর্জমা করিয়ে নিলেন, দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর। ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর। এখানে আরেকটি অদেখা চরিত্রের খোঁজ মেলে। অমিত যে কবির কবিতাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, নিবারণ চক্রবর্তী। লাবণ্যের রবীঃদ্রপ্রেমের বিপরীতে সে একেই দাঁ। করিয়ে দিতে চায়। তাকে কেউ চেনে না, জানে না, গালি দেবারও উপযুক্ত মনে করে না। ক্ষণে ক্ষণে এও মনে হয়, অমিত নিজেই কি সেই নিবারণ চক্রবর্তী? সে কি গা ঢাকা দিয়ে আছে হালফ্যাশান প্রগলভ ব্যারিস্টার অমিত রয়ের মধ্যে? কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়, সাথে বহু সম্ভাবনাও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' (১৯২৮) একটি অসমাপ্ত ভালোবাসার গল্প! রঙমাখা ফ্যাশনের রুচিশীল ব্যক্তিত্ব মানুষের এক্সট্রাগুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। সমস্ত শেষের কবিতায় আমরা তাই দার্শনিক দৃষ্টি দান করি, মেনে নেয়া আর মনে নেয়ার মধ্য দিয়ে। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে কিছু নতুনত্ব দেখা যায়। তার এ নতুনত্বের আরেক প্রান্ত 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। শেষের কবিতায় আধুনিক অভিজাত সমাজের মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের মেলবন্ধনের কথা এসেছে, এসেছে বিচ্ছেদ ও বিরহের কথা। লেখার কলমের সঙ্গে চিত্রকল্পকে দেখার একধরনের গভীর অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের এ উপন্যাসে উপলব্ধি করা যায়। যেখানে একেকটা বক্তব্যের সঙ্গে আরেকটা বক্তব্যের বিষয়গুলো যেন বারবার কল্পনার চোখে দৃষ্টিত হয়। আমাদের সমাজে লাবণ্যরা যত কাঁদে নীরবে, আর নিজেকে ঠকায় ভালোবাসার মানুষের আঘাতে, ততই তারা প্রশংসা পায় বিখ্যাত হয় আসলে তারা জীবনে কতটুকু নিজেকে স্বস্তিপূর্ণ সুখ দিতে পারে? আর অমিতরা বড় বড় কথা বলে মহ যে নারীগুলোর মন ভাঙে ভালোবাসার স্টাইলে, তারা কতবার প্রেমে পড়ে? মানুষ এক মনে কতজনকে ভালোবাসতে পারে? মনের ও তো চরিত্র আছে? মন যাকে ভালোবাসে সেখানে মনের মিলই যথেষ্ট, সে কোনো যোগ্যতার লেশমাত্র নেই। চোখের রঙে ভালোবাসলে সেটা বদলায়, মনের রঙে ভালোবাসলে তার পরিবর্তন হয় না। যারা ঠকায় তারাই একমাত্র ঠকে! যারা ত্যাগ করতে জানে, দান তো ঈশ্বর তাদের দেয়! ভালোবাসা পাওয়া ভাগ্যবান তারাই যারা ঈশ্বরের দান পায়।ভালোবাসাহীন ঘর, তাসের ঘর! আর সজ্জা হয় কণ্টক সজ্জা।ভালোবাসি বলা বড় সহজ সমাচার, কিন্তু ভালোবাসা যার তার কাজ নয়। ভালোবাসা শেষ বলে কিছুই নেই! ভালোবাসা অশেষ। শেষের কবিতার শেষ হয় কাব্যসুরে বিদায়ের ধ্বনি কানে নিয়ে,

হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান-
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।

আবারও মর্টার শেল মিলল কোচবিহারে, হইচই কাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, চ্যাংড়াবান্ধা, ২৭ এপ্রিলঃ পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর থেকে পাকিস্তানের নিন্দায় সরব গোটা দেশ। ছাব্বিশ জনকে খুন করেছে জঙ্গিরা। এই আবহের মধ্যেই এবার কোচবিহারে তুমুল হইচই। সেনার মর্টার শেল। কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধা পাথরের বেডে সেনাবাহিনীর মর্টার শেল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ির হেলাপাকরি মোড় সংলগ্ন এলাকায়। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে

হেলাপাকরি মোড় সংলগ্ন এলাকায় পাথরের বেড থেকে পাথর লোড করার সময় সেনাবাহিনীর একটি মর্টারসেল দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় হইচই পড়ে যায়। এলাকাবাসী মর্টারসেল দেখতে ভিড় জমাতে শুরু করে। বেডের ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ পুলিশ প্রশাসনকে গোটা বিষয়টিকে জানিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, চ্যাংড়াবান্ধায় এর আগেও বিভিন্ন বেড থেকে মর্টারসেল পাওয়া গিয়েছে। গত দুই বছর আগে সিকিমে বন্যার কারণে বাঁধ ভেঙে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প ভেঙে যায়। এরপর সেখান থেকে অনেক সেনাবাহিনীর অস্ত্র ভেসে যায় তিস্তায়। বেডের ম্যানেজার ইশক আলি জানিয়েছে, তোতলাবাড়ি থেকে এই পাথর আনা হয়েছিল। সেখানে হয়ত সেনাবাহিনীর ওই মর্টার পাথরের সঙ্গে এখানে চলে এসেছে। অন্যদিকে মর্টার শেলের খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন বিএসএফের আধিকারিকও।

ঘরের দুয়ার খোলার পরেই চোখ কপালে, এটা কী দেখলেন বিজেপি নেতা

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২৭ এপ্রিলঃ বোমা উদ্ধার হল পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে। বিজেপি নেতার বাড়ির কিছুটা দূর থেকে উদ্ধার হল এই তাজা বোমা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ব্লকের সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুরের ঘটনা। এই ঘটনায় জোর চাঞ্চল্য এলাকায়। জানা গিয়েছে, বিজেপি নেতা কৌশিক হাজরার বাড়ির কিছুটা দূরে রবিবার সকালে উদ্ধার হল দু'টি তাজা বোমা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঘাটাল থানার পুলিশ। রবিবার সকালে বোমা গুলি নজরে আসতেই ঘটনায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চাঞ্চল্য। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি পরিকল্পনা করে শাসক দল তৃণমূল এসব ঘটনা ঘটিয়েছে। যদি এ বিষয়ে ঘাটাল থানায় সমস্ত বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট জানান। তবে ঘাটাল থানার পুলিশের দাবি, এটি বোমা নয়। এটি জল বোমা। শীতল কপাট বলেন, ''যাঁরা বোমা তৈরি করে বাড়ির ভিতরে করে। গোপনে করে। কেউ বা কারা কৌশিক হাজরার মতো বিজেপি নেতাকে বদনামের চেষ্টা করছে। কেউ বা কারা এই বিজেপি নেতাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করছে। বাড়ির পাশে একটা বোমাকে সলতে বের করে রাখা হয়েছে। যাতে উনি বোমা ব্লাস্ট করে পুড়ে মারা যায় সেই চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু দুষ্কৃতী চক্রান্ত করে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হচ্ছে।''

মুখোমুখি টিএমসি-সিপিএম

সমবায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তুলকালাম হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ এপ্রিলঃ কৃষি সমবায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা। সিপিএম-তৃণমূলের মধ্যে বাগ-বিতণ্ডা চরমে। হাওড়ার জগবল্লভপুরের ঘটনা। এই ঘটনার জেরে তুমুল উত্তেজনা এলাকায়। হাওড়ার জগবল্লভপুরের একব্বরপুর গোবিন্দ পাঁজা হাইস্কুল ও লস্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমবায় নির্বাচন ছিল রবিবার। ভোট গ্রহণ শুরু হতেই দু'পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ তৈরি হয়। সিপিএম প্রার্থীর অভিযোগ, তাঁদের এজেন্টদের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, সিপিএম কর্মীরা ব্যালট বক্স ফেলে দিয়ে তৃণমূল কর্মীদের উপর অত্যাচার করছে। এদিন,

অশান্তি হতে পারে সেই আঁচ করতে পেরে দু'টি কেন্দ্রের বাইরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু তারপরও কৃষি সমবায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল এবং সিপিএমের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়। সেই উত্তেজনা থামাতে জগবল্লভপুর থানার পক্ষ থেকে দু'টি কেন্দ্রেই একাধিক পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা বলেন, ''সিপিএম-এর লোকজন আমাদের ছেলেদের মারধর করেছে। ব্যলট বক্স উল্টে ফেলেছে। প্রিসাইডিং অফিসারকে হুমকি দিয়েছে।'' সিপিএম প্রার্থী বলেন, ''সুচেতনা মণ্ডল আমার এজেন্ট। আমরা দেখছি ছেলে ভোট দিতে এসেছে। তারপর আবার দেখছি সে বাবার ভোটও দিচ্ছে। এটা কী হয়? তখনই সুচেতনা প্রতিবাদ করেন। একসঙ্গে একটা মানুষ কীভাবে দুটো ভোট দেবে? আমরা ব্যালট বক্স উল্টে দিতে পারি? এটা কি সম্ভব? আমরা মারধর করেছি দেখে মনে হচ্ছে? আমি তো অবাক হয়ে যাব এমন যদি মনে হয়।''

'এবার তোমাদের পালা', ফের মাও নামাঙ্কিত পোস্টারে চাঞ্চল্য বাঁকুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, তালডাংরা, ২৭ এপ্রিলঃ ফের মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার! ব্যাপক চাঞ্চল্য বাঁকুড়ার তালডাংরা থানা এলাকায়। এদিন সকালে তালডাংরা থানার কাছে ওই পোস্টার দেখা যায়। পাশেই তৃণমূলের কার্যালয়, অদূরেই আবার বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতির বাড়ি। ওই এলাকাতেই ৩টে পোস্টার দেখতে পান স্থানীয়রা। পোস্টারে তাঁদের একাধিক নেতার মৃত্যুর বদলা দাবি করে সিভিক কর্মী ও পঞ্চায়েত প্রধানদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। একসময় বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহলে মাওবাদী কার্যকলাপ দেখা গেলেও তালডাংরা বাজারে কখনওই মাওবাদীদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি। নাশকতা তো দূর, তালডাংরা এলাকায় মাওবাদী পোস্টার পড়ার ঘটনাও এতদিন ছিল নজিরবিহীন। এবার দেখা গেল পোস্টার। এদিন সকালে সাদা কাগজে লাল কালিতে হাতে লেখা তিনটি মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার চোখে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। লেখা হয়েছে, এবার তোমাদের পালা। পোস্টারের নীচের অংশে লেখা রয়েছে সিপিআই মাওবাদী। পোস্টারগুলি নজরে আসার পরই

তবে সব পোস্টারেই লেখা বক্তব্য এক। জল-জমি-জঙ্গল থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে পোস্টারে। একইসঙ্গে সিভিক কর্মী ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তড়িঘড়ি সেগুলি ছিঁড়ে দেয় তালডাংরা থানার পুলিশ। কে বা কারা এই পোস্টার দিয়েছে তা জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকায় চাপানউতোর।

কালবৈশাখী কাড়ল মায়ের প্রাণ, গুরুতর আহত অবস্থায় দুই ছেলে ভর্তি হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ২৭ এপ্রিলঃ পূর্বাভাস ছিলই। সকাল থেকেই একাধিক জেলায় মুখভার আকাশের। দুপুরের পর থেকেই একাধিক জায়াগায় চোখ পাকিয়ে তেড়ে এল কালবৈশাখী। একই ছবি দেখা গিয়েছিল শনিবারই। শনিবার ঝড়ের দাপটে গেল প্রাণ এক বৃদ্ধার। বাড়ি আরামবাগের হরিণখোলা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নবাসন গ্রামে বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম কমলা ছাতিম (৮১)। আহত হয়েছেন তাঁর দুই ছেলে অমিত ও তোতা। তারমধ্যে অমিতের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবারে।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ, চ্যালা কাঠ দিয়ে অভিযুক্তকে বেদম মার

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া, ২৭ এপ্রিলঃ ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্থার অভিযোগ। নাবালিকাকে নির্যাতনের অভিযোগ পেতেই অভিযুক্ত যুবককে চ্যালা কাঠ বেঁধে মারধর। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলিতে। নির্যাতিতার

পরিবারের দাবি, অনেকক্ষণ ধরেই তাঁরা মেয়েকে খুঁজছিলেন কিন্তু কোনও খোঁজ পাচ্ছিলেন না। এরপর নাবালিকার বোন ঠাকুমাকে জানান দিদির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। পরিবারের দাবি, রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ অভিযুক্ত যুবক নির্যাতিতাকে খারাপ উদ্দেশ্যে ঝোপের মধ্যে নিয়ে যায়। এরপর যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। পরে বিষয়টি জানাজানি হতেই অভিযুক্তকে একটি গ্যারাজে বেঁধে রাখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। চ্যালা কাঠ দিয়ে মারধর করেন এলাকাবাসী। খবর পেয়ে চুঁচুড়া থানার পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে। নির্যাতিতাকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় শারীরিক চিকিসা করাতে। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, অভিযুক্ত যুবক শনিবার রাতে নেশা করেছিল। সেই নেশা সকালেও কাটেনি। তবে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, ''মদ-গাঁজা খায়। পাড়ায় অনেকের বাড়িতে যাতায়াতও করে অভিযুক্ত। তবে এই ধরনের অভিযোগ আগে শোনা যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চুঁচুড়া থানার পুলিশ।'' অভিযুক্ত যুবক বলেন, ''আমি নেশা করেছিলাম। আমি কিছু করিনি। বাচ্চাটাকে তো সবাই ভালবাসে। ওর বাবা বাচ্চাটাকে খুঁজছিল। আমি কিন্তু বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি আমায় ধরে মারধর করছে।''

ছেলে-বৌ-মেয়েকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, বেলঘরিয়া, ২৭ এপ্রিলঃ শারীরিকভাবে অত্যাচারের পর বাড়ি থেকে গৃহবধূকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, নিজের ছেলে ও নাতনিকেও বের করে দেওয়ার অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটি পৌরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বেলঘরিয়া যতীনদাস নগর এলাকায়। জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলবেলা পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়ে পার্কে ঘুরতে নিয়ে গিয়েছিলেন রমা মণ্ডল ও বিজয় দাস। অভিযোগ, বাড়িতে এসে দেখেন তাঁর ননদ ও শাশুড়ি ব্যাগ থেকে শুরু করে সব রাস্তায় বের করে দিয়েছে। আর গ্রিলে ঝুলিয়ে দিয়েছে তালা। তারপর থেকেই ছোট মেয়েকে নিয়ে রাস্তায় বসে দিন কাটাচ্ছেন স্বামী ও স্ত্রী। তাঁদের একটাই বক্তব্য, আর্থিক সঙ্গতি এতটাও নেই যে তাঁরা এখন ছোট সন্তানকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে উঠবেন। অপরদিকে,

শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বক্তব্য, ছেলে ও বৌমা তাঁদের উপর অত্যাচার করে সেই কারণে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগকারী রমা দাস মণ্ডল বলেন, ''আমরা প্রথমে অন্য জায়গায় থাকতাম। তারপর সেখান থেকে এই বাড়িতে আসি। কিন্তু প্রথম থেকেই ওরা অত্যাচার করত আমার মেয়ে ও আমার উপর। এরপর গতকাল আমি ও আমার স্বামী মেয়েকে নিয়ে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি বাড়ির গেটে তালা দিয়ে দিয়েছে। আমার স্বামী লটারির সঙ্গে যুক্ত। এমন কিছু উপার্জনও করে না। তাই এবার আর কী করব বুঝতে পারছি না।

PROFECTUS CAPITAL প্রফেকটাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড এবং কর্পোরেট অফিস ঠিকানাঃ বি/১৭, ৪র্থ তল আর্ট গিল্ড হাউজ, ফোনিক্স মার্কেটসিটি মলের পিছনে, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বই, ৪০০০৭০
শাখাঃ সুগম প্যারাগন, ৪র্থ তল ৫/১ মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬

SARFAESI আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে চাহিদা বিজ্ঞপ্তি

আপনি, উপরে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা, উল্লিখিত সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং আপনি, উপরে উল্লেখিত, ঋণ চুক্তির জন্য ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার হিসেবে দাঁড়িয়েছেন। আপনার দ্বারা সংঘটিত খেলাপির ফলে, আপনার ঋণ অ্যাকাউন্টটি আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগ আইন, ২০০২ (সংক্ষেপে SARFAESI আইন) এর বিধান অনুসারে অ-কার্যকর সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। আমরা, প্রফেকটাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড আপনার দ্বারা প্রদত্ত ঠিকানায় SARFAESI আইনের ধারা ১৩(২) এবং ধারা ১৩(১৩) এর অধীনে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছি। নিবন্ধিত ডাকযোগে আপনাকে পাঠানো নোটিশগুলি। উক্ত নোটিশের বিষয়বস্তু হল যে আপনি আপনার গ্যারান্টিযুক্ত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, বর্তমান প্রকাশনাটি SARFAESIআইনের ধারা ১৩(২) এর বিধান এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৩(১) এর বিধান অনুসারে নোটিশটি পরিবেশন করার জন্য সম্পাদিত হয়েছে-

ডিমান্ড নোটিশের তারিখঃ ২৩.০৪.২০২৫	লোন অ্যাকাউন্ট নং.ঃ পিএফএমএলকেওএল০০৪১৫৫৭	এমপিএ'র তারিখঃ ১০.০৪.২০২৫
ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতার নামঃ- ভবতোষ বিশ্বাস (ভবতোষ হস্তশিল্প), (ঋণগ্রহীতা), সরস্বতী বিশ্বাস (সহ-ঋণগ্রহীতা)		
চাহিদা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বকেয়া পরিমাণঃ- ২৩.০৪.২০২৫ তারিখে ৪৩,৪৫,১৮৩- টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশত তিরানব্বই টাকা মাত্র) বকেয়া।		
সুরক্ষিত সম্পত্তির বর্ণনাঃ প্রস্তাবিত ভিটির সমস্ত টুকরো- প্রায় ০৫ দশমিক / সাতক জমি বালিয়াডাঙ্গা মৌজা জে.এল. নং ২১, খতিয়ান এলআর-১৫০৫ (এক হাজার পাঁচশো পাঁচ), দাগ নং এলআর ২৯৩/১০০৫ (দুইশ তিরানব্বই বাই/বাটা এক হাজার পাঁচ) এবং ০৫ (পাঁচ) দশমিক/সাতক বাড়ি শ্রেণিবদ্ধ জমি এবং/অথবা তার চেয়ে কিছুটা কম বা কম ৩ (তিন) কাঠা, চাকদহ পৌরসভার সম্প্রতি ওয়ার্ড নং ১৪, হোল্ডিং নং ১১১ (ব্ল্যাক-টপ, কালীতলা রোডের উপরে এনএইচ ৩৪) হাল তৌজি নং ১২, পরগনাস পাজনৌর জেলা নদীয়া, এডিএসআর এবং পি.এস.-এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত। চাকদহ, পশ্চিমবঙ্গ এবং নীচের মতো বাঁকানো এবং সীমানাযুক্তঃ উত্তরেঃ কালীতলা রোড, কালীতলা টাওয়ার এনএইচ ৩৪ দক্ষিণেঃ পানু সরকারের বাড়ি, পূর্বেঃ জীবন সর্দারের বাড়ি, পশ্চিমেঃ মায়া মল্লিকের বাড়ি।		

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনাকে প্রোফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডকে উপরোক্ত পরিমাণ সুদ এবং খরচ সহ পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে, যদি না হয়, তাহলে প্রোফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড উক্ত আইনের বিধান অনুসারে ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের সুরক্ষিত সম্পদের দখল গ্রহণ সহ সকল বা যেকোনো এক বা একাধিক সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উক্ত আইনের অধীনে প্রোফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে উপলব্ধ ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে (১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের সুরক্ষিত সম্পদের দখল গ্রহণের ক্ষমতা, যার মধ্যে রয়েছে লিজের মাধ্যমে হস্তান্তরের অধিকার, সুরক্ষিত সম্পদ মুক্তির জন্য বিক্রয়ের বরাদ্দ (২) লিজ, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর এবং সুরক্ষিত সম্পদ আদায়ের অধিকার সহ সুরক্ষিত সম্পদের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ এবং প্রোফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক সুরক্ষিত সম্পদের যেকোনও স্থানান্তর, আপনার দ্বারা হস্তান্তরের সাথে সাথে হস্তান্তরিত সুরক্ষিত সম্পদের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অধিকার এবং সম্পর্ক ন্যস্ত থাকবে। উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) এর বিধান অনুসারে, আপনাকে এতদ্বারা বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে (আপনার ব্যবসার স্বাভাবিক ধারা ব্যতীত) উপরে উল্লিখিত এবং বন্ধকী/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি প্রোফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত প্রোফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে হস্তান্তর করতে নিষেধ করা হচ্ছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮.০৮.২০২৫

স্বা/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী, প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

ধানবাদ থেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার মহিলা সহ একাধিক

দুরন্ত বার্তা, ধানবাদ, ২৭ এপ্রিলঃ পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের হত্যার ঘটনার পর থেকে গোটা দেশে নিন্দার

ঝড়। ঘটনার ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমেছে গোয়েন্দারা। শুধু তাই নয়, পাল্টা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত চালাচ্ছে সেনাও। এই আবহের মধ্যেই ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগ অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড-র হাতে ধৃত চার। উল্লেখ্য, কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলা ঘটনার পর গোটা দেশ জুড়েই চলছে কড়া নজর। জঙ্গি সংগঠন হিজবুল তাহরি, আল-কায়দা ও আইসিস-এর সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে এক মহিলা সহ চারজনকে গ্রেফতার করল ঝাড়খণ্ড এটিএস। জানা যাচ্ছে, ধৃতরা বেআইনি অস্ত্র ব্যবসা এবং দেশবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত ছিল। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম গুলফাম হাসান, অয়ন জাভেদ, শেহজাদ আলম ও শবনম পারভিন। এদের কাছ থেকে দু'টি পিস্তল, ১২টি কার্তুজ, ইলেকট্রনিক গ্যাজেট ও নিষিদ্ধ সংগঠনের বেশকিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। বস্তুত, আসানসোল থেকে থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে ঘাঁটি গেড়েছিল অভিযুক্তরা। বস্তুত, গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাক-মদতপুষ্ট জঙ্গিরা হামলা চালায়। ছাব্বিশ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়। আহত হন একাধিক। প্রাণ হাতে নিয়ে যে সকল পর্যটকরা ফিরে আসেন, তাঁরা জানান শুধু বেছে-বেছে হিন্দুদের খুন করেছে সন্ত্রাসবাদীরা। এদিকে, জঙ্গিদের একের পর এক বাড়ি ধ্বংস করেছে সেনা। এই আবহের মধ্যেই এই ঘটনা রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বীরভূমে শ্যুটআউট, মৃত পাথর ব্যবসায়ী, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৭ এপ্রিলঃ রামপুরহাটে পাথর ব্যবসায়ীর বুকে গুলি। পাওনা আদায়ের সময়ে এই ঘটনা হয়। খুব কাছ থেকে গুলি করা হয় বলে খবর। কী কারণে এই খুন, তা এখনও বোঝা সম্ভব হয়নি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রবিবার পাথর ব্যবসায়ী সুদীপ বাস্কি (২৮) ব্যবসায়িক পাওনা আদায় করতে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু বাজারের মাঝপথে আচমকা দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন সকালেই সুদীপ বাড়ি থেকে বের হন। সাড়ে এগারোটা নাগাদ শালবদরা এলাকার নিরিশার বাজারে হাঁটছিলেন। ঠিক তখনই ৫টি মোটরবাইকে চেপে সাত থেকে আটজন দুষ্কৃতী এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুষ্কৃতীরা সুদীপের বুকে গুলি চালিয়ে

চম্পট দেয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। গুলি চলার আওয়াজে বাজারজুড়ে হইচই পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন পুলিশে। গুরুতর আহত অবস্থায় সুদীপকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ভর্তি নেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় সুদীপের। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি, তবে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরেই এই হামলা। যদিও হাসপাতালে দাঁড়িয়ে সুদীপের এক বন্ধু মুন্না শেখ দাবি করেন, ''ব্যক্তিগত শত্রুতা নয়, ব্যবসায়িক কারণে খুন করা হয়েছে সুদীপকে। পাথরের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আগেও তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এদিন পাওনা টাকা তুলতে বেরিয়ে বিপত্তি হয়।'' পুলিশ দ্রুত দোষীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিয়েছে।

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: **1. "Temporary arrangement for Zoom conferencing with digital uploading of link in raw feed for the inaugural ceremony of Digha Jagannath Dev Mandir on & from 28.04.25 to 30.04.25."** SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: **WBPWD/EE/BIT/NIQ-15 of 2025-26.** Last date of submission of Quotation: **28.04.2025 up to 09.00AM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/- **EE,**
Bidhannagar IT Division, PWD

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Deputy Chief Engineer (Mechanical)/S&D, KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/DR/PBPS/SS/E/10/2024-25

Name of the work: **Restoration of electrical wiring system along with changing indoor and outdoor defunct lumanaries at LS-2 (Thakery Road), LS-3 (Sashisekhar) and LS-4 (Hasting) Drainage Pumping Station under PBPS (Drg.)/S&D.** Estimated cost: **₹ 2,88,858.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **13.05.2025 up to 3 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **30.04.2025 (5 P.M.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/010/2025-26, DATED-25.04.2025

Name of the work: **Necessary modification of some stalls and other ancillary civil works on requisition of Kalighat Refugee Hawker's Union at KMC Hawker Building, crossing of S.P. Mukherjee Road and Kali Temple Road.** Estimated cost (including GST & LWC): **₹ 2,98,945.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/011/2025-26, DATED-25.04.2025

Name of the work: **Making wooden cabinet for facilitate better storage capacity and relocation of wash basin at Lighting Department Room No. 136, CMO Buildings.** Estimated cost (including GST & LWC): **₹ 1,87,872.00.** Earnest money: **₹ 3,800.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **07.05.2025 at 11 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **29.04.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting, Zone-IV, KMC invites e-tender online, two part bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/01/25-26

Name of the work: **Repairing of street lighting system at Tanupukur, Gobardanga, Dhakuria and adjacent areas in Ward No.-92, BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,94,787.59.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/02/25-26

Name of the work: **Repairing of street lighting system at Rahim Oestagar Road, Jodhpur Park and adjacent areas in Ward No.-93, BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,96,398.54.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/03/25-26

Name of the work: **Repairing of street lighting system at Kolupara, Biswas Para, N.K. Ghosal Road and adjacent areas in Ward No.-91, BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,93,512.97.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of completion of bid: **05.05.2025 up to 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **25.04.2025 from 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/18/25-26/PD

Name of the work: **Engagement of electrical night gang for emergency breakdwon/disaster preparedness of lighting system for avoid any type of accident and public safety under BR-XI.** Estimated amount: **₹ 4,06,213.52.** Earnest money: **₹ 8,500.00.** Period of completion: **214 days.** Last date and time of completion of bid: **07.05.2025 up to 2 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **28.04.2025 from 12 Noon.** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following work:

NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-4/25-26

Name of the work: **Betterment of F.W. supply of 100 mm and 150 mm dia. S/Mains near 3/A/10 Brick Field Lane, 153/5B P.G. Road, 1/B P.G. 3rd Lane and different places in Ward No.-66.** Estimated amount: **₹ 2,97,119.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **12 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **10.05.2025 at 12.30 P.M./13.05.2025 at 1 P.M.** The bid forms and other details are available from the websites: **https://etender.wb.nic.in & http://wbtenders.gov.in**

(123/25-26)

মুরকংসেলেক-পাসিঘাট নতুন লাইন প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন

মালিগাঁও, ২৭ এপ্রিলঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুরকংসেলেক-পাসিঘাট নতুন লাইন প্রকল্পটি অসম এবং অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে রেল সংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রায় ১,২৫২.৪৯ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মিয়মাণ ২৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘের প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫পর্যন্ত ৪৫ ভৌতিক অগ্রগতি নথিভুক্ত করেছে। প্রকল্পটি দুই পর্যায়ে (প্রথম পর্যায় ও দ্বিতীয় পর্যায়) সম্পাদিত করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায় (মুরকংসেলেক-সিলে, ১৫.৬০ কিমি), মাটির কাজ প্রায় সমাপ্ত হওয়ার পথে, কারণ ১৪.১৬ লক্ষ সিইউএম-এরমধ্যে ১৩.৭৫ লক্ষ সিইউএম মাটির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়াও, ১৮টি মেজর ব্রিজ এবং ৩৫টি মাইনর ব্রিজের সাবস্ট্রাকচার এবং সুপারস্ট্রাকচারের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে এবং শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। ব্যালাস্ট সরবরাহ এবং ট্র্যাক সংযোগ-এর কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। মুরকংসেলেক স্টেশন ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে এবং শীঘ্রই সমাপ্তির পথে। দ্বিতীয় .পর্যায়ে (সিলে-পাসিঘাট সেকশন, ১০.৫৫ কিমি),মোট ৬.৮৫ লক্ষ সিইউএম-এর প্রয়োজনের মধ্যে ৩.৫৫ লক্ষ সিইউএম মাটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।ব্রিজের নির্মাণ এবং ঢালাইর কাজ চলছে স্থানীয় .কর্তৃপক্ষের সাথে নিরন্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে পাসিঘাট ইয়ার্ডে রোড ওভার ব্রিজের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। বর্ধিত বর্ষা পরিস্থিতি এবং স্থানীয় বাধা সত্ত্বেও, নির্মাণ কাজ চলে যাচ্ছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)র জেনারেল ম্যানেজার সম্প্রতি চলমান কাজগুলি পরিদর্শন করেন এবং আধিকারিকদের কাজের গতিশীলতা এবং গুণগত মানদণ্ডবজায় রাখার সাথে সাথে প্রকল্পটি সময়মতো সমাপ্তি নিশ্চিত করতে নির্দেশ প্রদান করেন।

দুটি স্কুলের গ্রিল ভেঙে হেড মাষ্টারের আলমারি তছনছ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল ঃ রবিবার সকালে জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া মোহিত নগর কলোনি তারা প্রসাদ বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে.ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য। ঘটনা প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় সরকার উদ্বেগের সঙ্গে জানান, সকালে খবর পেয়ে ছুটে আসি। একটি গ্রিল ভেঙে দুষ্কৃতীরা ভেতরে প্রবেশ করেছে বলেই মনে হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কিকি খোয়া গেছে সেটা মিলিয়ে দেখার কাজ চলছে, তবে আশ্চর্যজনক ভাবে ১০ টি আলমারি খুলে তছনছ করা হয়েছে,সেটা বুঝতে পারছি। অপর দিকে স্কুলের সহকারী শিক্ষক দিপু চন্দ্র রায় বলেন, প্রতিটি আলমারি তছনছ করেছে, ফাইল গুলো নারাচারা করেছে, এবং ঘরে ঢুকেই সি সি ক্যামেরা গুলো ভেঙে ফেলছে। আমরা অবাক হচ্ছি ,যে আলমারি গুলো এত শক্ত সেই গুলোকে ভেঙে সব ফাইল ,কাগজপত্র ঘেঁটেছে,এটা কিসের উদ্দেশ্যে?

দিল্লি-রক্সৌল-দিল্লি গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন

গোরক্ষপুর, ২৭ এপ্রিল ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ৮ মে থেকে ১০ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে গোরক্ষপুর হয়ে ০৪০২৬০৪০২৫ দিল্লি-রক্সৌল-দিল্লি গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন এবং ৯ মে থেকে ১১ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার রক্সৌল থেকে ১০টি ভ্রমণের জন্য নিম্নলিখিতভাবে পরিচালনা করবে। ০৪০২৬ দিল্লি-রক্সৌল গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন বিশেষ ট্রেনটি ৮ মে থেকে ১০ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার রাত ৯.০৫ মিনিটে দিল্লি থেকে ছেড়ে যাবে, গাজিয়াবাদ থেকে ২৩.৫৪ মিনিটে, হাপুর থেকে পরের দিন ০০.৫৫ মিনিটে, মোরাদাবাদ থেকে ০২.৪০ মিনিটে, বেরেলি থেকে ০৪.০২ মিনিটে, শাহজাহানপুর থেকে ০৫.১০ মিনিটে, সীতাপুর থেকে ০৭.৫৫ মিনিটে, গোন্ডা থেকে ১১.১০ মিনিটে, গোরক্ষপুর থেকে ১৪.১০ মিনিটে এবং নারকাটিয়াগঞ্জ থেকে ১৭.২৫ মিনিটে রক্সৌলে পৌঁছাবে এবং সন্ধ্যা ৭.০০ মিনিটে পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৪০২৫ রক্সৌল-দিল্লি গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ৯ মে থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার রাত ৯.০০ টায় রক্সৌল থেকে ছেড়ে যাবে, নারকাটিয়াগঞ্জ থেকে ২৩.২৫ টায়, গোরক্ষপুর থেকে পরের দিন ০৩.২৫ টায়, গোন্ডা থেকে ০৫.৫০ টায়, সীতাপুর থেকে ০৯.১০ টায়, শাহজাহানপুর থেকে ১১.৩০ টায়, বেরেলি থেকে ১২.৩২ টায়, মোরাদাবাদ থেকে ২.১০ টায়, হাপুর থেকে ৩.৫০ টায় এবং গাজিয়াবাদ থেকে ১৬.৫০ টায় দিল্লি পৌঁছাবে।এই গাড়িতে L.S.L.R.D. আছে। মোট ২১টি কোচ স্থাপন করা হবে যার মধ্যে রয়েছে ০১টি এসি ১ম কোচ, ০৪টি জেনারেল ২য় শ্রেণীর, ০৬টি স্লিপার ক্লাস, ০৪টি এসি ৩য় ইকোনমি ক্লাস, ০২টি এসি ৩য় শ্রেণীর, ০২টি এসি ২য় শ্রেণীর, ০১টি এসি ১ম শ্রেণীর এবং ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান কোচ।

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

মস্কোর রানওয়ে ছয় দিনে মোট ৯০ টি ফ্যাশন কিউ

একটার পর একটা ফ্যাশন শো শেষ হচ্ছে আর ভাবছি, শীতপ্রধান একটি দেশ অথচ পোশাকে কত বৈচিত্র্য! কোট, ওভারকোট ছাড়াও কত ধরনের পোশাক। বিশেষ করে লেয়ারিং পোশাক। মডেলদের গায়ে একটার ওপর আরেকটা পোশাক চাপানোও হয়েছে খুব দৃষ্টিনন্দন করে। গত মার্চে সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রের রাজধানীতে বসে দেখলাম বিশ্ব ফ্যাশনে তাদের উপস্থিতি।

১৩ থেকে ১৮ মার্চ মস্কোর ঐতিহ্যবাহী ভবন মানেজের সেন্ট্রাল এক্সিবিশন হলে বসেছিল মস্কো ফ্যাশন উইক। যেখানে রাশিয়ার নবীন-প্রবীণ ডিজাইনার ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ডিজাইনারদের পোশাক প্রদর্শিত হয়। ছয় দিনে মোট ৯০টি ফ্যাশন কিউ। বিশেষ ভাবে চোখে পড়ার মতো ছিল রাশিয়ার নতুন ডিজাইনারদের কাজ। রাশিয়ার ফ্যাশন ঐতিহ্য ফ্যাশনপ্রেমীদের অনেকেই হয়তো জানেন, রাশিয়ার এই শহরেই মিলেছে ফ্যাশন বিশ্বের এক অনন্য দলিল। মস্কোর কাছে সুঙ্গির অঞ্চলে ৩৪ হাজার বছর আগের এক সমাধিস্থলে পাওয়া গেছে একজন পুরুষ এবং দুটি শিশুর সমাধি। তাদের দেহাবশেষের কাছেই ছিল ম্যামথের দাঁত থেকে বানানো হাজার হাজার পুঁতি। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ ইয়ান গিলিগান তাঁর গবেষণাপত্রে জানাচ্ছেন, এসব পুঁতি এমনভাবে সাজানো ছিল যে অনায়াসেই বোঝা যায়, সেসব জামা, হাতার অংশ ও প্যান্টের ওপর সেলাই করা ছিল। এই আলামত প্রমাণ করে, শুধু আজকেই না, আদিকালের রাশিয়ান সমাজেও স্টাইলিশ পোশাক বানানো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাশাপাশি এই দেহাবশেষ আরেকটি বিরল প্রমাণ তুলে ধরে, প্রাচীন যুগের সেসব মানুষ শুধু গা গরম রাখার জন্য নয়, বরং পোশাককে সুন্দর করার পেছনেও সময় এবং শ্রম দিতেন। পৃথিবীতে সবচেয়ে পুরোনো যে পোশাকের নমুনা বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন, তার বয়স মাত্র ১০ হাজার বছর। তার মানে কী এর আগে মানুষ পোশাক পরত না? 'অবশ্যই পরত' বলে দাবি করছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। পোশাক টেকসই নয়, তাই কালক্রমে সেটা নষ্ট হবেই। যে কারণে এর চেয়ে পুরোনো পোশাক সংগ্রহ করা হয়তো এখনো সম্ভব হয়নি। তবে প্রত্নতত্ত্ববিদদের আবিষ্কার করা প্রাচীন ভেনাসের মূর্তি প্রমাণ করছে মানুষের পোশাক পরার অভ্যাস আরও বহু বছর আগের। সেখানেও ঘুরেফিরে আসতে হবে রাশিয়ার কাছে। রোমান সভ্যতারও হাজার হাজার বছর আগে রাশিয়ায় এমন সব মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল, যাকে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ভেনাস নামে ডাকেন। ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চল ছাড়াও রাশিয়ার সাইবেরীয় অঞ্চলে এমন কিছু নারী মূর্তি পাওয়া যায়। রাশিয়ায় পাওয়া ভেনাসের নাম কস্তেনকি। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০ হাজার থেকে ২০ হাজার বছর আগের এই কস্তেনকি ভেনাসের গায়েও মিলেছে পোশাকের প্রমাণ। ফিতায় মোড়ানো এই পোশাক দেখেও বোঝা যায়, রাশিয়ার ফ্যাশন ঐতিহ্য কতটা পুরোনো। বিশেষ করে প্রস্তরযুগের নারীরা কী পরতেন, তারও একটা ধারণা মেলে সেখানে। এসব তো গেল কেতাবি তথ্য, নিজ চোখে যা দেখা গেল, সেসবও কম পুরোনো নয়। বিশেষ করে রাশিয়ার বলশয় থিয়েটারের জাদুঘরে দেখলাম এমন কিছু প্রাচীন পোশাক ও পোশাকের স্কেচ যা ১০০ থেকে ১৫০ বছরের পুরোনো। ১৮২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এই অপেরার একটি তলায় সংরক্ষিত আছে বিভিন্ন সময়ের অভিনেতাদের পরা বিখ্যাত কয়েকটি পোশাক। যেসব পোশাকের নকশা এখনো আধুনিক।

রানওয়েতে যা দেখা গেল

বলশয় থিয়েটার ঘুরে যে মুগ্ধতা নিয়ে বেরিয়েছিলাম, ফ্যাশন শোর দ্বিতীয় দিন সেই রেশ যেন ধরে রাখল এই প্রজন্মের রাশিয়ান ডিজাইনাররাও। বিকেলে রানওয়েতে জোটেমে, কিসিলিঙ্কো, এরমিলভ, পিরসিভের মতো ব্র্যান্ডের পোশাকগুলো দেখে তাই মনে হলো, পূর্বসূরিদের সবই যেন উত্তরসূরি হিসেবে পেয়েছেন তরুণ এই ডিজাইনাররা। কারও চেয়ে কারও ভাবনা কম নয়। কেউ পোশাকে সমকালীন ভাবনা ফুটিয়ে তুলেছেন, কেউবা প্রকৃতি নিয়ে ভেবেছেন। রঙের ভিন্নতা, প্রযুক্তির ভাবনা সবই যেন পোশাকের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে।

শার্ট, স্কার্ট, নানা রকম প্যান্ট, লম্বা জ্যাকেট, টপের ওপর লেয়ারিং করা শ্রাগ সবই দেখা গেল। রিভার্সিবল পোশাকও এনেছিলেন ডিজাইনারদের কেউ কেউ। রিভার্সিবল এমন পোশাক যার উল্টো-সোজা বলে কোনো কথা নেই, দুই পাশই গায়ে চাপানো যায়। আর এখন তো রিসাইকেল, আপসাইকেল নিয়ে অনেক আলোচনা, ডিজাইনারদের কাছ থেকে তেমন কিছু কাজও পাওয়া গেল। স্লিট গাউন, নাইট গাউন, পার্টি ওয়্যার, বডি হাগিং ড্রেস, কোল্ড শোল্ডার বা অফ শোল্ডারেও অভিনব ভাবনার দেখা মিলল। ছেলেদের ফরমাল ওয়্যারের পাশাপাশি বেশি দেখা গেল স্ট্রিট ওয়্যার। ছিল খাটো প্যান্ট, বারগেন্ডি, জগার্স, টি-শার্ট, ব্লেজার, ওভারকোট। গরমকে মাথায় রেখেই তাদের সংগ্রহ সাজিয়েছেন বেশির ভাগ রাশিয়ান ডিজাইনার।

আন্তর্জাতিক ডিজাইনারদের পোশাক

বাইরের যেসব দেশের ডিজাইনাররা আমন্ত্রিত হিসেবে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের সংগ্রহের বেশির ভাগই সেই দেশ বা অঞ্চলের সংস্কৃতিতেই তুলে ধরেছে। আর তাই বিভিন্ন অঞ্চলের ফ্যাশন সংস্কৃতির মোটামুটি একটা ধারণাও মস্কো ফ্যাশন উইকে মিলেছে।

ইন্ডিয়ান ফ্যাশন কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ভারতীয় দুই ডিজাইনার অনিতা ও সামন্ত চৌহান তাঁদের সংগ্রহ তুলে ধরেন। ভারতের অন্যতম আবেগের জায়গা খাদির পোশাক ও মোগল, জারদৌসি মোটিফে লেহেঙ্গা, গাউনের মতো পোশাকও উপস্থাপন করেন তাঁরা। ইন্দোনেশিয়ার ডিজাইনার শুকরিয়া রুশদির ব্র্যান্ড রিবর্ন ২৯ রানওয়েতে উপস্থাপন করেন একটু লম্বা কাটের পোশাক। নানা রকম ফেব্রিক নিয়ে নিরীক্ষা চালিয়েছেন রুশদি। তাঁর নকশায় উঠে এসেছে পেঁয়াজ ফুলের ভাবনা। ঢিলেঢালা পোশাক নিয়ে কাজ করেছে চীনা ব্র্যান্ড আই-লা। পার্টি গাউন ছাড়াও সেখানে জ্যাকেট, কোট ও সোয়েটারের দেখা মেলে।

স্প্যানিশ ব্র্যান্ড মিগুয়েল লোপিস তুলে ধরে গাউনের ভিন্নতা। অফ শোল্ডার গাউন, স্ট্র্যাপলেস গাউন, হল্টারনেক গাউন, বল গাউন, এ লাইন গাউন, মারমেইড শেপের গাউনসহ আরও নানা ধরন। কালো, মেরুন, ঘিয়ে রংকে প্রাধান্য দিয়ে পোশাকের সংগ্রহ সাজান এই স্প্যানিশ ডিজাইনার।

এই সময়ের তরুণ তুর্কিরা কোন ধরনের পোশাকে স্বাচ্ছন্দ্য, সেটাই দেখিয়েছেন টার্কিশ ডিজাইনার এমরে এরডেমোগলু। চামড়ার তৈরি ফরমাল পোশাক দেখা গেল। এমরের পোশাকে চামড়া ছাড়াও ছিল মেটাল আর নেটের ব্যবহার। আয়োজনের পঞ্চম দিনে সংগ্রহ নিয়ে এসেছিলেন তাজিকিস্তানের দুই ডিজাইনার ব্র্যান্ড সাফিয়া কতুর ও ইকাত হাউস। তাজিকিস্তানের ইসলামি ভাবধারার সঙ্গে ইউরোপের সংস্কৃতি মিশিয়ে নকশা করেছেন ডিজাইনাররা। পোশাকগুলোর কাপড় হিসেবে তাজিকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী প্রিন্ট আলাচা, সুজানি ও চাকান এমব্রয়ডারি দেখা যায়।

আরও যত আয়োজন

ফ্যাশন শো ছাড়াও মানেজের কয়েকটি ফ্লোরে বসেছিল ফ্যাশন বাজার। মস্কো ফ্যাশন উইকে এবার অংশ নিয়েছে ১৮০টি ব্র্যান্ড, যার ১০০টি রাশিয়ার বিভিন্ন শহর থেকে এসেছে। ফ্যাশন বাজারে ব্র্যান্ডগুলো তাদের লাইফস্টাইল পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেন। আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়াও সাধারণ দর্শনার্থীরা যেখানে থেকে কেনাকাটা করেছেন পোশাক, গয়না, ব্যাগ, জুতা, সানগ্লাস, ঘড়ি, ঘর সাজানোর পণ্য, কারুপণ্য ইত্যাদি। প্রতিদিন একাধিক সেশনে টেকসই ফ্যাশন নিয়ে কথা বলেছেন বিভিন্ন দেশের এক্সপার্টরা। ছিল আরও নানা আয়োজন। স্ট্রিট ফ্যাশন ফটোশুটে মডেলরা ছাড়াও সাধারণ মানুষের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। রাশিয়ার কালচারাল ফাউন্ডেশন অব ফ্যাশন অ্যান্ড ডিজাইন ডেভেলপমেন্টের আয়োজনে 'মস্কো ফ্যাশন উইক' অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রায় ২০ বছর। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই ফ্যাশন উইক নিয়ে বাইরের দুনিয়ারও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

যত্নের শুরু হোক মুখ নিয়মিত পরিষ্কার রাখার মাধ্যমে

সব সময় মুখ পরিষ্কার রাখুন

যত্নের শুরু হোক মুখ নিয়মিত পরিষ্কার রাখার মাধ্যমে। আপনার ত্বকের সঙ্গে মানানসই এবং মুখের ত্বকের প্রতি কোমল একটি ফেসওয়াশ বেছে নিন। আপনার ত্বক তৈলাক্ত হলে কিংবা আপনি ব্রণের সমস্যায় ভুগলে স্যালিসাইলিক অ্যাসিডযুক্ত ফেসওয়াশ ব্যবহার করলে ভালো ফল পাবেন। এসব ফেসওয়াশ আপনার ত্বকের লোপকূপে জমাট বেঁধে থাকা ময়লাগুলো ভেঙে ফেলে এবং ত্বক পরিষ্কার করে। প্রতিদিন দুবার ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুতে হবে। এর বেশি না, কমও না। মুখ অতিরিক্ত ধোয়া ও পরিষ্কার করার কারণে মুখের ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, ফলে মুখ থেকে আরও বেশি তেল বের হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। এতে কোনো উপকার নেই, অপকারই হবে শুধু। মুখ জলীয়বাষ্পের সংস্পর্শে আনুন মুখের লোককূপগুলো উন্মুক্ত করে জমে থাকা ময়লাগুলো শিথিল করতে চান? তাহলে নিয়মিত আপনার মুখে গরম জল ভাপ বা স্টিম দিন। অর্থাৎ মুখকে জলীয়বাষ্পের সরাসরি সংস্পর্শে আসতে দিন।

স্টিম যেভাবে করবেন

জল ফুটিয়ে গরম অবস্থাতেই একটি বাটিতে ঢালুন। মাথায় একটি তোয়ালে জড়িয়ে নিন। গরম জলপূর্ণ বাটির সামনে ঝুঁকে বসুন। মুখটা বাটির খুব বেশি কাছে নেবেন না। ৫-১০ মিনিট এভাবে আপনার মুখকে জলীয়বাষ্পের সংস্পর্শে রাখুন।

পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ফেলুন। ক্লে মাস্কের ব্যবহার

ক্লে মাস্ক তেল, ময়লা এবং ব্ল্যাকহেড সৃষ্টিকারী অন্য উপাদানগুলোকে চুম্বকের মতো টেনে নেয়। সপ্তাহে এক থেকে দুই দিন ক্লে মাস্ক ব্যবহার করুন। মুখে মাস্ক মেখে শুকাতে দিন। তারপর গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। আপনার মুখের লোমকূপগুলোকে ছোট দেখাবে এবং ত্বক আরও সতেজ হবে।

এক্সফলিয়েশন

এক্সফলিয়েশন বা স্ক্রাবিং আপনার ত্বককে রাখে মসৃণ এবং ব্ল্যাকহেডমুক্ত। তবে অতিরিক্ত স্ক্রাব করবেন না। কড়া উপদানে তৈরি স্ক্রাব এড়িয়ে চলুন। এএইচএ (যেমন গ্লাইকলিক অ্যাসিড) কিংবা বিএইচএ (যেমন স্যালিসাইলিক অ্যাসিড) যুক্ত রাসায়নিক এক্সফলিয়েন্ট বেছে নিন। এসব আপনার ত্বকের লোমকূপের গভীরে প্রবেশ করবে এবং ত্বকের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই পরিষ্কার করবে। সপ্তাহে এক বা দুই দিন ব্যবহার করে দেখুন আপনার ত্বক কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায়।

ঘরেই তৈরি করুন ব্ল্যাকহেড মাস্ক একটি ডিমের সাদা অংশ ফেটে নিন। তারপর পাতলা একটি আস্তরণ আপনার নাকে লাগান। এবার নাকের ওপর একটি টিস্যু পেপার দিয়ে ডিমের আস্তরণটি ঢেকে দিন। টিস্যুর ওপর আরেক স্তর ডিম লাগান। ২০ মিনিট এভাবে রাখুন। ডিম ও টিস্যু পুরোপুরি শুকানোর পর উঠিয়ে ফেলুন। মুখ ধুয়ে ফেলুন।

বেকিং সোডা স্ক্রাব

বেকিং সোডা ব্ল্যাকহেডের একটি ঘরোয়া উপশম।

জয়নগর মজিলপুর পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাংকের নির্বাচনে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে আসন সমঝোতা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৭ এপ্রিলঃ সামনে ২০২৬ সালে রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন।আর তার আগে সারা রাজ্যে জুড়ে সমবায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বেশিরভাগ জায়গায় শাসক তৃনমূল একক ভাবে ক্ষমতায় আসছে।কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা গেল দেড়শো বছরের প্রাচীন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা এলাকায় ।এই পৌরসভা এলাকার মধ্যে ১১২ বছরের প্রাচীন জয়নগর মজিলপুর পিপলস কো অপরেটিভ ব্যাংক আছে। যেখানে নির্বাচনের খরচ থেকে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে শাসক তৃণমূল ও বিরোধী জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে আসন সমঝোতা হয়ে গেল। এই প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়ে ছিল ২৭ শে এপ্রিল রবিবার। মোট ২৯ টি আসনে নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশিত হয়ে ছিল সরকারি নিয়ম মেনে। কিন্তু সিপিআইএম, বিজেপি,এস ইউ সি আই এই নির্বাচনে কোনো প্রার্থী না দেওয়ায় এবং তৃনমূল ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে আসন সমঝোতা হওয়ায় এখান শেষ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না।জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১৪ টি ওয়ার্ড থেকে ২৭ জন ও উওর দূর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ২ টি আসনে মোট ২৯ জন প্রতিনিধির হাতে এদিন বিজয়ীদের সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয় সমবায় দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে। ২০১৫ সালের পর দীর্ঘ দশ বছর পর এখানে এদিন নির্বাচনের আসন সমঝোতা হলো। মোট ২৯ টি আসনের মধ্যে এখানে ১৬ টি আসনে তৃনমূল কংগ্রেস মনোনীত এবং বাকি ১৩ টি আসনে জাতীয় কংগ্রেসমনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হলেন।এই ব্যাংকের বর্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ৩৬ হাজার। ভোটার সংখ্যা ৬০০৭ জন।এ ব্যাপারে রবিবার নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের সূত্রে জানা গেল, আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে বিজয়ী ২৯ জনের মধ্যে থেকে ১৮ জন ডিরেক্টর নির্বাচিত করা হবে। এবং তার পরে সেই ১৮ জনের মধ্যে থেকে বোর্ড অফ চেয়ারম্যান,বোর্ড অফ সম্পাদক, ক্যাশিয়ার সহ বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব বন্টন করা হবে।এবারে বিজয়ী ২৯ জনের মধ্যে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, গত বোর্ডের চেয়ারম্যান শংকর বোস, সম্পাদক মহাদেব পাল,ক্যাশিয়ার সমীর বৈদ্য সহ একাধিক ব্যাক্তি পুনরায় এবারের বিজয়ীর প্রার্থী তালিকায় আছেন। আর এ দিনের সার্টিফিকেট হাতে নেওয়ার পরে তৃনমূল ও জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের বড় একটা অংকের খরচ বাঁচাতেআমরা নিজেদের মধ্যেই আসন সমঝোতা করে নিই।

'দীঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের আগে ট্রেন বন্ধের সিদ্ধান্ত'

কলকাতা, ২৭ এপ্রিলঃ দীঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের আগে রেলের ট্রেন বন্ধের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ছোট মনের কাজ, অভিযোগ মন্ত্রী অরূপ রায়ের। দীঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধনের আগে ট্রেন বাতিলকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। আগামী ৩০শে এপ্রিল দীঘায় জগন্নাথ ধামের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ২৬শে এপ্রিল থেকে আগামী ৪ঠা মে পর্যন্ত হাওড়া দীঘা হাওড়া ইএমইউ স্পেশাল এবং পাঁশকুড়া দীঘা পাঁশকুড়া ইএমইউ স্পেশাল এই দুটি ট্রেনে বগির অভাব এবং অপারেশনাল সমস্যার কারণে বন্ধ রাখা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেছে। তারা মনে করছে ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করা হয়েছে। এভাবে মানুষকে আটকানো যাবে না। এই বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, এটা অত্যন্ত ছোট মানসিকতার কাজ। ছোট মন ছাড়া এই কাজ হয়না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এটা করা হয়েছে। কারণ যেখানে রেগুলার ট্রেন চলে হাওড়া-দীঘা কিংবা পাঁশকুড়া-দীঘা, সেই ট্রেনগুলো হঠাৎ করে চার তারিখ অবধি বন্ধ হয়ে গেল এমন ঘটনা আমরা অতীতেও দেখেছি। অতীতেও আমাদের ট্রেন দেওয়া হয়নি। ট্রেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এইভাবে আমাদের আটকাতে পারবেনা। দীঘাতে ওইদিন লক্ষাদিক মানুষের রেকর্ড ভিড় হবে। একটা ইতিহাস সৃষ্টি হবে।

Name Change

I, Amar Kumar Basak (old name) son of Late Haripada Basak, residing at 9B, Jadu Mitra Lane, Kolkata- 700004, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Amar Basak (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit No. 564 dated 03/04/2025. Amar Kumar Basak (old name) and Amar Basak (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, ANUP SHAW (Old Name) S/O LAKSHMAN SHAW Residing at 9/2 Sebak Baidya Street, P.s - Rabindra Sarobar, District - Kolkata, Pin - 700029, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANUP KUMAR SHAW (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 25-04-2025. ANUP SHAW (Old Name) and ANUP KUMAR SHAW (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, MANIRUL ISLAM (Old Name) S/O MATIYAR RAHMAN KHAN Residing at Champabar, P.s - Shyampur, District - Howrah, Pin - 711312, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MANIRUL ISLAM KHAN (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 25-04-2025. MANIRUL ISLAM (Old Name) and MANIRUL ISLAM KHAN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, UTTAM KARMOKAR (Old Name) S/O DINABANDHU KARMAKAR Residing at 6/1974 Gayeshpur, P.S. - Kalyani, District - Nadia, Pin - 741234, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as UTTAM KARMAKAR (New Name) as declared before the Judicial Magistrate 1st Class at Kalyani, Nadia vide affidavit dated 21-07-2022. UTTAM KARMOKAR (Old Name) and UTTAM KARMAKAR (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SUJATA KARMOKAR (Old Name) W/O UTTAM KARMAKAR Residing at 6/1974 Gayeshpur, P.S. - Kalyani, District - Nadia, Pin - 741234, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SUJATA KARMAKAR (New Name) as declared before the Judicial Magistrate 1st Class at Kalyani, Nadia vide affidavit dated 21-07-2022. SUJATA KARMOKAR (Old Name) and SUJATA KARMAKAR (New Name) both are same and identical person.

কাঠের চিরুনির দাঁতের তীক্ষ্ণতা সাধারণত প্লাস্টিকের চিরুনির তুলনায় অনেকটাই কম হয়ে থাকে

চুল আঁচড়াতে কাঠের চিরুনি ব্যবহার করেন অনেকে। মিসর, চীন, জাপানসহ বেশ কিছু প্রাচীন সভ্যতায় কাঠের চিরুনি ব্যবহার ছিল। এখন অনেক অনলাইন উদ্যোক্তা কাজ করছেন কাঠের চিরুনি নিয়ে।

কথা হচ্ছিল 'দীঘল'-এর স্বত্বাধিকারী নিশাত মেহেদীর সঙ্গে। কাঠের চিরুনি নিয়ে কাজ করেন তারা। বলছিলেন, প্রাকৃতিক ও পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ থেকেই কাঠের চিরুনি বেছে নিচ্ছেন অনেকে। 'চুলের ধরন অনুযায়ী চিরুনি নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সঠিক চিরুনি ব্যবহার না করলে চুল ও মাথার ত্বকে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। কাঠের চিরুনির দাঁতের তীক্ষ্ণতা সাধারণত প্লাস্টিকের চিরুনির তুলনায় অনেকটাই কম হয়ে থাকে। ফলে কাঠের চিরুনি ব্যবহারে মাথার ত্বকে ক্ষত তৈরি হওয়ার আশঙ্কা অনেকটা হ্রাস পায়। বিশেষ করে যাঁদের মাথার ত্বক সংবেদনশীল, তাঁদের জন্য কাঠের চিরুনি ব্যবহার অনেক বেশি উপকারী।' চুলের সঠিক যত্নে কাঠের চিরুনি ব্যবহার করার বেশ কিছু উপকারিতা রয়েছে।

চুলে ক্ষতির আশঙ্কা কমে

প্লাস্টিকের চিরুনি ব্যবহারের ফলে চিরুনিতে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় যা দিয়ে চুল আঁচড়ালে অনেক সময় চুল রুক্ষ হতে পারে। কাঠের চিরুনি স্থির বিদ্যুৎ তৈরি করে না, তাই চুল দেখতেও রুক্ষ মনে হয় না। সহজে জট ছাড়ানো যায় ও চুলের ভেঙে পড়া কমে কাঠের চিরুনি দিয়ে খুব সহজে মসৃণভাবে চুল আঁচড়ানো যায়, ফলে ঘর্ষণ কম হয়।

চুল ভেঙে পড়া ও চুলের ডগা ফাটার আশঙ্কাও কমে যায়। লম্বা ও ঘন চুলের জন্য প্রশস্ত দাঁতের কাঠের চিরুনি ব্যবহার করা ভালো।

রক্ত সঞ্চালন বাড়ে ও মাথার ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো থাকে

কাঠের চিরুনির ভোঁতা ও মসৃণ দাঁত মাথার ত্বকে হালকাভাবে ম্যাসাজের অনুভূতি দেয়, যা মাথার ত্বক বা স্ক্যাল্পে রক্তপ্রবাহ বাড়ায় এবং চুলের গোড়ায় অক্সিজেন পৌঁছাতে সাহায্য করে। এতে চুল দ্রুত বেড়ে ওঠে ও মাথায় খুশকি থাকলে তা কমে যায়।

প্রাকৃতিক তেলের সুষম বণ্টন

আমাদের মাথার ত্বক থেকে প্রাকৃতিকভাবেই একধরনের তেল (সিরাম) নিঃসৃত হয়। কাঠের চিরুনি সিরামকে চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। এতে চুল উজ্জ্বল দেখায় এবং অতিরিক্ত তেলতেলে ভাব কমে যায়।

কাঠের চিরুনি প্লাস্টিকের তুলনায় পরিবেশবান্ধব ও টেকসই হওয়ায় এটি পরিবেশের জন্যও ভালো। নিম কাঠের চিরুনির ব্যবহার খুশকি ও মাথার ত্বকের জ্বালাপোড়া কমাতে সাহায্য করতে পারে।

এ ছাড়া চুল আঁচড়াতে এখন অনেকেই চন্দন কাঠের চিরুনিও বেছে নিচ্ছেন।

লিপবামের ব্যবহারে ঠোঁট গোলাপি করা যায়

ওপরের ঠোঁট কালো আর নিচেরটা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হওয়ার সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। সমাধানও খোঁজেন অনেকে। তবে কৃত্রিম উপায়ে যেতে না চাইলে প্রাকৃতিকভাবেই ঠোঁটের রং গোলাপি করা সম্ভব। ঘরে বসেই ঠোঁটে গোলাপি ভাব আনতে একটু বাড়তি যত্নের দরকার। চিনি ও মধু দিয়ে তৈরি স্ক্রাব, মৃত ত্বকের কোষ এক্সফোলিয়েট করা, তেল বা লিপবাম দিয়ে ময়েশ্চারাইজ করা, বিশেষ করে এসপিএফ-যুক্ত লিপবামের ব্যবহারে ঠোঁট গোলাপি করা যায়। তবে শরীরের অন্য অংশের তুলনায় ঠোঁটের চারপাশের ত্বক বেশ সংবেদনশীল। তাই ঠোঁটের যত্ন নিতে হবে আলতোভাবে।

মধু আর লেবুতে

প্রাকৃতিক এই দুই উপকরণ ঠোঁটের জন্য আদর্শ জুটি। ঠোঁটের কালচে ভাব কমাতে লেবু প্রাকৃতিক ব্লিচিং হিসেবে বেশ ভালো কাজ করে। মধু দেবে আর্দ্রতা। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে ঠোঁটের ওপর লাগিয়ে রাখুন। মিশ্রণটি খুব পাতলা হবে না, আবার অনেক ঘনও হওয়া চলবে না। ঠোঁটে লাগানোর ১০-১৫ মিনিট পর কুসুম গরম জলেতে ধুয়ে ফেলুন। কয়েক দিন ব্যবহারে উপকার পাবেন।

বিটরুটের রস

বিটরুট বদলে দিতে পারে আপনার ঠোঁটের রং। বিটরুটে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক লাল রঞ্জক পদার্থ থাকে, যেটা আপনার ঠোঁটে সুন্দর গোলাপি আভা এনে দিতে পারে। ঠোঁটে তাজা বিটরুটের রস লাগিয়ে ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর ধুয়ে ফেলুন। আর্দ্রতার জন্য বিটরুটের রসের সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে নিন। ইতিবাচক ফলের জন্য সপ্তাহে কয়েকবার ব্যবহার করুন।

দুধে-হলুদে

ত্বকের রং উজ্জ্বল করার জন্য হলুদ খুব ভালো উপকরণ। কয়েক ফোঁটা দুধের সঙ্গে এক চিমটি হলুদ মিশিয়ে নিন। এবার সেটা ৫ মিনিটের জন্য ঠোঁটে লাগিয়ে রাখুন। শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেলুন।

আলোয় চাকার গুনীজন সংবর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২৭ এপ্রিল ঃ আলোর চাকা সামাজিক সহৃদয় সংস্থা, জনহিতকর কাজ, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং সাংস্কৃতিক চর্চা ওনাদের মূল কাজ। তিন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংবর্ধনা দিল আলোর চাকা। উত্তর কলকাতার রামমোহন হলে এই অনুষ্ঠানটি হয়। শুরুতেই তিন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এনারা হলেন গোরা দত্ত প্রিন্সিপাল জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউট, ডাঃ সুশান্ত কুমার রায় চেয়ারম্যান আনন্দলোক ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং এডুকেশন, সংঘমিত্রা চক্রবর্তী ডাইরেক্টর ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আলোর চাকা থেকে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সমবেত সংগীত, দ্বৈত সংগীত, একক সংগীত, নৃত্য পরিবেশন এবং আবৃত্তি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা অভ্রনীলা দাস, সভাপতি ড. ইন্দ্রনীল দাস সবাইকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক অপূর্ব দাস।

জলপাইগুড়ির বাজারে সস্তায় ইলিশ পেয়ে চওড়া হাসি ক্রেতাদের মুখে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল ঃ অসময়ে জলের মতো সস্তা রুপালি শস্য! তাই বাঙালির পাতে এখন রোজকার পদ হিসেবে থাকতেই পারে ইলিশের হরেক রকম পদ। জলপাইগুড়ি বাজারে সস্তায় দেদার বিকোচ্ছে ইলিশ! মায়ানমার থেকে আসা মাছেই জমজমাট কেনাকাটা ভোজন রসিক বাঙালির। বর্ষা না এলেও বাজার জুড়ে ইলিশের ঘ্রাণ ম ম করছে। বর্ষার আগে এমন ইলিশ! দামও তুলনামূলকভাবে কম! তাই জলপাইগুড়ি বাজারে এখন ইলিশ কেনার হিড়িক পড়েছে। বাজারে ঢুকলেই চোখে পড়ছে একটাই ছবি-ইলিশ হাতে নিয়ে দরদাম করছেন ক্রেতারা। জানা যাচ্ছে, এই ইলিশ কিন্তু ডায়মন্ড হারবার বা বাংলাদেশের নয়। এসেছে মায়ানমার থেকে। বর্ষা এখনও না এলেও, তার আগেই বাজার দখল করে ফেলেছে এই বিদেশি ইলিশ। প্রতি কেজির দাম ৭০০ টাকা থেকে শুরু হয়ে, গুণমান অনুযায়ী কোথাও কোথাও ১০০০ টাকাও ছুয়েছে। ক্রেতারা বলছেন, দাম অনেকটাই কম, স্বাদও খারাপ না। মাছ বড়োও হচ্ছে বেশ। এই দামে এখন ইলিশ পাওয়াই সৌভাগ্যের বিষয়। অন্যদিকে, মাছ বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, এই মায়ানমারের ইলিশ এখন বাজারে ভালো চলেছে। বাংলা নববর্ষের আবহে এই মাছ ঘিরে তৈরি হয়েছে এক বিশেষ চাহিদা। যদিও মায়ানমারের ইলিশের স্বাদ ও গন্ধ নিয়ে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও, দাম কম থাকায় আপাতত বেশ জনপ্রিয়। বর্ষা আসার আগে বাজারে এতটা ইলিশ সচরাচর দেখা যায় না। তবে এবার সেই ট্রেন্ড ভেঙে, অনেকটাই আগেভাগে ইলিশের আমেজ পেয়ে উচ্ছ্বসিত ক্রেতারা। ক্রেতা-বিক্রেতা দুইয়ের মুখেই বেশ হাসি ফুটেছে। জলপাইগুড়ির বাজারে এই বিদেশি ইলিশই এখন আলোচনার কেন্দ্রে। ইলিশপ্রেমীদের কাছে এ যেন এক অকালবোধন-স্বাদ, দাম আর চমক, সব কিছু একসঙ্গে!

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে শুরু হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স

দুরন্ত বার্তা, জলপাহগুড়ি, ২৭ এপ্রিল ঃ ৪২০ জন পরীক্ষার্থীকে নিয়ে জলপাইগুড়ি গভর্মেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শুরু হলো ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স ২০২৫। রবিবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে দুপুর একটা থেকে শুরু হয়েছে এই পরীক্ষা, এবারের পরীক্ষায় জলপাইগুড়ি গভর্মেঃট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সেনটারে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। মোট ৪২০ জন পরীক্ষার্থী।বলে জানালেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কেয়ার টেকার দিলীপ রায়। অপরদিকে পরীক্ষা প্রসঙ্গে সেন্টার ইনচার্জ আদিত্য কুমার সামন্ত জানান, জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার যা যা নিয়ম রয়েছে সেই গুলো সম্পূর্ণ ভাবে পালন করে আজকে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে।

ফটিকরায়ের সায়দাছড়া এডিসি ভিলেজ বহুবিধ সমস্যায়, উদাসীন প্রশাসন

কুমারঘাট (ত্রিপুরা), ২৭ এপ্রিল ঃ রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যু সহ আরও বহুবিধ সমস্যায় দিন কাটছে ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভার সায়দাছ।। এডিসি ভিলেজের রবীঃদ্র দেববর্মা পা।।র বাসিঃদাদের। সমস্যা নিরসনে নির্বিকার প্রশাসন। পানীয়জল, রাস্তাঘাট, বিদ্যু সহ আরও বহুবিধ সমস্যায় দিন কাটছে সায়দাছ।। এডিসি ভিলেজের রবীঃদ্র দেববর্মা পা।। এলাকার তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিঃদাদের। গ্রামে পাম্প মেশিন বসানো হলেও তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে অকেজো জলের পাম্প মেশিন। গ্রামের অনেকেই এখনও পাননি সরকারি ঘরের সুবিধা। এই গ্রামের সমস্যা নিরসনে উদাসীন প্রশাসন। ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভা এলাকায় রয়েছে এই সায়দাছ।। এডিসি গ্রাম। প্রায় কু।।টিরও বেশি পরিবারের বসবাস এই গ্রামের তিন নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। প্রশাসনিক উদাসীনতায় গ্রামের রবীঃদ্র দেববর্মা পা।। এলাকার বাসিঃদাদের দূর্ভোগের অন্ত নেই। গ্রামের বাসিঃদা নবকুমার দেববর্মা অভিযোগের সুরে জানান, গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই সরকারিভাবে নেই পানীয় জলের কোন ব্যাবস্থা। তিন বছর আগে একটি মিনি পাম্প মেশিন বসানো হয়েছিল গ্রামে। কিন্তু পাম্প চালু হওয়ার মাত্র দু'মাস পরিষেবা পাওয়া যায়। সেটিও বর্তমানে অকেজো হয়ে ঢেকে গিয়েছে আগাছায়। অবশ্য এই পাম্প থেকে যে জল দেওয়া হত তাও ছিল আয়রনে ভরা। তিনি অভিযোগ করেন, জলের পাম্প সারাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়েও কাজ হয়নি কিছুই। শুধু তাই নয়, গ্রামে যাতায়াতের জন্য তাদের নেই ভাল রাস্তা। উপযুক্ত রাস্তার অভাবে গ্রামে আসে না গা।ি ফলে রোগীদের কাঁধে চাপিয়ে গ্রাম থেকে বের করতে হয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। গ্রামের অনেকেই এখনো পাননি সরকারিভাবে দেওয়া ঘরের সুবিধা। ফলে ভাঙা ঘরেই দিন কাটছে অনেক পরিবারের। এদিকে গ্রামের অপর এক বাসিঃদা ননিয়া দেববর্মাও জানালেন তাদের করুন অবস্থার কথা। তিনি জানিয়েছেন, গ্রামে সরকারিভাবে জলের কোন ব্যাবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে নিজেরাই গ্রামে খনন করেছেন কাঁচা কুয়ো। আর এর জলেই জীবনধারণ করতে হচ্ছে তাদেরকে। তিনি জানান, কুয়োতে প্রায়শই সাপ ব্যাঙ সহ বিভিন্ন পোকা মাক। পা। নষ্ট হয়ে যায় জল। ফলে কিছুদিন পর পরই সম্পূর্ণ জল তুলে ফেলতে হয় কুয়ো থেকে।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের বোর্ড ৭,৫০০ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে

মুম্বাই, এপ্রিল ঃ আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ আজ অনুষ্ঠিত তাদের মীটিংয়ে বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধি বিনিয়োগকারী ওয়ারবার্গ পিনকাস এলএলসির একটি অনুমোদিত কোম্পানি কারেন্ট সি ইনভেস্টমেন্টস বি.ভি.-কে প্রায় ৪,৮৭৬ কোটি মূল্যের ইকুইটি মূলধন (সিসিপিএস) এবং আবুধাবি বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষের (এডিআইএ) সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা প্ল্যাটিনাম ইনভিক্টাস বি ২০২৫ আরএসসি লিমিটেডকে প্রায় ২,৬২৪ কোটি মূল্যের ইক্যুইটি মূলধন (সিসিপিএস) অনুমোদন করেছে, যা এর বেসরকারি ইক্যুইটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত। প্রস্তাবিত ইস্যুগুলি শেয়ারহোল্ডার এবং নিয়ন্ত্রক অনুমোদনের সাপেক্ষে। গত ছয় বছরে, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক একটি অবকাঠামো-কেন্দ্রিক ডিএফআই হিসেবে তার ঐতিহ্য থেকে একটি আধুনিক, প্রযুক্তি-চালিত, ইউনিভার্সাল ব্যাংকে পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায়, এটি ভারতের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক হয়ে ওঠার জন্য বিতরণ, প্রযুক্তি এবং প্রতিভার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিনিযোগ করেছে।এই সময়ের মধ্যে, আমানত ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ঋণ এবং অগ্রিম দ্বিগুণ হয়েছে এবং CASA অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে ৮.৭ থেকে ৪৭.৭ এ উন্নীত হয়েছে। পাট আর্থিক বছর ২০১৯ সালে ১,৯৪৪ কোটি লোকসান থেকে আর্থিক বছর ২০২৪ সালে ২.৯৫৭ কোটি মুনাফায় উন্নীত হয়েছে। তবে, ক্ষুদ্রঋণে ইন্ডাস্ট্রি-ব্যাপী চ্যালেঞ্জের কারণে আর্থিক বছর ২০২৫-এর ৯ মাসে মুনাফা হ্রাস পেয়েছে, যা ব্যাংকটি ভালোভাবে মোকাবেলা করেছে। এই তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে, সামগ্রিক মূলধন পর্যাপ্ততা ১৬.১ থেকে ১৮.৯ এ বৃদ্ধি পাবে (সিইটি -১ অনুপাত ১৬.৫, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে ব্যাংকের মূলধন অবস্থানের উপর গণনা করা হয়েছে), যা ব্যাংকের ব্যালেন্স শিটকে শক্তিশালী করবে এবং এটিকে শক্তিশালী এবং স্বনির্ভর লাভজনক প্রবৃদ্ধির জন্য স্থাপন করবে।আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও কর্মকর্তা শ্রী ভি বৈদ্যনাথন বলেন, প্রথম দিন থেকেই আমরা ভারতে একটি বিশ্বমানের ব্যাংক গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে ব্যাংকের ভিত্তি তৈরি করেছি। আমরা গ্রাহকদের প্রতি সহানুভূতির সংস্কৃতি গড়ে তুলছি এবং সর্বোচ্চ স্তরের গ্রাহক পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং অত্যাধুনিক পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রাখছি। ব্যাংকটি দৃঢ়ভাবে লাভের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে, যেখানে আমাদের আয় বৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে ওপেক্স প্রবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার ফলে অপারেটিং লিভারেজ উন্নত হবে। আমরা আশা করি বিনিয়োগের পর্যায়ে থাকা অনেক ব্যবসা স্কেল সহ লাভজনক হয়ে উঠবে।ওয়ারবার্গ পিনকাসকে ফিরে পাওয়া এবং এডিআইএ-এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারিকে আমাদের শেয়ারহোল্ডার হিসেবে স্বাগত জানানো আমাদের জন্য খুবই আনন্দের। আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্য প্রবৃদ্ধির পরিকল্পনার উপর বিশ্বাস রাখার জন্য এবং অস্থির বৈশ্বিক পরিস্থিতিতেও আমাদের উপর বিনিয়োগ করার জন্য আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমরা বিশ্বাস করি যে গ্রাহকদের দ্বারা প্রিয় এবং শক্তিশালী ইউনিট অর্থনীতি দ্বারা সমর্থিত একটি শক্তিশালী, সম্মানিত ফ্র্যাঞ্চাইজি তৈরি করেই আমরা আমাদের স্টেকহোল্ডারদের দীর্ঘমেয়াদী রিটার্ন প্রদান করব।

১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়িতে ডিপার্টমেন্ট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স এর অভিযান। প্রায় ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার ৭ ঘন্টা ধরে চলা অভিযানে। শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত তিরঙ্গা মোড়ের শ্যামবাবু প্রসাদকে গ্রেপ্তার করল ডিপার্টমেন্ট অফ রেভিনিউ ইংটেলিজেন্স। তোলা হলো শিলিগুড়ি আদালতে। মাটি গাড়ায় তার বাড়ি এবং শিলিগুড়ির তার দুটি অফিসে চলে অভিযান। বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ছিল তার হেফাজতে। নেপাল থেকে এই বিদেশী মুদ্রা বেআইনিভাবে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন তিনি বলেই অভিযোগ ডিনার আইয়ের।

ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন বাতিল

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল, ঃ ২৬.০৪.২০২৫ থেকে ০৪.০৫.২০২৫ পর্যন্ত চলাচলের জন্য ০৮১১৩০৮১১৪ হাওড়া-দিঘা-হাওড়া ইএমইউ স্পেশাল এবং ০৮১১৫০৮১১৬ পাঁশকুড়া-দিঘা-পাঁশকুড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা, যা পরবর্তী পরামর্শ না দেওয়া পর্যন্ত তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হয়েছে, কারণ রেকের অভাব এবং পরিচালনার সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

কোচবিহারে উদ্ধার মর্টার সেল

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল ঃ কোচবিহারে উদ্ধার হল মর্টার সেল। রবিবার কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধা পাথরের বেডে একটি মর্টার দেখতে পাওয়া যায়। পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে খবর দেয় স্থানীয়রা। জানা গেছে, মর্টারের সেল প।ে থাকতে দেখে আতঙ্ক ছড়ায় মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ির হেলাপাকরি মোড় সংলগ্ন এলাকায়। প্রসঙ্গত, বিগত বেশ কয়েক মাস ধরে কোচবিহারের একাধিক জায়গায় মর্টার সেল উদ্ধার হয়েছে। চলতি মাসেই মালবাজার থেকে একইভাবে মর্টার উদ্ধার হয়েছিল।

তেলিয়ামুড়ায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

তেলিয়ামু।। (ত্রিপুরা), ২৭ এপ্রিল ঃ খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত শান্তিনগর গ্রামে এক গৃহবধুর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ গ্রেফতার করেছে মৃতার স্বামীকে। শনিবার সন্ধ্যা রাতে ওই গৃহবধর অগ্নদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়। তারপরই শুরু হয় জল্পনা। মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, ওই গৃহবধূকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। রবিবার পুলিশ এবং ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ননদ আর শ্বশুর মিলে আমার মেয়েকে মেরে ফেলেছে। অন্য মহিলার সঙ্গে তন্ময়ের পরকীয়ার কোন না কোন সম্পর্ক আছে। আর সে কারণেই আমার মেয়েকে মেরে ফেলেছে। তাছাড়া আমার মেয়ে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ১৫-২০ মিনিট আগে আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল শশুর।

কল আছে কিন্তু জল নেই ! গ্রামে দীর্ঘ দু'মাস ধরে পিএইচই'র জল সরবরাহ বন্ধ

দুরন্ত বার্তা, নাজিরপুর, ২৭ এপ্রিল ঃ কল আছে কিন্তু জল নেই ! গ্রামে দীর্ঘ দু'মাস ধরে পিএইচই'র জল সরবরাহ বন্ধ। মাঠ থেকে স্যালো মেশিনের জল এনে খেতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। সমস্যা সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। বৈশাখের গরমে পানীয় জল সংকটে চরম সমস্যায় হরিশ্চঃদ্রপুর ১ ব্লকের মহেঃদ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাজিরপুর গ্রামের মানুষ। তাই রবিবার সকালে জলের দাবিতে গ্রামের রাস্তায় নেমে খালি বালতি হাতে নিয়ে বিক্ষোভে শামিল হলেন এলাকাবাসী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দেড় বছর আগে ভিঙ্গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈরাট জল সরবরাহ প্রকল্পটি চালু হয়। সেই প্রকল্প থেকে নাজিরপুর গ্রামের মানুষ জল পাচ্ছিলেন। আট মাস ধরে জল পেয়েছেন। এরপর দীর্ঘ দু'মাস ধরে আর জল পাচ্ছেন না। অন্যান্য গ্রামে জল সরবরাহ হলেও এই গ্রামের মানুষ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। পিএইচই দপ্তর থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়টি একাধিকবার জানানো হলেও কোনও হেলদোল নেই প্রশাসনের। বাসিন্দাদের অভিযোগ,বাড়ি বাড়ি প্রকল্পের পাইপ লাইনের সংযোগ থাকলেও দীর্ঘ দুই মাস ধরে বাড়িতে জল আসে না। সরকারি নলকূপে আয়রণ বেশি থাকার কারণে জলপান করার উপযোগী নয়। ঠিকভাবে উঠে না। আর সেই আয়রন যুক্ত জল খাওয়ার উপযুক্ত নয়। আরেক বাসিন্দা নাসিমা পারভিন বলেন, আমার বাড়িতে এখনও ট্যাপ

নিজের বাড়ির ট্যাপে জল না পাওয়ায় হাফ কিলোমিটার দূরে স্যালো মেশিনের জল এনে খেতে হয়।স্থানীয় বাসিন্দা তফিজুল ইসলাম বলেন, গ্রামে ১৬০ টি পরিবার রয়েছে। ১০০ টি পরিবারে ট্যাপ কল কানেকশন হয়েছে। বাকি ৬০ টি পরিবারে এখনও কানেকশন হয়নি। দুই মাস ধরে জল বন্ধ রয়েছে। গ্রামে চারটি নলকূপ থাকলেও জল কল কানেকশন হয়নি। মাঠ থেকে স্যালো মেশিনের জল এনে খেতে হচ্ছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল হাইয়ুম বলেন, প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও কেউই গুরুত্ব দিচ্ছেন না। পিএইচই'র চাঁচল মহকুমার সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সুমিত ঘোষ বলেন, কি কারণে জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখছি।

বালুরঘাট হাই স্কুলের পুরাতন মাঠে ফিতে কেটে শুরু হলো 'আফ্রিকান টারজান সার্কাস'

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৭ এপ্রিল ঃ প্রায় দুই দশক পর বালুরঘাট শহরে এলো সার্কাস। এককালের সংস্কৃতিপ্রেমী শহরের মানুষ যেন নতুন করে ফিরে পেলেন সেই পুরোনো আমেজ। ২৫শে এপ্রিল সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বালুরঘাটের বিডিও সম্বল ঝাঁ ও বালুরঘাট পৌরসভার পৌরাধ্যক্ষ পরিষদের সদস্য বিপুল কান্তি ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বালুরঘাট হাই স্কুলের পুরাতন মাঠে ফিতে কেটে শুরু হলো 'আফ্রিকান টারজান সার্কাস'। জানা গিয়েছে, প্রায় এক মাস ধরে চলবে সার্কাস প্রদর্শনী। প্রথাগত সার্কাসের চেনা দৃশ্য থেকে কিছুটা আলাদা হলেও বিনোদনের দিক থেকে পিছিয়ে নেই হাতি ঘোড়া বিহীন এই সার্কাস। পশুপাখি ছাড়াই সম্পূর্ণ মানবকেন্দ্রিক এই প্রদর্শনীতে জিমন্যাস্টিক, জাগলিং, রিং খেলা, ব্যালান্সিং, বাইক স্টান্ট এবং এয়ার

রাইফেল খেলায় সার্কাস শিল্পীদের দক্ষতায় মুগ্ধ দর্শক। প্রত্যেকটি পরিবেশনায় রয়েছে নিপুণতা ও সাহসিকতার নিদর্শন। বালুরঘাটে দীর্ঘ সময় পর সার্কাস আসায়, শিশুদের আনন্দের পাশাপাশি, বয়স্ক দর্শকদের মনে ফিরে আসছে সেই হারিয়ে যাওয়া শৈশব। আফ্রিকান টারজান সার্কাসের ম্যানেজার মোল্লা সাদেক রহমান জানান, প্রতিদিন তিনটি করে শো হবে। একমাস ব্যাপী চলবে প্রদর্শনী। তবে বর্তমানে তার কাছে হাতি ঘোড়া না থাকায়, শিশুদের কাছে বাঘ সিংহ হাতি ঘোড়ার সার্কাস শুধুমাত্র গল্পকথা। পশুপাখি না থাকায় সার্কাসের জৌলুস কমেছে। ফলে সার্কাস শিল্পী ও তাদের পরিবার আর্থিক দুর অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এমত অবস্থায় সার্কাস কে বাঁচিয়ে রাখতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আর্থিক সহযোগিতার আর্জি জানান তিনি। বাইট - মোল্লা সাদেক রহমান, ম্যানেজার, আফ্রিকান টারজান সার্কাস।

পাথর ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন, ছিনতাই টাকা

রামপুরহাট, ২৭ এপ্রিল ঃ পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হল পাথর ব্যবসায়ীকে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট থানার নিরিশা গ্রামে। নিহত পাথর ব্যবসায়ীর নাম সুদীপ বাস্কে (২৮)। বাড়ি একই থানার সুলুঙ্গা গ্রামে। স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের মাসরা অঞ্চল মূলত পাথর শিল্পাঞ্চল হিসাবে পরিচিত। ওই পাথর শিল্পাঞ্চলে প্রতি সপ্তাহের রবিবার শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। সেই মতো রবিবার বেলা ১১ টার দিকে নিরিশা গ্রামের পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে কর্মীদের পারিশ্রমিক দিচ্ছিলেন সুদীপ। সে সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র হাতে মোটরবাইক থেকে নেমে শ্রমিকদের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিতে থাকে। একইভাবে সুদীপের ব্যাগ ছিনিয়ে নিতে গেলে দুষ্কৃতীরা খুব কাছ থেকে তাকে পর পর দুটি গুলি করে। একটি গুলি বুক লাগে। অন্যটি বাম দিকে। ঘটনাস্থলেই টার মৃত্যু হয়। এরপরেই দুষ্কৃতীরা শূন্যে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঝাড়খণ্ডের দিকে পালিয়ে যায়।প্রত্যক্ষদর্শী কালিকুমার ভাণ্ডারী বলেন, আমি পারিশ্রমিক নিয়ে চায়ের দোকানে বসেছিলাম। দেখলাম পাঁচ ছয়জন মোটর বাইক থেকে নেমে ছিনতাই করছে। কি হয়েছে আমি জানতে গেলে আমার কাছ থেকে টাকা এবং মোবাইল কেড়ে নেয় দুস্ক্রীতরা। ওদের প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। ওরা ঝড়খণ্ডের দিকে পালিয়েছে।সুদীপের ব্যবসায়ী পার্টনার মুন্না শেখ বলেন, ঘটনার কিছুক্ষণ আগে একসঙ্গে ছিলাম। তারপর সুদীপ নিরিশার পাম্পে গিয়ে টাকা পেমেন্ট করছিল। তারপরেই খবর পায় তাকে গুলি করেছে। তবে ওকে আগেও খুনের হুমকি দিয়েছিল। পাথর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সিরাজ শেখ বলেন, খবর পেয়ে আমরা এলাকায় যায়। ততক্ষণে সুদীপকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছে যায়। পুলিশের কাছে আমাদের অনুরোধ এলাকার সিসিটিভি দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। এই ঘটনায় আমরাও আতঙ্কিত। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে দুষ্কৃতীরা ঝাড়খণ্ডের দিকে চলে গিয়েছে। কালী ভাণ্ডারীর মোবাইল ট্র্যাক করে পুলিশ দুষ্কৃতীদের ধরার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে দুমকায় পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে জেলা পুলিশ। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

বিধি সেন্টার ফর লিগ্যাল পলিসি ভারতের প্রথম কম্প্রিহেনসিভ ক্রিমিনাল ল ডেটাবেস লঞ্চ করেছে

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল ঃ বিধি সেন্টার ফর লিগ্যাল পলিসি নিউ দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় লঞ্চ করেছে ভারতের প্রথম বিস্তৃত ক্রিমিনাল ল ডেটাবেস - দ্য স্টেট অফ দ্য সিস্টেম (এস.ও.এস)। দ্য স্টেট অফ দ্য সিস্টেম শীর্ষক নামে এই অনুষ্ঠানে ভারতের আইনসভার দৃশ্যপটে শাস্তির অপরাধমুক্তকরণ এবং যৌক্তিকীকরণের জরুরি প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আইনজ্ঞ, নীতিনির্ধারক এবং বিশেষজ্ঞদের একটি বিশিষ্ট প্যানেল একত্রিত করা হয়েছিল। এস.ও.এস ডেটাবেস, যা এখন crimeandpunishment.in -এ লাইভ, এবং এই রিপোর্টে গত ১৭৪ বছরে প্রণীত ৩৭০টি কেন্দ্রীয় আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত প্রতিটি কাজ এবং ভুলের নথি রয়েছে, যা ৪৫ বিষয় জুড়ে বিস্তৃত। এটি ভারতের প্রথম পাবলিক ভান্ডার এবং এর লক্ষ্য নাগরিক, গবেষক এবং নীতিনির্ধারকদের দেশে অপরাধীকরণের পরিধি এবং ব্যাপ্তি সম্পর্কে গভীর ধারণা প্রদান করা। এটি শাস্তির ব্যবস্থাপত্রের অসঙ্গতিগুলি তুলে ধরে এবং অপরাধমুক্তকরণ এবং অপরাধ আইন প্রণয়নের দিকে ভবিষ্যতের প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করার জন্য একটি নীতিগত কাঠামো প্রস্তাব করে। রিপোর্টটি উপস্থাপন করতে গিয়ে, বিধির অপরাধ ও শাস্তি বিভাগের প্রধান, শ্রী নাভিদ মেহমুদ আহমেদ বলেন, জনসাধারণের বিশৃঙ্খলা বা দেশের নিরাপত্তার মতো গুরুতর হুমকি মোকাবেলা করার জন্য তৈরি ক্রিমিনাল ল, ভারতে দৈনন্দিন সামাজিক ও নিয়ন্ত্রক বিষয়গুলিতেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই রিপোর্ট এবং ডাটাবেসের লক্ষ্য হল শাসনের জন্য ক্রিমিনাল ল'এর উপর আমাদের অতিরিক্ত নির্ভরতা তুলে ধরা এবং ছোটখাটো অপরাধকে অপরাধমুক্তকরণ এবং আরও সুষম শাস্তি প্রদানের আহ্বান জানানো। অনুষ্ঠানে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট, সিদ্ধার্থ লুথরা, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ডঃ শমিকা রবি এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন বিচারপতি ভি. রামসুব্রহ্মণ্যম-এর অংশগ্রহণে একটি প্যানেল আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। প্যানেলিস্টরা তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে অতিরিক্ত অপরাধীকরণের বিস্তৃত প্রভাব সম্পর্কে প্রতিফলিত হন নাগরিকদের জীবনযাত্রার সহজতা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সম্মতির বোঝা এবং রাষ্ট্রের সম্পদ বরাদ্দ। কেন্দ্রীয় সরকার যখন জন বিশ্বাস বিল ২.০ পেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার শাস্তির অপরাধমুক্তকরণ এবং যৌক্তিকীকরণের বিধান চিহ্নিত করার জন্য তাদের আইন পর্যালোচনা শুরু করছে, তখন এস.ও.এস. ডেটাবেস চালু করা এই যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত। একটি জীবন্ত সম্পদ হিসাবে, এটি ক্রিমিনাল ল'এর নাগাল সীমিত করার এবং বিশ্বাস-ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য চলমান অপরাধমুক্তকরণ প্রচেষ্টা এবং অন্যান্য নীতিগত হস্তক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে, বিধি অর্থপূর্ণ অংশীদারদের সম্পৃক্ততা সক্ষম করার এবং ন্যায়সঙ্গত এবং দক্ষ উভয়ই একটি আইনি ব্যবস্থা গড়ে তোলায় অবদান রাখার লক্ষ্য রাখে। রিপোর্টের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ বর্তমানে বলব ৮৮২টি কেন্দ্রীয় আইনের মধ্যে ৪২ (৩৭০টি আইন) ক্রিমিনাল প্রভিশন রয়েছে, যা সম্মিলিতভাবে ৭,৩০৫টি কার্যকলাপ এবং ভুলকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। এর মধ্যে রয়েছে ছোটখাটো লঙ্ঘন, যেমন সময়মতো ডকুমেন্ট জমা দিতে ব্যর্থ হওয়া, কুকুরের ব্যায়াম না করা, বা সময়মতো সম্পত্তি কর জমা না দেওয়া, অবৈধ অস্ত্র রাখা, খুন এবং যৌন নির্যাতনের মতো গুরুতর অপরাধ। এই আইনের অধীনে সংজ্ঞায়িত সমস্ত অপরাধের ৭৫ এরও বেশি বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ করে যেমন শিপিং, ট্যাক্সেশন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পৌর প্রশাসন - ক্রিমিনাল জাস্টিসের ঐতিহ্যবাহী ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়গুলি। কর্পোরেট আইনের অধীনে, ৩টি আইন ২৬২টি অপরাধকে চিহ্নিত করে এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তি আইনের অধীনে, ৫টি আইন ৪৪টি অপরাধকে চিহ্নিত করে, যার মধ্যে কোম্পানি এক্ট, ২০১৩-তে ২৪১টি অপরাধ রয়েছে। কর, টোল এবং সেস আইনের অধীনে, ১৮টি আইন ২৬৫টি অপরাধকে চিহ্নিত করে, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় পণ্য ও পরিষেবা কর আইন, ২০১৭-তে ৪৫টি অপরাধ রয়েছে। অপরাধের তীব্রতাঃ ২০০০-এরও বেশি অপরাধের জন্য ৫ বছর বা তার বেশি কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। ৯৮৩টি অপরাধের জন্য বাধ্যতামূলক সর্বনিম্ন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে, যার মধ্যে ১০৬টি অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন ১০ বছর এবং ৪৪টি অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন ২০ বছর কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

বালুরঘাটে পালিত হলো আন্তর্জাতিক পশু চিকিৎসা দিবস

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৮ এপ্রিল ঃ বালুরঘাটে পালিত হলো আন্তর্জাতিক পশু চিকিৎসা দিবস। যদিও ২৭ এপ্রিল, শনিবার ছিল এই বিশেষ দিন, সরকারি ছুটির কারণে উদ্যোক্তারা রবিবার দিবসটি পালন করেন। বালুরঘাট পশু হাসপাতালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন প্রান্তের পশু চিকিসকরা অংশ নেন। উদ্যোক্তাদের দাবি, সারা রাজ্য জুড়ে পশু চিকিৎসকদের সম্মান জানিয়ে এই দিবস উদযাপিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে পশু চিকিৎসায় আধুনিক পদ্ধতি এবং চ্যালেঞ্জ নিয়েও আলোচনা হয়। উপস্থিত চিকিৎসকরা পেশার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং পশু কল্যাণে আরও উদ্যোগী হওয়ার বার্তা দেন। সাতসকালে আবারো বড়সড় দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৫। ।ঘটনাটি ঘটেছে মালবাজার শহরের ফায়ার ব্রিগেডের সামনে। জানা যায় ওদলাবাড়ির পাঁচ বাসিন্দা রবিবার ভোরে বীরপাড়া থেকে ওদলাবাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় মালবাজার শহর ঢুকতেই ফায়ার ব্রিগেডের সামনের টায়ারের ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারে সেই গাড়িটি। দুরন্ত গতিতে থাকা সেই গাড়ি টায়ারে ধাক্কা মারার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং সোজা গিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের গায়ে আবারো ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার ছোট গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। গাড়ির ভেতরে থাকা সেই পাঁচ জন গুরুতর যখন হন যাদের মধ্যে চালকের আঘাত সবচেয়ে গুরুত্ব। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত দের উদ্ধার করে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে তাদের প্রত্যেকের অবস্থাই আশঙ্কা জনক হওয়ায় তাদের শিলিগুড়িতে রেফার করে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে দুর্ঘটনায় ছোট গাড়িতে থাকা থাকা পাঁচজন প্রত্যেকেই ওদলাবাড়ির বাসিন্দা তারা হলেন তাপস দেবনাথ (৪০) ফরিদুল হক, মোহাম্মদ বেলাল(৩৭) মোহাম্মদ আজাবুল হক(৩৮) মোহাম্মদ ইসলাম(৫৫)এবং গুরুতর জখম হওয়া তাপস দেবনাথ পেশায় একজন অ্যাম্বুলেন্স চালক।ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসেন মালবাজার থানার পুলিশ। কিভাবে এরকম বড় দুর্ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখছে মালবাজার থানার পুলিশ।

আগরতলায় জওহর বাল মঞ্চ'র উদ্যোগে শিশু শিবির

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ঃ রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে জওহর বাল মঞ্চ এর উদ্যোগে শিশু শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরে সংগঠনের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। জওহর বাল মঞ্চ হল ৭ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য গঠিত একটি সংগঠন। এই সংগঠনের নামকরণ করা হয়েছে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সম্মানে। জওহরলাল নেহের ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, প্রশাসক, রাজনীতিবিদ এবং আদর্শ। সর্বোপরি তিনি শিশুদের একজন মহান প্রেমিক ছিলেন। জওহর বাল মঞ্চের পক্ষ থেকে রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে রাজ্য স্তরের শিশু শিবিরের আয়োজন করে। ি

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/005/2025-2026/R
Name of work : **Desilting of surface drain at Tikiapara, Chinapara, Khansama & Lidipara etc. N/H/NO. P-106, P-91/A, P-81, P-125, P-142, P-31, P-228, etc. in Ward No.135, Br.-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.4,93,354.34.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **120 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/078/2024-2025/D
Name of work : **Construction of drainage system and C.C. Passage at Z-3/23/1, Nadial Village Road in Ward No.141 U/O KMC, Br.-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.4,99,695.14.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/079/2024-2025/D
Name of work : **Construction of drainage system and C.C. Passage at Z-3/34/1C Dr. A.K. Road Bye Lane in Ward No.141, U/O KMC, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.2,87,738.44.** Earnest Money : **Rs.5,800.00.** Period of Completion : **180 Days (for Sl.No.2 & 3).** Last Date and Time of submission of Bid : **13.05.2025 at 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).** Date of opening of tender : **15.05.2025 at 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **30.04.2025 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).**

4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/006/2025-2026/R
Name of work : **Removal of Silt & Slush from Surface drain and sewer line at Bollam Tola Lane near Premises No.N141,N157, N171 etc. in Ward No.133, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.2,99,069.59.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/005/2025-2026/R
Name of work : **Removal of Silt from Nikashi Drain with Ancillary Works at Santoshpur Road, Umesh Neogy Road, Dewan Bagan, Shimpukur Lane etc. in Ward No.136, under Br.-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.2,93,832.05.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/004/2025-2026/R
Name of work : **Desilting of S.A. Farooquei Road Nikashi Drain from Holding No.S-149, S-151, R-188, R-154, R-141 to R-89 etc. in Ward No.137 under Br.-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.2,97,235.31.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/005/2025-2026/R
Name of work : **Desilting of Cotton Mill Lane Nikashi Drain from H/No.S-50, S-52, S-40, S-29, S-28 to R-175 etc. in Ward No.137 under Br.-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.2,98,717.95.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

8. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/004/2025-2026/R
Name of work : **Desilting of surface drain at Mudialy Road, Rameshwarpur Road etc. N/H/No.P-64/1 to P-155, P1 to P-213, P-177 to P-310 etc. in Ward No.135, Br.-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.4,92,871.01.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **120 Days (for Sl.No.4 to 8).**

9. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/006/2025-2026/R
Name of work : **Repairing of drainage system at Dr. A.K. Road Bye Lane near Pr.Nos.Z-3/119/3C, Z-3/115/B, etc. in Ward No.141, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.2,98,125.03.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **180 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **10.05.2025 at 11 a.m. (for Sl.No.4 to 9).** Date of opening of tender : **13.05.2025 at 11 a.m. (for Sl.No.4 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **29.04.2025 at 5 p.m. (for Sl.No. 4 to 9).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 9).**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/004/25-26
Name of work : **Improvement of road by laying Hot-Mix at Dakshin Khudiram Pally near Pre.No.53 in Ward No.126.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.4,30,954.07.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.**

2. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/006/25-26
Name of work : **Dev. of Road by laying Hot-Mix at Middirchak near Pre.No.145/5 in Ward No.142.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,94,338.50.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

3. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/005/25-26
Name of work : **Restoration of C.C. Road at Hati Para near Pre.No.60 in Ward No.142.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.4,87,564.64.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No.1 to 3).** Last Date and Time of submission of Bid : **10.05.2025 at 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The Tender will be opened on **13.05.2025 at 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **02.05.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

122/ 25-26

পহেলগাঁওয়ের ঘটনার আঁচ খেলার মাঠে, পাকিস্তানকে বয়কট ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিলঃ কয়েকদিন আগে পহেলগাঁওয়ে নির্মমভাবে ২৬ জন পর্যটককে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। এই ঘটনার আঁচ এ বার খেলার মাঠেও। পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার মাঠে কোনও সাক্ষাৎ নয়, কড়া বার্তা ভারতের। পাকিস্তানের সঙ্গে এ বার ভলিবল টুর্নামেন্ট খেলতে নারাজ পরিষ্কার করে দিল ভারত। পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার পর ভারতীয় ভলিবল দল সরে দাঁড়াল সেন্ট্রাল এশিয়ান ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে। আগামী ২৮ মে- ৪ জুন পর্যন্ত এই সেন্ট্রাল এশিয়ান ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ হওয়ার কথা। টুর্নামেন্ট শুরু হতে হাতে এখনও দিন ত্রিশের মতো বাকি। তার ১ মাস আগেই সরে দাঁড়াল ভারত। চমকপ্রদ তথ্য, টুর্নামেন্টে প্রথম অংশগ্রহণকারী দল হিসেবে নাম নথিভুক্ত করেছিল ভারতই। এই টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা, ইসলামাবাদের লিয়াকত জিমন্যাশিয়ামে। ভারত ছাড়াও বাকি দল আয়োজক পাকিস্তান, ইরান, কিরঘিজস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। গত বছর কূটনৈতিক কারণেই এই টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল ভারত। তবে এ বার সম্মতি দিয়েছিল যোগদানের। তবে পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর এই সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় ভলিবল দল। মোট ৩০জনের দল পাঠানোর কথা ছিল ভারতের। পাকিস্তানকে ইতিমধ্যে দল তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছে ভারত। উল্লেখ্য, ভলিবলের পাশাপাশি হকিতেও ভারত-পাক দ্বৈরথ নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি ক্রিকেটেও ভারত-পাকে লাগাম লাগতে পারে। ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আর কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। ক্রিকেট মহলে এটা নিয়ে হচ্ছে আলোচনা। একইসঙ্গে বিশ্বকাপেও ভারত-পাকিস্তানকে যেন এক গ্রুপে না রাখা হয় এই মর্মে বিসিসিআই আইসিসিকে চিঠি দিচ্ছে।

হায়দরাবাদ টেক্কা! রায়নার দিকে নজর আইএসএলের একাধিক ক্লাবের

কোচি, ২৭ এপ্রিলঃ বর্তমানে জমজমাট হয়ে উঠেছে কলিঙ্গ সুপার কাপ। সময় যত এগোচ্ছে ততই নানা অঘটনের সাক্ষী থেকেছে সকলে। টুর্নামেন্টের প্রথম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচে পরাজিত হয়েই ছিটকে গিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল। এমনকি সেখানেই শেষ নয়। এই প্রথম রাউন্ডে হতশ্রী পারফরম্যান্স করে ছিটকে যেতে হয়েছে ওডিশা এফসিকে। যা নিঃসন্দেহে চমকে দিয়েছে সকলকে। অপরদিকে, কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এই টুর্নামেন্টে দলের রিজার্ভ ফুটবলারদের পাশাপাশি হাতে গোনা কয়েকজন ভারতীয় ফুটবলারদের স্কোয়াডে রাখার সিদ্ধান্ত অনেক আগেই জানিয়ে দেয়। আসলে এই মরসুমের ভুল ত্রুটি শুধরে নিয়ে আগামী সিজনে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সকলের। সেই অনুযায়ী খেলোয়াড় নির্বাচন করতে মরিয়া প্রত্যেকে দল। এক্ষেত্রে আইএসএলের পাশাপাশি আইলিগের একাধিক ফুটবলারদের দিকে নজর রয়েছে সকলের। তাঁর মধ্যেই এবার ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে মার্তন্ড রায়না। হিসাব অনুযায়ী দেখলে চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত আইলিগের ফুটবল ক্লাব রাজস্থান ইউনাইটেডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বছর চব্বিশের এই ডিফেন্ডার। শুধুমাত্র দলের রক্ষণভাগ সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রেই নয়। ইতিমধ্যেই দলের হয়ে করে ফেলেছেন প্রায় চারটি গোল। এই

বর্তমানে তাঁদের হারাতে গিয়েই কার্যত কালঘাম ছুটে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি অন্যান্য দলগুলির। গত শনিবার শক্তিশালী কেরালা ব্লাস্টার্সকে অনায়াসেই পরাজিত করে সেমিফাইনাল খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করে ফেলেছে সবুজ-মেরুন। এবার সেই ম্যাচে ও জয়ের ধারা বজায় রাখতে চাইবেন সকলে। তবে এই টুর্নামেন্টে নজর দেওয়ার পাশাপাশি এখন থেকেই নতুন সিজনের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে একাধিক দল। কলকাতা ময়দানের তিন প্রধানের পাশাপাশি খেলোয়াড় দলে নেওয়ার জন্য কথাবার্তা অনেক আগেই শুরু করে দিয়েছে একাধিক ক্লাব ম্যানেজমেন্ট। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেই তাঁকে নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের একাধিক ফুটবল ক্লাব। তারমধ্যে বাকি দল গুলিকে টেক্কা দিয়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিল হায়দরাবাদ এফসি। কথাবার্তাও এগিয়ে গিয়েছিল অনেকটা দূর। তবে এবার উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। শোনা গিয়েছে, বিরাট অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দিয়ে তাঁকে দলে টানতে আগ্রহী মুম্বই সিটি এফসি থেকে শুরু করে প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের পাঞ্জাব এফসি। তাঁদের সঙ্গে ও নাকি কথাবার্তা এগিয়ে গিয়েছে রাজস্থানের। যারফলে আদৌও তিনি কোথায় সই করবেন সেটা এখনও স্পষ্ট নয়।

ইংল্যান্ড সিরিজে বাড়তি সতর্কতার সঙ্গে বুমরাহকে খেলানো উচিত

মুম্বই, ২৭ এপ্রিলঃ জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ এবং মহম্মদ সামি। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং ইউনিটের তিন স্তম্ভ। তিনজন মিলেই দলের বোলিং বিভাগকে শক্তিশালী করে তুলেছে। জিতিয়েছে একাধিক ম্যাচ। একদিনের ক্রিকেট, টি-২০ ক্রিকেট এবং টেস্ট ক্রিকেট-তিন ফরম্যাটেই সমান স্বচ্ছন্দ তিন বোলার। যদিও চোট ও অফ ফর্মের কারণে এই ত্রয়ী দীর্ঘদিন ধরে একত্রে মাঠে নামেননি। বুমরাহ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অনুপস্থিত ছিলেন। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতেই চোট পেয়ে বাইরে চলে যান। দুবাই যাত্রার আগে সুস্থ হয়ে ওঠেননি। অন্যদিকে সামি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে কামব্যাক করলেও ছাড়পত্র জোটেনি সিরাজের। তাঁকে দল না রাখা নিয়ে বিতর্কও দানা বাঁধে। যদিও তিন বোলারই চুটিয়ে আইপিএল খেলছেন। মহম্মদ সিরাজ ৮ ম্যাচে ১২ উইকেট নিয়ে

পরামর্শ রবি শাস্ত্রীর

ফর্মে ফিরেছেন। বুমরাহও চোট সারিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ানসের জার্সিতে ধারাবাহিকতা দেখিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে সামি হায়দরাবাদের হয়ে গা ঘামিয়ে ফর্মের শিখরে পৌঁছনোর চেষ্টা জারি রেখেছেন। এবার তাঁদের ঘিরেই আশার আলো দেখালেন রবি শাস্ত্রী। জানালেন, তিন বোলার ফর্মে থাকলে আগামী জুনে শুরু হতে চলা ইংল্যান্ড সিরিজে ভাল পারফরম্যান্স দেখাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। তিনি বলেছেন, ''আমার মনে হয়, সিরাজ, বুমরাহ এবং সামি পুরোপুরি সুস্থ থাকলে ইংল্যান্ড বোলারদের প্রভূত সমস্যায় ফেলতে পারেন। সিরাজের যে বিষয়টি ভাল লাগে, সেটা হচ্ছে, ও

দল থেকে বাদ পড়ার যন্ত্রণাকে দূরে সরাতে পেরেছে। এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আবার গোড়া থেকে শুরু করা।'' যদিও বুমরাহকে নিয়ে বাড়তি সতর্কতার দাবি জানিয়েছেন শাস্ত্রী। বলেছেন, ''বুমরাহকে যত্নের সঙ্গে কাজে লাগাতে চাই। আমি ওকে দুটো টেস্ট ম্যাচ পরপর খেলাব। তারপর বিরতি। বাস্তবে হয়তো বুমরাহ চারটি ম্যাচ খেলতে পারবে। ভালমতো শুরু করলে পাঁচটি টেস্ট খেলানোর লোভ জাগতেই পারে। কিন্তু তারপর সবকিছু বুমরাহর শরীর এবং ফিটনেসের উপর নির্ভর করবে।''

ভারতীয় প্লেয়ারে অনাস্থা, ডুববে শ্রেয়সের পঞ্জাব! বড় ভবিষ্যদ্বাণী কেকেআর প্রাক্তনীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিলঃ পক্ষপাতিত্বের ফল ভুগতে হবে পঞ্জাব কিংসকে। যতই জয়ের সারণিতে থাকুক শ্রেয়স আইয়ারের পঞ্জাব, ট্রফি যাবে না। প্রীতি জিন্টার দল নিয়ে এমনটাই ভবিষ্যদ্বাণী কেকেআরের প্রাক্তন ক্রিকেটারের। অনেকের মনে হতে পারে পয়েন্ট টেবলের চারে থাকা পঞ্জাব কিংসকে নিয়ে এমন কথা কেন? তার কারণও তুলে ধরেছেন সেই নাইট প্রাক্তনী। এখানে রয়েছে পঞ্জাব কোচ রিকি পন্টিংয়ের যোগ। বিষয়টা ঠিক কী? আসলে দেশের ও কেকেআরে খেলা প্রাক্তন ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি মনে করছেন, পঞ্জাব আইপিএল ট্রফিটা এ বার জিততে পারবে না। এর জন্য তিনি দুষছেন পঞ্জাবের কোচ রিকি পন্টিংকে। মনোজ তিওয়ারির দাবি, অজি প্রাক্তন ক্রিকেটার পন্টিং ফর্মে থাকা ভারতীয় ক্রিকেটারদের বসিয়ে রেখে বিদেশি ক্রিকেটারদের খেলাচ্ছেন। এই পক্ষপাতের কারণে পঞ্জাবকে আগামী দিনে ভুগতে হতে পারে মনে হয়েছে মনোজের। এক্স হ্যান্ডেলে মনোজ তিওয়ারি লিখেছেন, 'আমার অন্তরের অনুভূতি বলছে যে পঞ্জাব এই মরসুমে ট্রফি জিততে পারবে না। কারণ, আজ ওরা যখন ব্যাট করছিল, সেই সময় আমি দেখেছি কোচ ফর্মে থাকা ভারতীয় ব্যাটার নেহাল ওয়াদেরা ও শশাঙ্ক সিংকে পাঠাননি। বরং তিনি বিদেশি ক্রিকেটারের উপর আস্থা রেখেছিলেন। এখান থেকেই বোঝা যায় তিনি ভারতীয় ক্রিকেটারদের উপর বিশ্বাস, আস্থা রাখতে পারছেন না। এই ভাবেই যদি চলতে থাকে, তা হলে পঞ্জাব সেরা দুটো দল হিসেবে কোয়ালিফাই করতে পারবে না।'

ওয়েন কোয়েলকে বিদায় জানাতে চলেছে চেন্নাইয়িন?

চেন্নাই, ২৭ এপ্রিলঃ গত বছরের মতো এবারের মরসুমে ও খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স থাকেনি চেন্নাইয়িন এফসির। আইএসএল জয়ী স্কটিশ কোচ ওয়েন কোয়েলের উপর ভরসা রেখে এবারের শক্তিশালী দল সাজিয়ে ছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। কোনর শিল্ডসের পাশাপাশি লুকাস বামব্রিলাদের মতো ফুটবলারদের যুক্ত করা হয়েছিল দলের সঙ্গে। কিন্তু খুব একটা ইতিবাচক ফল পায়নি আইএসএল জয়ী এই ফুটবল ক্লাব। তবে শুরুটা খুব একটা খারাপ ছিল না ফারুক চৌধুরীদের। জয় দিয়েই দেশের প্রথম ডিভিশনের ফুটবল লিগ তথা আইএসএল শুরু করেছিল চেন্নাইয়িন এফসি। সেই নিয়ে সমর্থকরা কিছুটা খুশি হলে ও দ্বিতীয় ম্যাচেই ধাক্কা খেতে হয়েছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাবকে। পরাজিত হতে হয়েছিল কলকাতা ময়দানের তৃতীয় প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে। মাঝে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের পাশাপাশি জামশেদপুর এফসির মতো শক্তিশালী দলকে পরাজিত করলেও বেশিদিন বজায় থাকেনি সেই জয়ের ধারা। ধাক্কা খেতে হয়েছিল বারংবার। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব পড়েছিল দলের পয়েন্ট টেবিলে। একাধিক ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করার সুবাদে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের তালিকায় অনেকটাই নেমে আসতে হয়েছিল এই ফুটবল দলকে। এই বছরের শুরু থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান

তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে দল জয়ের মুখ দেখলে ও সুপার সিক্সের লড়াইয়ে ফিরে আসার জন্য সেটা যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট টেবিলের এগারো নম্বরে থেকেই অভিযান শেষ করতে হয়েছিল চেন্নাইয়িন এফসিকে। সেই হতাশা কাটিয়ে এবারের কলিঙ্গ সুপার কাপ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। পেট্র ক্র্যাটকির শক্তিশালী মুম্বাই সিটি এফসির কাছে পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্টের শুরুতেই ছিটকে যায় অভিষেক বচ্চনের ফুটবল ক্লাব। দলের এমন পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে চিন্তায় রাখছে সকলকে। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, ওয়েন কোয়েলকে আগামী মরসুমে আর হয়তো দলের দায়িত্ব রাখতে চাইছে না ম্যানেজমেন্ট। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ভারতের এই ফুটবল ক্লাবের। তবে এক্ষেত্রে আদৌও তা কতটা বজায় থাকে সেটাই দেখার। মনে করা হচ্ছে আগামী মরসুমে হয়তো এক স্প্যানিশ কোচকে দলের দায়িত্ব তুলে দিতে পারে চেন্নাইয়িন।

পাঁচ গোলের থ্রিলার জিতে শিরোপা ও ক্লাসিকো বার্সার, লাল কার্ড রিয়ালের

কিলিয়ান এমবাপে মাঠে নামার পর পাল্টে গেল খেলার চিত্র। ফরাসি তারকার ছোঁয়ায় বদলে যাওয়া রিয়াল মাদ্রিদ এক পর্যায়ে এগিয়েও গেল। থিবো কোর্তোয়ার ভুলের সুযোগ নিয়ে সমতা ফিরিয়ে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নিল বার্সেলোনা। যখন মনে হচ্ছিল ম্যাচের নিষ্পত্তি হবে টাইব্রেকারে, তখনই দারুণ এক গোলে ব্যবধান গড়ে দিলেন জুল কুন্দে। ঘটনাবহুল লড়াইয়ে কোপা দেল রের শিরোপা জিতল হান্সি ফ্লিকের দল।

বার্সেলোনা ৩-২ রিয়াল মাদ্রিদ

সেভিলা, ২৭ এপ্রিলঃ রেফারি-বিতর্কে আগুন জ্বলেছে আগেই। আগুনের ফুলকিও ছুটেছে দুই দল মুখোমুখি হওয়ার আগে। সেভিয়ার প্লাজা নুয়েভায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বার্সেলোনা সমর্থকদের। রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকদের সঙ্গেও তাঁদের একজোট হয়ে যাওয়ার গুঞ্জন বের হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বাকি ছিল শুধু মাঠের লড়াইয়ে আগুন ধরার অপেক্ষা। প্রথমার্ধের ২৮ মিনিটে গোলের সেই আগুন জ্বালালেন পেদ্রি, বিরতির পর ৭০ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপে। এরপর ৭৭ ও ৮৪ মিনিটে আরও দুই গোল। প্রথমটিতে চুয়ামেনি ২-১ গোলে এগিয়ে দেন রিয়ালকে, ফেরান তোরেসের পরের গোলে আবার সমতায় বার্সা (২-২)। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এটাই স্কোরলাইন, যেখানে বার্সা প্রথমে এগিয়ে গিয়ে সমতায় ফিরতে বাধ্য হয়। এরপর রিয়ালকেও এগিয়ে গিয়ে সমতায় ফিরতে হয়েছে। অতিরিক্ত সময়ে সবাই যখন পেনাল্টি শুটআউটের প্রহর গুনছিলেন, ঠিক তখনই শেষ মোচড়। একটু ভুল হলো। গোলের হিসাবে শেষ মোচড়, কিন্তু ম্যাচে চলমান নাটকের শেষ অঙ্ক বাকি তখনও। ভুললে চলবে না, এটা শুধু ফাইনাল নয়, এল ক্লাসিকোও! থ্রিলারের সঙ্গে বিতর্কও না হলে কী হয়! ১১৬ মিনিটে বার্সা ডিফেন্ডার জুলস কুন্দের গোলে আবারও এগিয়ে যায় বার্সা। লুকা মদরিচের ঢিলেঢালা পাসের সুযোগ নিয়ে ২৫ গজ দূর থেকে ডান পায়ের বুলেট গতির শটে গোল করেন ফরাসি ডিফেন্ডার। ৩-২ গোলে এগিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এই স্কোরলাইনে জিতেছে বার্সাই। তবে কুন্দের গোলের পর শুরু হয় লাল কার্ড দেখার পালা! শেষ বাঁশি বাজার মিনিট দেড়কে আগে (১২৩ মিনিট) এমবাপে ফ্রি কিক না পাওয়ায় বেঞ্চ থেকে রেফারির প্রতি তেড়ে যাচ্ছিলেন রিয়াল ডিফেন্ডার আন্তনিও রুডিগার। সতীর্থরা তাঁকে টেনে ধরে থামান। এরপর রিয়ালের বেঞ্চ থেকে কিছু একটা ছুঁড়ে মারা হয় মাঠের রেফারি রিকার্দো দে বুর্গোস বেনগোচেয়া প্রতি। রুডিগার নাকি অন্য কেউ ছুঁড়ে মেরেছেন, তা পরিষ্কার বোঝা যায়নি। এ সময় রুডিগারকে লাল কার্ড দেখান বেনগোচেয়া। কয়েক মুহূর্ত পর লুকাস ভাসকেজকেও। মরসুমের তৃতীয় ক্লাসিকোতেও দর্শকদের পয়সা উসুল কিংবা রাত জাগা স্বার্থক। বিশেষ করে বার্সার সমর্থকদের জন্য। গত অক্টোবরে রিয়ালকে লিগে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে জানুয়ারিতে স্প্যানিশ সুপার কাপেও ৫-২ গোলে জিতেছে বার্সা। অর্থাৎ এ মরসুমে তিনবার রিয়ালের মুখোমুখি হয়ে ১২ গোল করল বার্সা। এর মধ্যে শেষ তিনটি গোল শুধু ৩২তম কোপা দেল রে জয়ের স্মারক নয়, রিয়ালের চোখে চোখ রেখে ঘুড়ে দাঁড়ানো কাকে বলে, সেটা

দেখিয়ে দেওয়াও। শেষ বাঁশি বাজার পর রিয়ালের খেলোয়াড়েরা রানার্সআপ পদক নেওয়ার সময় দুই পাশে দাঁড়িয়ে গার্ড অব অনারও দেন বার্সার খেলোয়াড়েরা। প্রথমার্ধ দেখে মনে হয়েছে, আগের দুটি ক্লাসিকোর মতো একপেশে হারের স্কোরকার্ড দেখা যেতে পারে। এই অর্ধে রীতিমতো পর্যুদস্ত হয়েছে রিয়াল। পরের অর্ধে সেটাই আবার কড়ায়-গন্ডায় ফিরিয়ে দিচ্ছিল। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর আগে বদলি নামা এমবাপের ফ্রি কিক থেকে গোল সেই চাপেরই প্রতিফলন। সাত মিনিট পরই কর্নার থেকে হেডে চুয়ামেনির গোলে আনন্দে ভেসে যায় লা কার্তোহা স্টেডিয়ামের সাদা গ্যালারি। তখন ২-১ গোলে এগিয়ে রিয়াল। আর সর্বোচ্চ মিনিট ১৫, তারপরই ধরা দেবে পরম স্বস্তির এক জয়! ভুল। ৮৪ মিনিটে আবারও মোচড়। এটির জন্ম ফেরান তোরেসের পায়ে। লামিনে ইয়ামালের দারুণ এক পাস থেকে ডান প্রান্ত দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ফিনিশিংয়ে তোরেস গোল করার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে বার্সা সমর্থকদের গ্যালারি। বার্সার বেঞ্চ থেকে খেলোয়াড়দেরও কেউ কেউ মাঠে ঢুকে কিংবা কেউ টাচলাইনে আনন্দে উদ্বেলিত। তখন জুড বেলিংহাম, আরদা গুলেরদের মুখে তাকানো যাচ্ছিল না। কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, মরসুমের পর মরসুম প্রতিপক্ষকে দেখানো বেলিংহামদের নিজেদেরই ওষুধ কি না হজম করতে হচ্ছে, সেটাও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিদের কাছে! আরও কষ্টের ব্যাপার, দ্বিতীয়ার্ধে তা কড়ায়-গন্ডায় শোধ করতে করতে ম্যাচে ফিরে তারপর এগিয়েও গিয়েছিল রিয়াল। তোরেসের গোলটি যদি রিয়াল সমর্থকদের বুকে পেড়েকের আঘাত হয়, তবে বিরতির পর যোগ করা সময়ের ৬ মিনিটে সেই আঘাতের কষ্ট তাদের ভুলে যাওয়ার কথা! বক্সের বাঁ দিক থেকে বিপজ্জনকভাবে ঢুকে প।। রাফিনিয়াকে বাধা দেন রিয়াল ডিফেন্ডার রাউল আসেনসিও, পড়ে যান বার্সার এই ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার, পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি রিকার্দো দে বুর্গোস বেনগোচেয়া। এই রেফারির সংবাদ সম্মেলনে বলা কথাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতেই চটেছিল রিয়াল। বেনগোচেয়া তখন স্বাভাবিকভাবেই গ্যালারির সাদা অংশের চক্ষুশূল। সেটা আরও বেড়েছে সম্ভবত ভিএআর পেনাল্টিটি বাতিল করায়। উল্টো পেনাল্টি আদায় করতে ইচ্ছা করে পড়ে গিয়ে হলুদ কার্ড দেখেন রাফিনিয়া। ম্যাচের সেরা গোলটি প্রথমার্ধের ২৮ মিনিটে, পেদ্রির। অর্কেস্ট্রার কন্ডাক্টরের মতো খেলার সুরটা গেঁথে তারপর নিজে শেষ করেছেন। ভিনিসিয়ুস বল হারানোর পর মাঝমাঠ থেকে ডান প্রান্তে লম্বা পাস দেন ইয়ামালকে। বার্সা তারকা বল পায়ে এদিক-সেদিক করে একটু সময় নিয়েছেন পেদ্রির এগিয়ে আসার। বক্সের জটলা থেকে মাঝের ফাঁকা দৌড়ে আসা পেদ্রির সামনে পাস বাড়ান। ডান পায়ের চোখধাঁধানো শটে গোল! পেদ্রির গোলে এগিয়ে বার্সা প্রথমার্ধ শেষ করার পরই কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিলেন শিরোপার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে! কারণ, নিরপেক্ষ ভেন্যুতে যত ক্লাসিকো হয়েছে, প্রথমার্ধে এগিয়ে থাকা দলই শেষ পর্যন্ত জিতেছে। সেভিয়াতেও তাই হলো, ২০২১ সালের পর প্রথম কোপা দেল রে জিতল বার্সা। ১৯৯০ সালের পর এই কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে রিয়ালের বিপক্ষে এটাই তাদের প্রথম জয়। রিয়ালের আক্রমণে ধার বেড়েছে এমবাপে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামার পর। প্রথমার্ধে ৭টি শটের মধ্যে বার্সার পোস্টে একটি রাখতে পেরেছে রিয়াল। বিরতির পর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত শুধু পোস্টেই সাতটি শট রেখেছে রিয়াল, যেটা বার্সা করেছে প্রথমার্ধে। পেদ্রির গোলের পর অফসাইডের কারণে একটি গোল বাতিলও হয় রিয়ালের। দুর্ভাগ্য বার্সাকেও তাড়া করেছে। ৪৪ মিনিটে তাদের কর্নার সবাইকে ফাঁকি দিয়ে সরাসরি রিয়ালের পোস্টে লেগেছে! কার্লো আনচেলত্তির দলের রক্ষণে ভোগার একটি কারণ হতে পারে ম্যাচের মাত্র ৮ মিনিটের মাথায় ডিফেন্ডার ফাঁরলা মেন্দির চোট পেয়ে মাঠ ছেড়ে যাওয়া। তাঁর বদলি নামা ফ্রান গার্সিয়া প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি। স্প্যানিশ সুপার কোপা জিতলেও বার্সা কোচ হিসেবে এটা হান্সি ফ্লিকের প্রথম ব। শিরোপা জয়। অন্যদিকে আনচেলত্তির রিয়াল কোচ হিসেবে শিরোপা জয়ের সম্ভবত শেষ সুযোগ ছিল। চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে আগেই বাদ পড়েছে রিয়াল। লা লিগায় তাদের সঙ্গে ৪ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে ফ্লিকের বার্সা। আনচেলত্তি মরসুম শেষ করতে পারেন কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়!

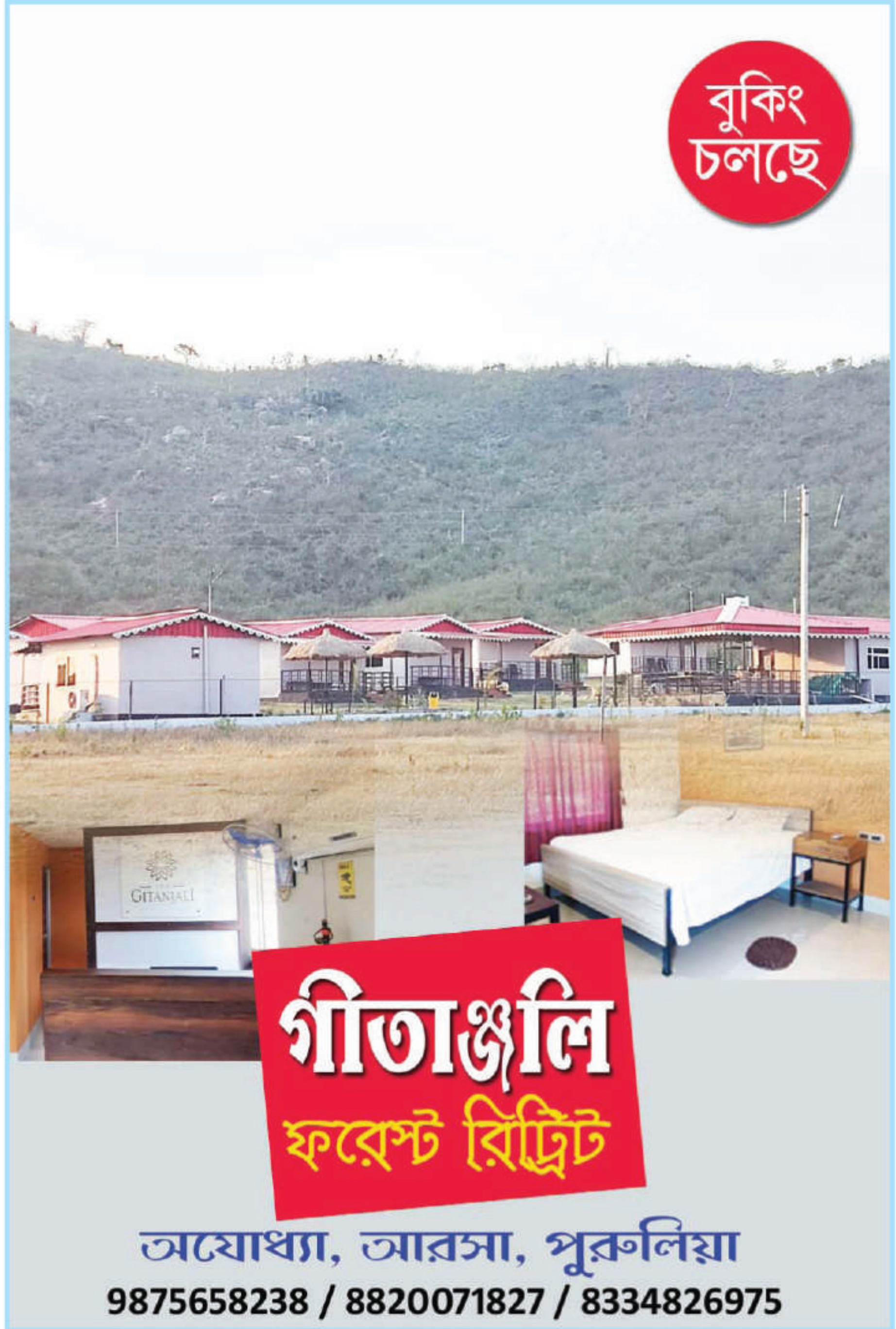

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com